বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৬ বর্ষ। ৪০০ সংখ্যা। } বৈশাখ ১৩০৫—মে, ১৮৯৮ { ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১৩০৫ সাল।

ইং ১৮৯৮-৯৯।

সংবৎ ১৩৫৫-৫৬, শক ১৮২০,

ব্রাহ্মাব্দ ৬৯-৭০।

বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বু	শ	ম	শ	ম	শু
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
এ	মে	জুন	জু	আ	সে
শু	র	বু	শু	সো	বৃ
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
শ	ম	বৃ	র	বু	বু
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১

বু	শ	ম	শ	ম	শু	‡১	৮	১৫	২২	২৯	সো	বু	বৃ	শ	র	ম
বৃ	র	বু	র	বু	শ	২	৯	১৬	২৩	৩০	ম	বৃ	শু	র	সো	বু
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	৩	১০	১৭	২৪	৩১	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো	৪	১১	১৮	২৫	৩২	বৃ	শ	র	ম	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম	৫	১২	১৯	২৬		শু	র	সো	বু	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৬	১৩	২০	২৭		শ	সো	ম	বৃ	শু	র
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	৭	১৪	২১	২৮		র	ম	বু	শু	শ	সো

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ	২০	১৯	১৭	১৪	১৩	১১
পূঃ	২৪	২২	২০	১৮	১৬	১৪
কৃঃ এঃ	৫	৩	১।৩১	২৯	২৭	২৬
অঃ	৮	৬	৫	৩	১।৩১	৩০

শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী। কৃঃ এঃ—কৃষ্ণএকাদশী; পূঃ—পূর্ণিমা। অঃ—অমাবস্যা।

**পরীক্ষা—২৪এ বৈশাখ শুক্রবার, ২২এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা। ৮ই বৈশাখ বুধবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

*বৈ—বৈশাখ বুধবারে আরম্ভ, ৩১শে শেষ। †এপ্রেল শুক্রবারে আরম্ভ, ৩০শে শেষ। *কা—কার্ত্তিক সোমবারে আরম্ভ ৩০শে শেষ। অ—অক্টোবর শনিবারে আরম্ভ ৩১ শে শেষ।

‡১লা বৈশাখ বুধবার, ২রা বৃহস্পতি ইত্যাদি। ১লা জ্যৈ শনিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি। বৈ বুধ—১, ৮, ১৫, ২২, ২৯ জ্যৈ শুক্র—১,৮,১৫,২২,২৯; ১৩ই, ২০এ, ২৭এ এপ্রেল বুধবার এবং ৪, ১১, ১৮ মে বুধবার ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ	৯	৯	৯	৯	১০	১০
পূঃ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৪	১৩
কৃঃ এঃ	২৫	২৪	২৫	২৪	২৫	২৪
অঃ	২৮	২৭	২৮	২৭	২৮	২৭

*পরীক্ষা ৯ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার এবং ৯ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শুক্ল একাদশী। ২৫এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার এবং ২৪এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার কৃষ্ণ একাদশী। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নব বর্ষ।

নব বর্ষ! খুলি স্বর্গদ্বার
দেখাইলে অদ্ভুত ব্যাপার—
এ সংসার ছায়াময়, ক্ষণে জন্ম স্থিতি লয়,
বিধির বিধান চমৎকার।

জীবনের মৃত্যু পরিণাম,
বহে স্রোত সদা অবিরাম;
ভাসে জীব শত শত, সংযোগ বিয়োগ কত,
কোন্ ধামে সবার বিশ্রাম?

ঘর বাড়ী ধন পরিজন,
সব হেথা নিশার স্বপন!
এই আছে নাই আর,আমার নহে আমার,
অহমের * সবংশে নিধন।

এ পারের গণ্ডগোলচয়,
"হরিবোল" দিয়া শেষ হয়,
গেলে হরিবোল দিয়া,পাছু যারা আগুড়িয়া,
খেলায় মাতিয়া তবু রয়।

ও পারে সত্যের মহাদেশ,
মরণের নিষেধ প্রবেশ,
নিত্য প্রাণ নিত্যালোক, নাহি রোগ জরা শোক,
নাহি চিন্তা ভয় দুখ ক্লেশ।

অমৃত পুরুষ জ্যোতির্ম্ময়,
সদানন্দ মঙ্গল-আলয়,
সে দেশেতে স্বপ্রকাশ, দরশ পরশ আশ
পুরান সে নিত্য লীলাময়।

অমরদিগের মহামেলা,
প্রেমের অপূর্ব্ব দেব-খেলা;
প্রেমে নাচে প্রেমে গায়, প্রেমানন্দে সদা ধায়
প্রেমচন্দ্রে দেখে সারা বেলা।

সবাই পবিত্র-দরশন,
সুপবিত্র বসন ভূষণ,
অমরের তৃষা ক্ষুধা, দূর হয় পিয়ে সুধা,
অমৃতেতে পূর্ণ সে ভুবন।

কল্পতরু-মূলে করি বাস,
মিটে সব প্রাণের পিয়াস;
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুর অভাব নাই,
প্রাণভরা আনন্দ উল্লাস।

অক্ষয় শাশ্বত সুখধাম,
ভাণ্ডার পূরিত রত্ন-দাম,
অনন্ত কালের তরে, পুণ্য শান্তি সুধা ক্ষরে
ভুঞ্জি জীব হয় পূর্ণকাম।

মরতে বিকার বিবর্ত্তন,
নববর্ষ হবে পুরাতন;
চল যাই নিত্য দেশে, নবীন নবীন বেশে
বিকশিত হইবে জীবন।

নিত্য নব লীলা-রসময়,
পূর্ণরূপে যেথানে উদয়
নব জ্ঞান নব প্রেমে, নব সত্য নব ক্ষেমে,
নববর্ষ অনন্ত অক্ষয়।

* অহমের—অহং শব্দে আমি; আমার, আমা দ্বারা ইত্যাদি আমি সম্বন্ধীয় সকলের।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নববর্ষের ফল—পঞ্জিকার মতে নববর্ষে রাজা বৃহস্পতি, মন্ত্রী রবি, জলাধিপ বুধ। মন্ত্রীটি ভাল নয়, আর সব ভাল।

মহাযুদ্ধ—আমেরিকার কিউবা দ্বীপ স্পেনের অধীনস্থ ছিল। স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে দেশবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য তাহাদের পক্ষীয়। এই কারণে যুক্তরাজ্যের সহিত স্পেনের মহাযুদ্ধের সূচনা হইয়াছে। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ এই যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের শুভ চেষ্টা সফল হউক।

বঙ্গের নূতন গবর্ণর—সার জন উডবরণ বঙ্গের নূতন ছোট লাট হইয়া পরিশ্রমপূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ৫ বৎসরের জন্য তাঁহার নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি মে মাসে দার্জিলিং যাত্রা করিবেন।

যুদ্ধজয়—আফ্রিকার সুদান দেশে দরবেশদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজপক্ষ জয় লাভ করিয়াছেন।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা—১৮৯৫ পর্য্যন্ত যে ১৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১৪৮ কোটী, পূর্ব্বে ১৩৯ কোটী ছিল। ৯ কোটী বৃদ্ধি কম নয়।

মড়ক—নববর্ষে মড়কের বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই। বোম্বাই, করাচি, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমে ইহা অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতেছে। আবার বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতাতেই ইহার প্রবেশ হইয়াছে সন্দেহ করিয়া নগররক্ষকগণ মহাভয়াক্রান্ত। লোকে দলে দলে পলাইতে ব্যস্ত।

বাঙ্গালীর গৌরব—বাবু সুরেশচন্দ্র মহলানবিশ বিলাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া কার্ডিফ কলেজে শারীরবিজ্ঞান শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি এডিনবরার রয়াল সোসাইটীর একজন ফেলোও হইয়াছেন।

বহুরূপী পুষ্প—আমেরিকার মেক্সিকো দেশে একজাতীয় পুষ্প প্রাতে শুভ্রবর্ণ, মধ্যাহ্নে রক্তবর্ণ এবং রাত্রিকালে নীলবর্ণ হয়।

প্রাণদণ্ড—গত ১৮ই এপ্রেল বোম্বায়ের দামোদর চাপেকারের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। সে ধর্ম্মবীরের মত ধর্ম্মপুস্তক হস্তে নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। আত্মীয়েরা তাহার যথাবিধি সংকার করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—১৯৮৯ সালের ৬ই মার্চ্চ প্রবেশিকা এবং ২১এ

মার্চ্চ এফ এ, বি এ পরীক্ষা হইবে। আগামী এম এ বি এল প্রভৃতি পরীক্ষা ১৮৯৮ সালের ২৮এ নবেম্বর গৃহীত হইবে।

সম্পাদকের মৃত্যু—বোম্বাই সমাচার ৭৫ বৎসর কাল প্রচারিত হইতেছে। ইহার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৪০ বৎসর কাল এই কাগজ চালাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সকল সংবাদপত্রই ইহার বিয়োগে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।

কাশ্মীরে ভূমিকম্প—গত ১২ই এপ্রেল কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভয়ঙ্কর ভূমি-কম্প হইয়া অনেক ইষ্টকালয় ভূমিসাৎ হইয়াছে। কাছাড়, ঢাকা এবং কলিকাতাতেও কম্পন অনুভূত হইয়াছে।

শোকোচ্ছ্বাস।*

(স্বর্গগামিনীর প্রতি।)

এ কি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল! মা! বুক যে ফাটিয়া গেল, কলিজা যে ছিঁড়িয়া গেল, জগতের সব আলো যে নিবিয়া গেল, এ কি হইল মা? আজি নববর্ষের প্রথম দিন, আজি আমরা নব বল, নবোদ্যম, নব আশা, নব মঙ্গল এবং নবজীবন পাইবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিব, দেবতার কাছে প্রার্থিত বর পাইব, এমন শুভ দিনে সহসা এ কি সর্ব্বনাশ হইল মা? ও মা, তুমি নাকি আমাদিগকে এ জনমের মত ফাঁকি দিয়া যাইতেছ? তোমার স্নেহমাখা মুখ নাকি আমরা আর দেখিতে পাইব না, তোমার মধুমাখা কথা নাকি আর শুনিতে পাইব না, তোমার অমৃতমাখা স্নেহ নাকি আর উপভোগ করিতে পারিব না? ও মা, তুমি নাকি আর আমাদের সাথে মিলিতে মিশিতে আসিবে না? ও মা, পৃথিবী যে আঁধার হইয়া গেল, বাতাস যে থামিয়া গেল, ধারণাশক্তি যে হারাইয়া গেল, এ কি সর্ব্বনাশ হইল মা?—পৃথিবী আবার মেরু-দণ্ডে ঘুরিবে, আকাশে আবার রবি, শশী, তারা জলিবে, আবার মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ ছুটিবে, আবার গাছে গাছে পাখী ডাকিবে, নর নারী আবার হাসিবে কাঁদিবে, নিত্য যে সব হয় নিত্য সে সব হইবে, কেবল তুমিই নাকি মা, কেবল তুমিই নাকি আনন্দময়ী মা, তোমার সাধের ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইবে না? জগতে নাকি কত নিশা "সু-প্রভাত" হইবে, আর তোমার জন্য যে সব হৃদয় আঁধার, আঁধার, ঘোর আঁধার হইয়াছে, সে অন্ধকার নিশা নাকি আর পোহাইবে না? জগতে কত আগুন জলিয়া নিভিবে, আর তোমার উপাস্য

*আমার মাতৃস্থানীয়া দেবী কৈলাসকামিনী দত্তজায়ার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত। ১লা বৈশাখ বুধবার—১৩০৫ সাল।

...তীকুল-গৌরব তুমি, তোমার ...-দেবতা তাঁহার বুকে যে ...লিতেছে, তাহা নাকি আর ...না? লতায় পাতায় কত ফুল ..., আর তোমারি স্নেহের ফুল কয়টী ...ক আর সে হাসি হাসিতে পারিবে ...? বুক যে ফাটিয়া গেল! বিশ্বজগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাউক, বিধাতার বিধি উলটিয়া যাউক, মানবের জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যাউক, এ নিদারুণ কথা মানুষে বিশ্বাস করিবে কি করিয়া? বিশ্বাস করিলে বা বাঁচিবে কি করিয়া? যতক্ষণ আশা থাকে; ততক্ষণ মানুষের প্রাণে সবই সহিয়া থাকে, যখন আশা ফুরাইয়া যায়, তখন কেবল সহিষ্ণুতা কেন, বুঝিবা মানুষের পরমায়ুও ফুরাইয়া যায়! তাই বলিতেছি এ অগ্নিময় নিরাশার কথা, এ দারুণ সর্ব্বনাশের কথা বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই।

এ ভয়ানক কথা বিশ্বাস করিব না বলিয়াই তো তোমাকে ডাকিতেছি মা, তুমি ফিরিয়া বাড়ী এসো। স্নেহময়ী মা! আনন্দময়ী মা! করুণাময়ী মা! গৃহলক্ষ্মীর জীবন্ত প্রতিমা মা! তুমি তোমার ঘরে ফিরিয়া এসো। যাইও না মা, তুমি গেলে যে তোমার আনন্দপুরী দুঃখের ভরা হইবে, তোমার দেবতা স্বামী "গৃহশূন্য" হইবেন, তোমার স্নেহের সন্তানেরা "হতভাগ্য" হইবে, তাদের সঙ্গে শত শত লোক "মাতৃহীন" হইবে, শত শত দুঃখী-জন ব্যথার ব্যথী হারাইবে, কুলবন শ্মশানে পরিণত হইবে, আর সেই বুক-ভাঙ্গা কথা, সেই সর্ব্বনাশের কথা; আমা-দিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাই সাধিতেছি মা! তুমি ফিরিয়া এসো।

তুমি কোথায় যাইতেছ মা, স্বর্গে যাইতেছ? কেন যাইতেছ মা, তোমার কিসের অভাব যে তাহা পূর্ণ করিতে স্বর্গে যাইতেছ মা? তোমার সুখের অপেক্ষা স্বর্গসুখ কিসে শ্রেষ্ঠ মা? যাহা-দের সুখ নাই, শান্তি নাই, যাহাদের আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ পূর্ণ হইবার উপায় নাই, তাহারাই এ জগতে থাকিতে চায় না, তাহারাই সকল জ্বালা জুড়াইতে স্বর্গে যাইতে চায়; তুমি নারীকুলের ভূষণ-স্বরূপা দেবি! ভগবান্, তোমাকে অনন্ত সুখ ও সৌভাগ্য দিয়াছেন, তুমি আবার কিসের জন্য স্বর্গে যাইবে মা? তোমার পিতৃকুল, পতিকুল সৌভাগ্য ও সাধুতায় পরিপূর্ণ, তুমি যাঁহার সহধর্ম্মিণী তিনি নরদেবতা, তোমার শিশুগুলি আজিও দেবশিশু, তোমার বালিকাগুলি আজিও দেববালা; তোমার সোণার সংসারে বিবাদ কলহ নাই, হিংসাদ্বেষ নাই, অভাব দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, অবিচার অধর্ম্ম নাই; তোমার গৃহে পীড়িত সেবা পাইয়া থাকে, বিপদ্‌গ্রস্ত সু-পরামর্শ পাইয়া থাকে, ব্যথিত প্রাণ-জুড়ানো কথা শুনিয়া থাকে, ত্রিতাপদগ্ধ ভগবানের নামামৃত পান করিয়া থাকে। রমণীর যাহা জাতীয় অলঙ্কার, তাহা সবই তোমার হৃদয়ে শোভিত হইয়া আছে; তোমার ধর্ম্মভাব, সতীত্ব, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুবিবেচনা, লজ্জা,

ধৈর্য্য, করুণা, সহিষ্ণুতা, তোমার পতিপ্রেম সন্তানস্নেহ, ভ্রাতৃবাৎসল্য, দীনে দয়া, বিশ্বময়ী মমতা, সুগৃহিণীপণা, সবই পরিমার্জ্জিত, সবই উজ্জ্বল হইয়া তোমাকে দেবীরূপে সাজাইয়াছে! তোমাকে ভগিনী পাইয়া তোমার সহোদরেরা কৃতার্থ, তোমাকে সহধর্ম্মিণী পাইয়া তোমার দেবতা স্বামী কৃতার্থ, তোমাকে জননী পাইয়া তোমার সন্তানেরা কৃতার্থ, তোমাকে "মাঠাকুরাণী" পাইয়া তোমার দাসদাসীগণ কৃতার্থ, তোমাকে "সাম্রাজ্ঞী" পাইয়া তোমার সংসার কৃতার্থ, তোমাকে "মা" বলিয়া ডাকিয়া আমাদের শত শত প্রাণও কৃতার্থ! কত পুণ্যবলে এত সুখ এত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারা যায় তাহা কে বলিবে?—তাই বলিতেছি মা, এ অনির্ব্বচনীয় সুখ, অপরিসীম সৌভাগ্য রাশি, পঠিত গ্রন্থের মত, শিশুর পুরাতন খেলানার মত, সংযমীর ভোগ সুখাকাঙ্ক্ষার মত অনাদর করিয়া, উপেক্ষা করিয়া, অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইও না মহানবমীর দিনে বিজয়া দশমী ঘটাইও না, মা, তুমি ফিরিয়া এসো। তুমি আসিলে আবার চাঁদ উঠিবে, আবার তেমনি ফুল ফুটিবে, তোমার জন্য যে সকল বুকে সূচীভেদ্য নব অন্ধকার ছাইয়া গিয়াছে, সেখানে আবার উষা হাসিবে, তাই বলি মা, তুমি ফিরিয়া এসো। স্বর্গে তোমার কি সুখ বাড়িবে মা? তুমি স্বর্গের মেয়ে, তুমি যেখানে থাক, সেইখানেই তো স্বর্গ; তোমার ঐ দেব-হৃদয়খানি লইয়া যেখানে দাঁড়াইবে, সেইখানেই তো ... হইবে; তুমি তোমার ... যেখানে বিলাইবে, সেই খা... কনক পারিজাত ফুটিবে; তোমা... ভক্তি যেখানে প্রকাশিত হইবে, ... খানেই তো অমৃত-স্রোত উথলিয়া উঠি... তুমি স্বতন্ত্র স্বর্গে কেন যাইবে মা? আচ্ছা এত দিন তো তুমি যাইতে চাহ নাই। যে দিন দরিদ্রতার প্রতিকূলে যুঝিয়াছিলে, যে দিন তোমার পতি দেবতাকে শুশ্রূষা করিয়া দারুণ রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলে, যে দিন তোমার গর্ভস্থ শিশু মৃত দেহে জগতে আসিয়াছিল দেখিয়া "আমার ত্রুটিতে বা এমন হইল" ভাবিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়াছিলে, সে রকম দুর্দ্দিনে তো তুমি পলাইতে চাহ নাই; আর আজি ভগবদ্ভক্তির মহিমা জানাইয়া, সহিষ্ণুতার গৌরব দেখাইয়া, বীরাঙ্গনার মত পতি, পুত্র কন্যা সকলকে নিরাপদে রাখিয়া চলিয়া যাইতেছ কেন মা? তোমার সাধের ফুলবাগানে বজ্রাঘাত করিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ কেন মা?—আমি বুঝিয়াছি, তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি মা, এতগুলি প্রাণ কাঁদাইয়া, প্রাণের জিনিস সব ফেলিয়া দিয়া, তুমি সাধ করিয়া যাইতেছ না, তোমার মত কোমলপ্রাণা রমণীরত্ন তাহা কখনই পারে না। তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়াই তুমি যাইতেছ, না গিয়া থাকিতে পারিতেছ না, তাই তুমি যাইতেছ। হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশ করিয়া কে

তোমাকে লইয়া যাইতেছে মা? মৃত্যু? সে নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের নাম মৃত্যু? এ বাঁধা ভাতে ছাই দিতে, এ পাকা ধানে মই দিতে, এ দেবতার বুকে আগুন জ্বালিতে, এ কচি কচি প্রাণে দারুণ আঘাত করিতে, এ সোণার পুরী আঁধার করিতে, সে পাপিষ্ঠের প্রাণে একটু কি মমতা হইল না? তার পোড়া চোখে কি এক ফোঁটা জল আসিল না? হা ভগবান্! এমন নির্ম্মম মৃত্যুকে তুমি মারিয়া ফেল—এমন হৃদয়হীন পাষণ্ডকে তুমি পর্ব্বতে আছাড়িয়া, আগুনে পোড়াইয়া মারিয়া ফেল; নৃশংস শাস্তি পাউক, তোমার দয়া ধন্য হউক!—

না না, আমার ভুল হইয়াছে! মাগো! তোমার এই অকাল শোকে, অভাবনীয় শোকে আমার স্মৃতি বিভ্রম ঘটিতেছে!—কেন ঘটিবে না মা, আমি আমার নিজের কথা বলিতেছি—আমি তোমার গর্ভজাতা না হইলেও তোমার কন্যা; আমি তোমার নিকটে রোগে শুশ্রূষা পাইয়াছি, শোকে সান্ত্বনা পাইয়াছি, সুখে দুঃখে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি পাইয়াছি, তোমার গর্ভজাতা কন্যাদিগের মত মা, এ অভাগিনীকেও তুমি শত প্রকারে আদর, স্নেহ, যত্ন ও পরিচর্য্যা করিয়াছ। হায়! ভবিষ্যৎ-অন্ধ নর মানব আমি তোমাকে দেবী বলিয়া চিনিতে পারি নাই—স্নেহময়ী মা বলিয়া ভাবিয়াছি; তাই আর এ জীবনে তোমাকে দেখিতে পাইব না জানিয়া আমার স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিতেছে! কিন্তু এখন আবার মনে পড়িতেছে—ভগবান্ মনে করাইয়া দিতেছেন—তিনি অসময়ে মানবকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া তিনি মনে করাইয়া দিতেছেন, তাই আমার মনে পড়িতেছে, মৃত্যুই নর মানবকে অমৃতধামে লইয়া যায়; তুমি সেই মৃত্যুর জন্যই আজ অজর, অমর, শান্তিময় আনন্দপুরে পৌঁছিয়া সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি সতীগণ সহ মিলিত হইয়া, বিশ্বজননার স্নেহের কোল অধিকার করিয়াছ। এত দিন তুমি সহস্র সৌভাগ্যবতী হইলেও, এ জরা-মরণ-পাপ-সঙ্কুল জগতে তোমার অনেক দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা হইত, অনেক দুর্ভাবনা হইত; আজি সেই ভয় ভাবনা ঘুচিয়া গেল, আজি তুমি স্বর্গের মেয়ে স্বর্গে গেলে! তাই বুঝিতে পারিতেছি, তোমার এ আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য ও উন্নতির মূল যে মৃত্যু, তাহার নিন্দা করিয়া কাজ নাই। এখন তুমি মা, তোমার এ অধম সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ঐ কথাটী ভুলিয়া না যাই মৃত্যুই নর মানবকে অমৃতধামে, বিশ্বজননার স্নেহের কোলে লইয়া যায়, আমি যেন ঐ কথাটী ভুলিয়া না যাই;—তাহাহইলে যখন এই ভয়ানক দিন মনে পড়িবে, যখন নিমতলার মহা-শ্মশান মনে পড়িবে, যখন স্বর্ণ প্রতিমা-বিধ্বংসী-চিতানল মনে পড়িবে, যখন সতী দেহ-ভস্ম-প্রক্ষালন-কারিণী-পবিত্রা জাহ্নবী মনে পড়িবে, যখন বিজয়াদশমীর চণ্ডী মণ্ডপের মত তোমার স্নেহ ভবনের শূন্য-

মমতা মনে পড়িবে, যখন তোমার অঁাচলের মাণিক, নয়নের পুতুল শিশুগুলি তোমারি জন্য আবদার করিতেছে মনে পড়িবে, যখন তোমার জন্য প্রাণ পুড়িবে, যখন তোমার জন্য বড় কান্না পাইবে, তখনই মনে করিব, মৃত্যু সেই স্নেহময়ী মা'কে অমরধামে লইয়া গিয়াছে; সেথানে তিনি, মা' বিশ্বজননীর স্নেহের কোলে অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ আর অনন্ত শান্তি লাভ করিতেছেন! তখনই মনে করিব, এত দিন মা মানবী ছিলেন, এখন দেবী হইয়াছেন, এত দিন তিনি বাহিরের জিনিষ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিলেন, এখন ভিতরের পদার্থ ধ্যানপ্রাপ্য হইয়াছেন; সন্তান যখনই মনে করিবে, তখনই তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিবে। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন এই রকম আপনা ভুলিয়া তোমাকে ভাল বাসিতে পারি, এ দারুণ শোক বুকে চাপিয়া, তোমারই (অদৃশ্য) সুখে যেন সুখী হইতে পারি, তাহা হইলে এ মরু-ভুমিতেও ফুল ফুটিবে, এ দগ্ধ প্রাণেও আরাম আসিবে।

একজন হতভাগিনী কন্যা।

মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণে।

"মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্র হৃদয়া শিবা।
দেবী ত্রিভুবনীশ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা।
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া।"
একি শুনিলাম মাগো! প্রাণ ফেটে যায়,
তোমায়ে পাব না আর খুঁজি এ ধরায়!
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো মাগো অকস্মাৎ,
ফাঁকি দিয়ে গেলে তুমি ফেলি অভাগায়,
শেষ দেখা একবার হল নাক' হায়!
প্রবাসে ঘুমায়েছিলে সুখের শয়নে,
স্বপনে প্রবাস বলি পড়িল কি মনে?
তাই মা ঘুমের ঘোরে তাড়াতাড়ি স্নেহডোরে
ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলে বিমুক্ত বিমানে,
বর্ত্তমান ডুবে গেল অতীতের ধ্যানে।
তাই মাকি ফেলে গেলে প্রাণের পুতুলি—
অধীর অধীরা এই পুত্র কন্যাগুলি।
তাই কিগো বিসর্জ্জন দিলে প্রিয় পরিজন,
ক্ষণ না ফিরিলে—নাহি চে'লে মুখ তুলি,
অম্বরে অদৃশ্য হ'লে সকলেরে ভুলি।
জগৎ-রহস্য চিত্র এতদিন পরে
কে খুলিল ধ'রে তব চক্ষের উপরে?
তাই মাগো বেলাবেলি ব্যস্ত হয়ে গেলে চলি,
সঞ্চিত অক্ষয় ধন পুটুলিতে করে,
অসার অনর্থ যত র'ল হেথা পড়ে।
সংসার বড়ই প্রিয় ছিল যে তোমার,
আদর্শ করিয়াছিলে তব পরিবার;
রোগে শোকে হয়ে ক্ষীণ তবু মা একটী দিন
দেও নাই কারো হাতে সংসারের ভার,
সব দিক্ দেখিয়াছ একা অনিবার।
ধরম করম দুয়ে অপূর্ব্ব মিলন

তোমাতে মেথাল বিধি করি সংঘটন।
প্রাণ দিয়ে পরমেশে সুখে দুখে কায় ক্লেশে
সতত গৃহীর ব্রত করেছ পালন,
একদিন (৩) অবসাদে করনি শয়ন।
তাই কি গ্রাসিল আসি চির অবসাদ—
তাই কি ঘটিল আজি এই পরমাদ—
মনে হলে হায় হায়! প্রাণ যে মা ফেটে যায়,
আর না ঘুচিবে কভু এ ঘোর বিষাদ,
কি পাপে সাধিল বিধি হেন বিসম্বাদ?
ভাবিতে পারি না মাগো তব অন্তর্ধান,
এই যে তোমার চিত্র দেখি মূর্ত্তিমান।
এই যে স্নেহের স্বরে সকলে আহ্বান করে
কত মতে করিতেছ সন্তোষ বিধান,
এই যে জীবন্ত মূর্ত্তি দেখি বর্ত্তমান।
ওই যে তোমার কথা পশিছে শ্রবণে,
অই যে তোমার ছবি ভাসিছে নয়নে।
ওই যে মা ঘরে বসে প্রিয় পুত্র কন্যাপাশে
দিতেছ তাদেরি খেলা আনন্দিতমনে,
ভুবিল কি এসকল জাগ্রত স্বপনে?
জানিতাম স্নেহভরা হৃদয় তোমার,
এই কি দেখালে মাগো নিদর্শন তার?
স্নেহের পুতুলি সম কন্যা পুত্র প্রিয়তম
কেমনে ত্যজিলে মায়া বল সে সবার,
কার কাছে দিয়ে গেলে তাহাদের ভার?
কেঁদে কেঁদে দিদিমা দিদিবা বতি(১) ব'লে
ডাকিতেছে কতবার কোথা লুকাইলে?
আনন্দ(২) আনন্দহীন কেঁদে কেঁদে হ'ল ক্ষীণ
শৈশবে কেন মা তারে মা-হারা করিলে,
মায়ের উচিত কার্য্য এই কি দেখালে?
রোগে ভুগে অস্থিসার সন্তোষ(৩) তোমার,
তার দিকে ফিরে মাগো চাও একবার;
তোমার বিহনে এবে কে পথ্য ঔষধ দিবে
কে দিবে সময়ে বল তাহাকে আহার,
কে আর রহিল বল মুখ তাকাবার?
দু দণ্ড চোখের আড়ে রাখিতে না যায়,
আজি সে প্রাণের 'সুকু'(৪) ব'ল মা কোথায়?
আর সে দুদিন পরে সুখের সংবাদ ঘরে
আনিয়ে মা বলে ডেকে শুনাইবে কারে?
ভাবিলে তাহার দুঃখ প্রাণ ফেটে যায়।
এ সুখ ঐশ্বর্য্যভার প্রদানি কাহার
চিরদিন তরে মাগো লইলে বিদায়?
মা-হারা সন্তান গুলি বল মাগো মুখ তুলি
তাকাবে কাহার পানে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়?
কে বল ব্যথার ব্যথী রহিল ধরায়?
আত্মীয় সজন বন্ধু দেশবাসিগণ
আজি যে সকলে কাঁদে তোমার কারণ।
একবিন্দু অশ্রুপাতে প্রাণে কত ব্যথা পেতে,
আজি এ শ্রাবণ ধারে নাহি উদ্বোধন,
এমন সম্বিত-হারা হলে কি কারণ?
পূর্ব্বাপর সব কথা করিয়া স্মরণ
দুধারে ঝরিছে ধারা কে করে বারণ?
এই দুঃখ পাব বলে বুঝি বিধি তব কোলে
করেছিল অভাগার স্থান নির্ব্বাচন?
আজি মনোবাঞ্ছা তাঁর হইল পূরণ।
শেষ দেখা দেখে সেই নিমেষের তরে
কি কুক্ষণে বাড়ায়ে পা এসেছিনু ঘরে!
এ জনমে মা তোমায় দেখিব না আর হায়!
গভীর প্রাণের দুঃখ কি বলিব আর?
শুকাইল আশালতা অন্তরে আমার!
সুশীতল বটচ্ছায়ে পথিক উত্তপ্ত কায়ে

(১) দৌহিত্র। (২) কনিষ্ঠ পুত্র। (৩) মধ্যম পুত্র।
(৪) —জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জুড়ায় যেমতি, মাগো! আমি যে তোমার
পদছায়ে রেখেছিনু তপ্ত দেহ ভার;
ভেবেছিনু একদিন হইবে শীতল
ও পদ পঙ্কজ-চ্যুত লভি পরিমল,
তোমার আশীষ বলে সব দুঃখ যাবে চলে
পুনঃ এই ভগ্ন প্রাণ হইবে সবল।
হায়! অভাগার ভাগ্যে সকলি বিফল।
ভবিষ্যে নির্ভর করি আশার ছলনে
উপেক্ষা করেছি হায় সদা বর্ত্তমানে।
আমি যে যতনে তুলি একদিনও পদধুলি
লইতে পারিনি মাগো! এ সন্তাপ মনে
পোড়াইবে অনিবার—যাবে না জীবনে।
যদিও নয়ন হতে হলে মা অন্তর,
পিতৃদেব প্রার্থনায় শুনিয়াছি মনে হয়
এলোক সে লোক নহে অধিক অন্তর,
দেখো মাঝে মাঝে মাগো জুড়াও অন্তর।

তোমার ভরসা করি পিতা উদাসীন
আছেন সংসার ভার ছাড়ি চিরদিন।
বুঝিয়া কি অবসর সব ভার তাঁর পর
প্রদানি নিশ্চিন্ত মাগো হইলে এখন,
বিরাম লভিতে গেলে শান্তি-নিকেতন?
অক্ষয় আনন্দধাম হতে কোন্ জন
এসেছিল নিতে তোমা করি অন্বেষণ,
এত তাড়াতাড়ি তার, দুদণ্ড বিলম্ব আর
সহিল না—শুনিল না কাতর ক্রন্দন!
কাঁদে কি তোমার লাগি সুরাঙ্গনাগণ?
নববর্ষে নবগৃহে করিতে প্রবেশ
আনন্দে পরিয়ে মাগো অভিনব বেশ,
আনন্দময়ের দেশে আনন্দে গিয়েছ ভেসে
সংসারের দুঃখ জ্বালা সব হলো শেষ,
আনন্দে রাখুন তোমা প্রভু পরমেশ।

স্বর্গারোহণ।

তোমরা কেউ ছুঁয়োনা
এ রথে যাবেন মা,
সকলে চাহিয়া থাক,
এ অপূর্ব্ব শোভা দেখ,
কেউ কিছু বলো না।
নারী-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে,
আগমন অবনীতে,
পবিত্রতা কুলাচার,
সত্য নিষ্ঠাব্রত যার,
পরমেশ-পদে মন,
ধর্ম্মে রতি অনুক্ষণ;
আদর্শ অবলা কুলে

ধন্য মাগো জন্মেছিলে,
ধন্য মোরা সন্তান তোমার।
পালিয়াছ মাতৃধর্ম্ম,
সাধিয়াছ নিত্যকর্ম্ম,
তাই এ প্রবাস ছাড়ি
চলেছ আপন বাড়ী
পরি অপার্থিব বেশ
ত্যজি দুঃখ তাপ ক্লেশ
আজি মা আনন্দময়ী
মোরা তব গুণ গাহি
পাশরিব সব দুঃখ ভার।
রথ উঠিল গগনে,

চলে পবন স্বননে,
আমরি আশ্চর্য্য কিবা
মায়ের উজ্জল বিভা
দশ দিক্ আলো ক'রে
উঠিল স্বরগ দ্বারে,
আসি যত সুরাঙ্গনে
তুলি লয় সযতনে
বন্ধ হল স্বরগের দ্বার।
কর যোড়ে মা তোমার
বন্দি পদ শতবার,
তব আশীষের বলে
যেন এই কর্ম্মস্থলে

হয়ে পাপ-তাপ-হীন
কর্ম্ম করি অনুদিন;
তোমার আদর্শ ধরি
সংসার গহনে ঘুরি
হতে পারি ভবার্ণবে পার।
এস ভাই সবে মিলি
হরি হরি হরি বলি;
ডেকেছেন মাকে আজ
জগতের মা,
আমরা আর
কাঁদিব না।

একটী বিশেষ কথা।*

আমরা গত ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনীতে "দেবী না মানবী" শীর্ষক একটী সুন্দর গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটী সত্যঘটনা-মুলক। এক জন বঙ্গ মহিলার স্বামীর বংশ রক্ষার্থ স্বামীর পুনর্ব্বিবাহ সংঘটন, স্বপত্নী-হস্তে আনন্দে স্বামীকে সমর্পণ, জন্মের মত স্বামীর সহিত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ, সপত্নী-পুত্রকে পুত্রবৎ পালন, ইত্যাদি ঘটনা বঙ্গদেশের অদৃষ্টে অবশ্য নূতন নহে।—যে জাতির মেয়েরা গঙ্গায় শিশু ভাসাইতে পারিত, মৃত স্বামীর সহিত চিতায় আগুনে পুড়িয়া মরিতে পারিত, সে জাতির মেয়েদের ত্যাগস্বীকার ও সহিষ্ণুতার আদর্শস্থানীয় গল্পও ইহা অবশ্য নহে, তথাপি আজিকার দিনে গল্পটী "নূতন" বলিয়াই মনে হয়। লেখকের ভাষাও সুমধুর। উক্ত গল্পের লেখক কে তাহা আমরা জানি না; তবে তিনি "প্রেমধর্ম্ম" রূপে বঙ্গমহিলাদিগকে যে নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে স্ত্রীজাতির একজন "শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ" বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে; সেই ভরসাতেই আমরা এই প্রবন্ধ লিখিতে সাহসী হইলাম।

গল্পাংশের অর্থাৎ যোগেশ্বরী দেবীর কার্য্য সমালোচনা, তিনি "দেবী না

* শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি তাঁহার পত্রিকায় স্থান দিলে আমরা কৃতার্থ হইব। প্রঃ লেঃ।

মানবী" তদ্বিষয়ক পর্য্যালোচনায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। সে জন্য সে কাজে বিরত রহিলাম। আমাদের একটী বিশেষ কথা এই যে, আমাদিগের আলোচ্য লেখক মহাশয় এ দেশের রমণীগণের একটী বড় দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সে দোষটী অনেকেই দোষ বিবেচনা করেন না, সুতরাং সে বিষয় লইয়া প্রকাণ্ড আন্দোলনও হয় না; উক্ত লেখক মহাশয়ের চিন্তাশীলতা, ভাবপ্রবণতা বা অন্য কোনও অজ্ঞাত কারণে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। দোষটী এই যে "বঙ্গীয়া সাধ্বীগণ মরণকে মঙ্গল গণিতে পারেন, তবু স্বামিসদৃশ অমূল্য ধনকে পরের ভোগ্য করিতে পারেন না।" লেখক মহাশয়ের মতে ভার্য্যাদিগের এইরূপ ভাবে স্বার্থপরতার গন্ধ আছে। সেই জন্যই তিনি বলিতেছেন, "আত্ম সুখকামনা বর্জ্জিত হইয়া পরের সুখান্বেষণ করাই প্রেমধর্ম্ম। ধর্ম্ম-রাজ্যে এই প্রেমধর্ম্মেরই উচ্চাসন।" এই কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি যোগেশ্বরী দেবীর আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা বঙ্গ মহিলাদিগের সামাজিক শিক্ষক, তাঁহাদিগের উপদেশ ও আদেশ বঙ্গ মহিলাদিগের শিরোধার্য্য করাই উচিত।—তবে এখন আর বলিতে দোষ কি, প্রিয় বঙ্গীয় ভগিনি! লক্ষ্মীরূপিণী গৃহলক্ষ্মি! কেবল বংশ লোপের সম্ভাবনা স্থলে কেন, তোমাকে বিবাহ করিয়া তোমার স্বামী যদি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকেন, তোমার বিশেষ গুণ নাই বলিয়া, বিশেষ ক্ষমতা নাই বলিয়া, তুমি মেঘনাদ বধের প্রমীলার মত বীরাঙ্গনা নহ বলিয়া, দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্লের মত সুশিক্ষিতা নহ বলিয়া, সকলের উপরে তুমি তিলোত্তমার মত সুন্দরী নহ বলিয়া, তোমার পতি দেবতার মন যদি খুঁত খুঁত করিতে থাকে —অথবা তাঁহার মনে সেরূপ হউক বা না হউক তোমার মনে যদি সেই রকম একটু আশঙ্কা হইয়া থাকে, তবে তুমি স্বামীর সুখের জন্য সেই ভগবদ্গীতার "সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি" বাক্য স্মরণ করিয়া, স্বামীর জন্য সুযোগ্যা পাত্রী খুঁজিয়া আন। তার পরে তাঁহাকে চেলীর কাপড় পরাইয়া, টোপর মাথায় দিয়া, সেই সুলোচনার হস্তে তোমার সর্ব্বস্ব স্বরূপ পতি দেবতাকে সম্প্রদান কর; এই কাজে তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম সার্থক হইবে। কিন্তু দোহাই ঠাকুরাণি! আমাকে "আক্কেল" দিও না—তোমাদের ঘরে যাহা অতি সুলভ, আমার এ পোড়া কপালে সেই "সম্মার্জ্জনী"র ব্যবস্থা করিও না। আমি তোমাদিগকে সুপরামর্শ দিতেছি—তোমাদের মঙ্গল হউক, স্বার্থপরতা গন্ধ মুছিয়া যাউক, তোমরা উদারচিত্তে স্বামীরত্ন পরকে বিলাইয়া ধন্যা হও; আমি শত মুখে তোমাদের সুখ্যাতি গাহিব।

কিন্তু এ তো রহস্য; আমাদের বিশ্বাস এই যে এ রকম কথা আজিকার দিনে বহুতর যুক্তিযুক্ত করিয়া বলিলেও

অনেকে অনুমোদন করিবেন না। বঙ্গ মহিলাদিগের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে তাঁহারা অনুমোদন করিবেন না, তাহা নহে। অন্য যে কারণে তাঁহারা পতিব্রতাকর্ত্তৃক নিজ পতি অন্যাকে "অদেয়" মনে করেন, তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য।

এই প্রবন্ধ যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহাদিগের অনেকেই জানিতেছেন যে বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল।—প্রচলিত ছিল বলিলে কথাটা ঠিক্ হয় না, বলিতে হয় যে পুরুষ জাতির জন্য বহু বিবাহের পথ মুক্ত ছিল; কেন না জিতেন্দ্রিয়, আত্মসংযমী, ভোগ সুখ বিরত আর্য্য পুরুষেরা বিশেষ কারণ ব্যতীত দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতেন না। যাঁহার প্রথমা ভার্য্যা ব্যসনাসক্তা, অধর্ম্মচারিণী, রোগাতুরা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কন্যা মাত্র প্রসবিনী (অর্থাৎ গৃহস্থের সহধর্ম্মিণীত্বে এবং স্বপুত্র প্রসবে পত্নী অযোগ্যা হইলে) তাঁহাকে দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণের অনুমতি ছিল *। পুত্রের জন্য যাঁহাদিগের দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণের আবশ্যক হইত, সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতীক্ষা করিতে হইত (১)।

অধর্ম্মচারিণী এবং কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তা পত্নীর সহিত যে গৃহস্থধর্ম্ম রক্ষা হয় না, তাহা সকলে বোঝেন।—তবে জ্ঞানী দূরদর্শী আর্য্যগণ সন্তান না জন্মিলে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের ব্যবস্থা কেন করিতেন, পুত্র লাভকে বিবাহের এক প্রধান উদ্দেশ্য কেন ভাবিতেন, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমরা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এ বিষয়ে যতটুকু মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে বাস্তবিক "পুন্নাম নরক" হইতে মুক্তি লাভের জন্য আর্য্যগণ এরূপ বিধি করিয়াছেন, তাহা নহে। সাধারণের দুর্ব্বোধ্য, গুরুতর অথচ মঙ্গলজনক কার্য্যে সর্ব্বসাধারণকে নিয়োজিত করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে বহু কৌশল অবলম্বন করিতেন। সেরূপ কৌশল অবলম্বন করা ভাল কি মন্দ, সে কথা এখন থাকুক। আর্য্যগণ যাহা করিতেন, আমরা তাহাই বলিতেছি। আমরা যতটুকু বুঝি তাহাতে বোধ হয় যে "পুন্নাম নরক" হইতে উদ্ধার হওয়াও সেই রকম একটী কৌশল মাত্র। প্রকৃত পক্ষে আর্য্যগণ তখন এদেশে উপনিবেশী। লোকসংখ্যায় তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প। তাহার মধ্যে আবার অনেক লোক জ্ঞানধর্ম্মার্জ্জন জন্য ভোগ সুখ বিরত—দার পরিগ্রহে বিমুখ। অবশিষ্ট গৃহস্থগণ মধ্যে অন্ততঃ প্রত্যেক ব্যক্তির একটী করিয়া পুত্র না জন্মিলেও দিনে দিনে আর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা।

---

*মদ্যপাঽসাধুবৃত্তাচ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী সর্ব্বদা ॥ মনু

(১) বন্ধ্যাষ্টমে ঽধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা,
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী। মনু।
(অপ্রিয় বাদিনীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য এ কথা না কি?)

আরও তাঁহারা শিশুদিগকে যেরূপ সু-শিক্ষিত, যেরূপ ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বিদ্বান্, চরিত্রবান্ এবং সর্ব্ব বিষয়ে সুদক্ষ করিয়া গঠন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধির সহিত জগতের ভবিষ্য-উন্নতি সাধিত হইত। সেই জন্যই অপুত্রকাদি স্থলে তাঁহারা বহুবিবাহ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তখন আবশ্যকও ছিল।

সাহিত্য-গুরু বঙ্কিম চন্দ্র বলিয়াছেন "তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারত-বর্ষের জন্য যে সকল বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক্ সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন 'না তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।' হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর, চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত সাধন করিবে, কেন না মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। আমরা সকলেও একটু চেষ্টা করিলে এ কথা বুঝিতে পারি যে আর্য্য ঋষিগণের আবিষ্কৃত সত্য ধর্ম্ম চিরদিন অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও, সামাজিক আচার ও বিধি গুলির অনেক অংশের দেশ, কাল এবং পাত্র ভেদে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেই হয়; নচেৎ মানবের জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। এই কারণে আমাদের ধারণা এই যে প্রাচীন কালে বহু বিবাহের আবশ্যকতা ছিল বটে, কিন্তু এক মাত্র কারণ ব্যতীত অন্য স্থলে বহু বিবাহের আবশ্যকতা নাই। সেই এক মাত্র কারণ এই যে কাহারও স্ত্রী যদি ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী হয়, তাহাকে যদি ধর্ম্ম পথে ফিরাইবার উপায় না থাকে, তবে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য স্থলে বহুবিবাহের "আবশ্যকতা" হইতে পারে না; তবে এ কথা সত্য যে ইচ্ছা হইলে "আবশ্যক" হইয়াই থাকে, আমরা বলি সে ইচ্ছায় কাজ নাই, সে "আবশ্যকে" আবশ্যক নাই।—কেন তাহা বলিতেছি।

যে যে কারণে আর্য্যগণ বহুবিবাহ বিধিবদ্ধ করেন, তাহা আমরা ইত্যগ্রে বলিয়াছি। সে কালের জিতেন্দ্রিয় জিতাত্মা, নিষ্কাম ধর্ম্ম-পরায়ণ আর্য্যদিগের মধ্যে যে বহু বিবাহে বিশেষ কোনও অনিষ্ট হইত না, তাহাও বুঝিতে পারা যায় *। কিন্তু আজিকার আত্মসংযম-বিমুখ, ভোগ-সুখস্পৃহ, বিলাসী বাঙ্গালী বাবুদের পক্ষে বহু বিবাহ প্রথাকে সর্ব্ব-নাশিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা

* আর্য্য-ভারতে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রাজা প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, যখন অসংযত ও আপাত-সুখ-স্পৃহ হইয়া পড়েন, তখনই তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতায় বহু বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সকল পাপেই ভারতের কপালে আগুন লাগিল!

দ্বারা তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি, আত্মার পবিত্রতা, পারিবারিক শান্তি, সামাজিক সভ্যতা, এই সকল মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত হইয়া থাকে। এ কথা আমরাই আজি নূতন বলিতেছি তাহা নহে, বোধ হয় আমাদের জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই এ দেশে বহু বিবাহের কুফল আলোচিত হইয়াছে, ও এ দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহার কুফল বুঝিয়াছেন; সেই জন্যই মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই এ দেশে বহুবিবাহ, সর্ব্বজন নিন্দিত এবং সর্ব্বজন ঘৃণিত প্রথাস্বরূপ ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমাজের কোন্ কার্য্য সাধন করিবার জন্য এ দেশে বহু বিবাহ আবশ্যক হইতে পারে? যাহা সমাজের মঙ্গলকর কার্য্য, তাহা ভগবানেরই কার্য্য; সেই জন্য তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান আবশ্যক। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা এমন প্রয়োজন কি?—

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-মনুষ্য পরিবার বর্দ্ধন করা, ঈশ্বরের অভিপ্রায়; তাহাই সৃষ্টি রক্ষার মূল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার জন্য এ দেশে বহু বিবাহের আবশ্যক হইবে না। কেননা (সেন্‌সস) লোকসংখ্যা গণনানুসারে এ দেশে লোকসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অনেকেই জানিতে পারেন। এ দিকে সমাজ মধ্যে বোধ হয় শতকরা এক জন স্ত্রীলোকও বন্ধ্যা দোষে দূষিতা হয় না, যদি তাহাও হইত, তথাপি এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সময়ে, শত মনুষ্যের মধ্যে এক ব্যক্তি নিঃসন্তান হইলে সমাজের কিছুই ক্ষতি হইতে পারে না। যাঁহার পত্নী রোগাতুরা, তিনি মনে করিতে পারেন, স্বামী ঐরূপ পীড়িত হইলে, স্ত্রী তাঁহার সেবাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে; এস্থলে স্বামীও সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার নিজ দুর্ভাগ্য বহন করিবেন। ইহাতে সাংসারিক কিছু ক্ষতি হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ কার্য্যে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষকে ক্ষতির অধিক লাভবান্ করে। সুরাপায়িনী (বাঙ্গালীর ঘরে তাহা হয় কি?) প্রতিকূলা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী প্রভৃতি দোষ দুষ্টা রমণীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য এই যে ভার্য্যার সে সকল দোষ সংশোধন করিয়া, তাহাকে জীবনের সঙ্গিনী করেন। যদি কোনও হতভাগিনী স্বামীর উপদেশ, তাড়না, শাসন প্রভৃতি অগ্রাহ্য করে—সংশোধনের অতীতা হইয়া পড়ে—স্বামীর কোপন স্বভাবের জন্য বা অসহিষ্ণুতার জন্য সেরূপ বিবেচিতা না হইয়া, সত্য সত্যই তাঁহার স্বামী যদি তাহাকে গৃহস্থ-ধর্ম্মের অযোগ্যা মনে করিয়া, অধিবেদন কামনা করেন, তবে তাঁহাকে করযোড়ে বলা যাইতে পারে নিজের নশ্বর সুখের জন্য মাতৃভূমির 'মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা' কেন দিবে ভাই? তুমি যে কি জ্বালায় জ্বলিয়া

ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতেছ, অপেক্ষাকৃত স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা কখনই বুঝিবে না; কেবল তোমাকে "নজীর" স্বরূপ দেখাইয়া, স্বেচ্ছাচারিতায় অনেকে অধঃপাতে যাইবে! অতএব যে মানব-জীবন জলবিম্বের মত, এই আছে এই নাই, তাহাকে তৃপ্ত করিবার জন্য—তাহাকে একটু খুসি করিবার জন্য তোমার বহু শতাব্দী স্থায়ী সমাজের উন্নতি, মঙ্গল, আরও দশবৎসর পিছাইয়া কেন দিবে ভাই? গৃহস্থাশ্রমে তোমার আর কাজ নাই—সে কাজ করিবার জন্য অন্য লোক কত শত আছে। পুরুষ তুমি, পুরুষের যোগ্য কাজ কর; পত্নীর অসদ্ব্যবহারে যদি মনঃপীড়া পাইয়া থাক, সে পত্নীকে সৎপথে আনিবার, সহধর্ম্মিণীত্বে নিযুক্ত করিবার উপায় যদি না থাকে, তবে তোমার আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য, জাতীয় উন্নতির জন্য সংসার-সুখকামনা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের এবং পরোপকারের জন্য আপনাকে উৎসর্গ কর। অন্যের পক্ষে এ কাজ কিছু কঠিন হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার সংসারে সুখ নাই, তাঁহার পক্ষে এ কাজ সহজ। একবার এই রকম কাজ অভ্যাস করিয়া দেখ, দেখিবে সংসারের সুখ হইতে এই সুখ কত তীব্র, কত উচ্চ, কত পবিত্র! তাই বলিতেছি এ দেশে বহু বিবাহের আবশ্যক নাই (১) সমাজ সেবকদিগেরই বহু বিবাহের আবশ্যক।

আমাদিগকে এই সকল কথা বলিতে শুনিয়া বোধ হয় অনেকে বলিতেছেন এ সব তো বহুবিবাহ নিবারক, বহু পুরাতন কথা। এখন, যাহা বলিতেছিলে—সেই যে, স্বার্থপরতা না থাকিলেও পতিব্রতা রমণী কর্ত্তৃক নিজ স্বামী অন্যকে অদেয় কেন, সে কথা বলিবে কবে? আমরা তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করিয়া বলিতেছি যে আমরা (অর্থাৎ বঙ্গবাসীগণ) অদৃষ্টদোষে পুরাতন কথা বড়ই ভুলিয়া যাই, সে জন্য মাঝে মাঝে পুরাতন কথা সকল মনে করা ভাল। আর এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে বহুবিবাহ যে মানবের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক অশুভকরী প্রথা তাহা সকলে বুঝিয়াছেন।

এখন কথা এই যে, অনেকেই জানেন, এ দেশে বিবাহক্রিয়ার উদ্দেশ্য—প্রধান উদ্দেশ্য ভগবানের নামে দুইটী প্রাণের মিলন সম্পাদন। জ্ঞান ও ভক্তির মিলন; স্বামী জ্ঞান; স্ত্রী ভক্তি; এই উভয়ের সমবায়েই সম্পূর্ণতা। সেই একতা সম্পাদনের জন্য গৃহাস্থাশ্রমে স্ত্রী স্বামীর সহভোগিনী, সহযোগিনী এবং সহধর্ম্মিণী। ইহার অন্যথায় অধর্ম্মাচরণ হয়। অতএব যে পুরুষ উদ্বাহ-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বিবাহের উদ্দেশ্য অবহেলা করিয়া এবং সহভোগিনী সহধর্ম্মিণীকে অতিক্রম করিয়া ভার্য্যান্তর গ্রহন করেন তিনি (পুরুষ

(১) আমরা এই প্রবন্ধে "বহুবিবাহ" শব্দ জীবিত ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগ করিতেছি; মৃতদার ব্যক্তির প্রতি নহে।

বলিয়া) দেশাচারের চক্ষে যাহাই হউন ধর্ম্মের চক্ষে অবশ্য পতিত। পতির ধর্ম্মের এতাদৃশ ক্ষতি করা পত্নীমাত্রেরই অকর্ত্তব্য। পতির সুখান্বেষণ এবং তাঁহার প্রকৃত সুখেচ্ছা পরিতৃপ্ত করা ভার্য্যার অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু কাহারও অন্যায়াকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা বা কুকাজের সহায়তা করা মানবমাত্রেরই অকর্ত্তব্য। স্বামী যদি আচারভ্রষ্ট হন, পথ-ভ্রষ্ট হন, তাঁহাকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য—কিন্তু অন্যায় কাজে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করা অতি অকর্ত্তব্য। রোগী কুপথ্য খাইতে চাহিলে, তাহাকে নিবারণ করা যেমন উচিত, স্বামী কোনও কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় কুপথে গমনোদ্যত হইলেও তাঁহাকে সেইরূপ নিবারণ করা স্ত্রীর উচিত *। অতএব দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করা স্বামীর যখন প্রকৃত সুখের কার্য্য নহে, ধর্ম্মের চক্ষে যখন উহা নিন্দিত এবং যখন কু প্রবৃত্তি বা কুসংস্কার-বশে তিনি তাদৃশ কর্ম্মে ইচ্ছুক, তখন উহার সহায়তা করা পত্নীর ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। আর বংশলোপ-ভয়ে যে ভার্য্যা স্বামীর দ্বিতীয়া ভার্য্যা সংঘটন করেন, তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকার প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহার সদ্‌জ্ঞান ও সহধর্ম্মিণীত্ব প্রশংসনীয় নহে। আমরা আগেই বলিয়াছি, এই বিশাল বঙ্গভূমিতে, বহু জনাকীর্ণ জনপদে শত ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির সন্তান না জন্মিলে, জনসমাজের কি ক্ষতি হয়, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অবোধ্য। তবে একটা কথা এই যে, যাহার অপত্যস্নেহ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয় নাই, সে কথা বুঝিতে পারি। কিন্তু নিজের সন্তানেই যে অপত্য স্নেহ-বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহা নহে; নিঃসন্তান ব্যক্তি যদি অন্যের শিশু প্রতিপালন করিতে পারেন, তবে তাঁহার অপত্য-স্নেহ ঐ পালিত শিশুতেই বিকসিত ও চরিতার্থ হয়। সেই জন্য নিঃসন্তান ব্যক্তির ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি কোনও আত্মীয়ের শিশুকে প্রতিপালন করা উচিত। তথাপি যে দম্পতী বংশলোপ-চিন্তায় কাতর, তাঁহারা কোনও দরিদ্র-শিশুকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বংশরক্ষার উপায় করিতে পারেন। যে ঐশ্বর্য্যশালী দম্পতীর ধনোপভোগের জন্য উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, তাঁহারা যদি (ব্রাহ্মসমাজের) অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষ, ভক্তিভাজন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মত, অনাথ নিরাশ্রয় শিশুদিগকে প্রতিপালন করিয়া মানুষ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধনেরও যথার্থ উপভোগ হয়, মানবজন্মও সার্থক হয়। এতদ্ভিন্ন যদি সত্য সত্যই কেহ অপুত্রতা-নিবন্ধন পুন্নাম-নরক-ভয়ে ভীত থাকেন, তবে তিনি ভার্য্যান্তর গ্রহণ না করিয়া যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করিবেন। কেননা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলেন, ব্রহ্মচারী

* কুপথ-গমনোদ্যত বা কুপথগামী স্বামীকে সহধর্ম্মিণী কিরূপে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিবেন, তাহা সবিস্তর এক দিন বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যক্তিগণ অপুত্রক অবস্থাতেও স্বর্গে যাইবার অধিকারী। আমরাও বলি, যেখানে প্রবৃত্তি-সাধনা হইতে নিবৃত্তি-সাধনা শুভ-ফলদায়িনী, সেখানে নিবৃত্তি-সাধনা করিতেই হইবে। অতএব এই সকল শ্রেষ্ঠতম উপায় অবহেলা করিয়া, পথ ছাড়িয়া স্বামীকে বিপথে লইয়া যাওয়া কি সাধ্বী রমণীর কর্ত্তব্য? আমাদের সমাজ-শিক্ষক মহাশয়েরা কি তাহাই অনুমোদন করেন?

আমাদের আজিকার শেষ কথা এই যে, স্বামী যাহাই হউন, তন্ময়চিত্তে তাঁহাকে ভক্তি করা, তাঁহার ধর্ম্ম ও নীতি বিকাসের সহায়তা করা এবং তাঁহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাওয়া, সাধ্বী পত্নীর কর্ত্তব্য। আর ভার্য্যা যাহাই হউন, তাঁহাকে আপনার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তাঁহারই সহিত চতুর্ব্বর্গ উপভোগ করা সাধু পতির কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথা অধর্ম্ম। যাহা অধর্ম্ম, তাহা সকলেরই পরিত্যাজ্য। সেই জন্য পতিপ্রাণা রমণীর স্বামী সদৃশ অমূল্য ধন অন্যাকে অদেয়—স্বার্থপরতার জন্য অদেয় নহে, ধর্ম্মরক্ষার জন্য অদেয়।

আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে, "দেবী না মানবী" প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের উদ্দেশ্য সৎ এবং তিনি যে বঙ্গ মহিলাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী তাহা আমরা বুঝিতেছি। সেই জন্য তিনি ভ্রমসঙ্কুল পথে গিয়াছেন বলিয়া আমরা দুঃখিত। ভরসা করি, তিনি আমাদের উপরে বিরক্ত না হইয়া অধিকতর উৎসাহে "প্রেম ধর্ম্ম" বিষয়ক, সুবিচারপূর্ণ উপদেশ দিবেন; বঙ্গমহিলা-গণ নতশিরে সেই উপদেশ গ্রহণ করিবেন; গ্রহণ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ এবং সুখী হইবেন। শ্রী···

চুট্‌কি গল্প।

(১)

নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি ও রঘু-মণি বিদ্যারত্ন সংস্কৃত অধ্যাপক বলিয়া ভারত-বিখ্যাত। নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরো-মণি স্ব-সমকালে নবদ্বীপের একপত্রী ছিলেন। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জলাশয় ও দেব-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের নিমন্ত্রণ পত্র কোন গ্রামে একখানি মাত্র আসিলে সেই পত্রখানি তত্রত্য যে অধ্যাপক প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে একপত্রী কহে। নবদ্বীপে একখানি পত্র আসিলে তাহা শ্রীরাম শিরোমণি পাইতেন। শ্রীরাম ও রঘুমণি দুই সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র এখন স্বপ্নের ঘটনা হইয়াছে। এক দিকে তাঁহাদিগের যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, অন্য দিকে তেমনি ঔদার্য্য, সরলতা ও পরস্পরের ভ্রাতৃস্নেহ দৃষ্ট হইত। এই আখ্যায়িকা দ্বারা বোধ হয়

শ্রীরাম অপেক্ষাও রঘুমণির হৃদয় উচ্চ ও সরল ছিল।

কোন সময়ে শ্রীরাম রঘুমণিকে কহিলেন, "ভাই, আমাদিগকে পৃথক্ হইতে হইবে; নতুবা সংসারে বিবিধ গোলযোগের সম্ভাবনা।" রঘুমণি কহিলেন—

"সে কি! দাদা, ভাইতে ভাইতে পৃথক্! অন্য গৃহে, ছোট লোকের মধ্যে যাহা হয়, হউক, তুমি আমি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, তোমায় আমায় পৃথক্ হওয়া কি উচিত? তাহা কখনই হইতে পারিবে না।" তখন শ্রীরাম পুনরায় কহিলেন,—

"না,—না,—তোমায় আমায় পৃথক্ হইব কেন? মনে কর আমার তিনটী পুত্র, তোমার একটী পুত্র। তোমায় আমায় যেমন প্রণয় আছে, উহাদের মধ্যে তেমন না থাকিতে পারে। তখন বিষয় লইয়া মহা গোলযোগ হইবে। পরস্পর মনোবাদে না হইতে পারে কি? তখন মারামারি, কাটাকাটি, মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া উহারা সর্ব্বস্বান্ত হইবে। অতএব তোমাতে আমাতে প্রণয়পূর্ব্বক উহাদিগের মঙ্গলের জন্য, অগ্রেই বিষয় ভাগ করিয়া রাখিলে ভাল হয় না কি?" তখন রঘুমণি কহিলেন,—

"দাদা, তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী, ও পণ্ডিত আর কে আছে? আমি অনেক স্থলে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, কাহাকেও পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করিতে হইলে, লোকে বলিয়া থাকে,—'ইনি যেন শ্রীরাম শিরোমণি'। দাদা, তুমি যে সুন্দর যুক্তি দেখাইলে, উহার উপর আমার কোন প্রতিবাদ নাই। তুমি এখনি ধন বিভাগ করিয়া পৃথক্ হও।"

শ্রীরাম রঘুমণির অনুমোদন লইয়া সমস্ত সম্পত্তি হিন্দু "দায়ভাগ" মতে দুই ভাগ করিলেন। বিভক্ত সম্পত্তির দুইটী তালিকা প্রস্তুত হইল। দেখিবার জন্য রঘুমণির হস্তে ঐ তালিকা অর্পিত হইল। রঘুমণি তালিকা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন,—

"দাদা, এ কি করিলে? তোমায় আমায় পৃথক্ হইলে, বিভাগ এইরূপ হইত বটে; কিন্তু এ বিভাগ ত তোমার আমার জন্য নহে,—ইহা পুত্রগণের জন্য।" তখন শ্রীরাম কহিলেন,—

"তবে তুমিই বিভাগ কর।"

রঘুমণি, শ্রীরাম-কৃত বিভাগ অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত সম্পত্তির চারি অংশ করিলেন, তাহার তিন অংশ জ্যেষ্ঠের তিন পুত্রকে অর্পণপূর্ব্বক এক অংশ মাত্র নিজ পুত্রের জন্য রাখিলেন।

নবদ্বীপের রঘুমণি বিদ্যারত্ন এক কালে এইরূপে শাস্ত্রীয় নিদেশ অগ্রাহ্য করিয়া,—স্বার্থের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, সৌভ্রাত্রের জয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন!

---

(২)

রাঢ় দেশে, অর্থাৎ বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লীগ্রামে মনোহর মুখোপাধ্যায় ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। মনোহর জ্যেষ্ঠ,

Inp. 3890, dt. 27/8/09

মন্মথ কনিষ্ঠ। মনোহর কর্ম্মক্ষম ও উপার্জ্জনশীল। কনিষ্ঠ মন্মথ তাদৃশ কার্য্য-পটু নহেন এবং অর্থোপার্জ্জনেও অসমর্থ। বিশেষ জ্যেষ্ঠের সাতিশয় স্নেহানুগ্রহে বাল্যকাল হইতেই সুশিক্ষালাভ ও অর্থোপার্জ্জনের ক্লেশ স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন। যথাসময়েই উভয় ভ্রাতার বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠের ঘরণী বন্ধ্যা হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠের পুত্রকন্যায় ৭।৮টী। জ্যেষ্ঠ উপার্জ্জন সূত্রে প্রায়ই বিদেশে অবস্থান করেন; মধ্যে মধ্যে পূজা পর্ব্বাহে গৃহে আগমনপূর্ব্বক কনিষ্ঠের সহিত এক সঙ্গে ভোজন করিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রপুত্রীগণ সহ আমোদ করিয়া এবং সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীর প্রেম-সেবায় প্রবাস-দুঃখ দূর করিতেন। এইরূপে বহুবৎসর কাটিয়া গেল।

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" — মুনিগণেরও সময়ে সময়ে মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে। এমন স্থলে অশিক্ষিতা নারীগণের মতিভ্রংশ উপস্থিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? বিশেষতঃ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা বলিয়া বা অন্য যে কারণে হউক রমণীহৃদয় স্বভাবতঃ একটু সঙ্কীর্ণ এবং মলিন,—পরের শুভ বড় সহজে সহ্য করিয়া উঠিতে পারেন না। শিক্ষা ও চক্ষুলজ্জার অনুরোধে ফুটিতে না পারিলেও, পরকুশল দর্শনে মন পুড়িয়া যায়। এই অন্তর্দ্দাহজনক ব্যাপার অধিক দিন স্থায়ী হইলে, তাহার মন্দ ফল বাহিরে প্রকাশ পায়। শরীর কৃশ ও বদন বিরূপ হইতে থাকে। ইহা আমাদের কল্পিত সিদ্ধান্ত নহে,—ইহার সত্যতা বিষয়ে রমণীগণের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে। যথা,

"হিংসুটেরে ভাই,
পরের ভাল দেখতে নারি,
সলুতে হয়ে যাই।"

মনোহরের মনোমোহিনীর এই রোগ ধরিয়াছিল। তিনি দেখিছে পান দেবর কোন কাজই করেন না,—তাঁহাদের একটু নিজাবাদ ও মহাজনী ছিল,—উত্তমরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহা হইতেও দশ টাকা আয় হইতে পারে,—দেবর তাহাও করেন না। কেবল কতকগুলা বদ্‌ইয়ার লইয়া অষ্টপ্রহর দাবার বোড়ে টিপেন,—আর গুড়ুক ও গাঁজার শ্রাদ্ধ করেন। ছোট বউ ভুলিয়াও একদিন রন্ধনশালায় গমন করেন না। রান্নাঘরে যাইবার অবকাশও বড় পান না। সূতিকাগারে যাইতে এবং সূতিকাশৌচ দূর করিতেই তাঁহার প্রায় বারটা মাস কাটিয়া যায়। পুত্র কন্যাগুলি পরমসুখে খায় পরে। মনোহর প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন,—খরচের মধ্যে নিজের অন্ন বস্ত্র এবং তাঁহার (মনোহর-মোহিনীর) অন্ন বস্ত্র। গহনা ছোট বউর অপেক্ষা এক খানিও বেশি নহে। ভাল কাপড়ও ছোট বউর সঙ্গে সমান সমান। একা স্বামীর রোজগারের টাকা বারভূতে খাইয়া ফেলিতেছে। এই সকল কথা বড় বউ প্রকাশ করিতে পারেন না,—কেবল মনে মনে পুড়িতে লাগিলেন। শরীর কৃশ ও বদন মলিন হইতে লাগিল।

একবার পূজার সময় মনোহর বাড়ি আসিয়াছেন। প্রথম দিনই পত্নীর শরীরের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল। বড় বধূর নাম সরোজিনী। মনোহর রাত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সরোজ, আজ দিবাভাগে তোমাকে বড়ই কৃশ ও তোমার মুখশ্রী মলিন দেখিয়াছি। কেন? তোমার কি কোনও পীড়া হইয়াছে?" সরোজিনী কহিলেন,—

"পীড়া ত হইয়াছে,—মরণ ত হয় না।" কথাটা শুনিয়া মনোহর মনে আঘাত পাইলেন। কহিলেন,—

"তোমার কি পীড়া হইয়াছে? কেনই বা মরণ কামনা করিতেছ?" সরোজিনী কহিলেন,—

"তুমি ভাই, ভাইয়, ভাইপো, ভাইঝী লইয়া নিষ্কণ্টকে মনের সুখে সংসারধর্ম্ম করিবে বলিয়া মরণ কামনা করিতেছি।"

এখন মনোহর মুখোপাধ্যায় সকলই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন, পীড়া মিথ্যা,—সরোজিনীকে দ্বেষ হিংসার আগুনে পুড়াইতেছে। প্রকাশ্যে কহিলেন,

"সরোজ! অনেক অর্থ উপার্জ্জন করি, তোমার গর্ভে ২।৪টী সন্তান জন্মিলে বড়ই সুখ পাইতাম। বিধাতা সে সুখ আমার অদৃষ্টে লিখেন নাই। ভাগ্যে, ভাইপো ভাইঝিগুলা খায় পরে, তাহাতেও কতক সুখ পাই। বিশেষ ভাইটা নিতান্ত অকর্ম্মা,—আমি উহার পরিবার প্রতি-পালন না করিলে, ঐ গুলা অনাহারে মারা যাইত। কিন্তু তোমার ইচ্ছা যেন অন্য প্রকার বোধ হইতেছে। কেমন নয়?"

সরোজিনী সেয়ানা মেয়ে হইলে এই স্থলেই চাপিয়া যাইতেন। চাপা দূরে থাকুক, স্বামীর পরিষ্কার কৈফিয়ৎ শুনিয়া যেন অধিকতর প্রশ্রয় পাইলেন। বলিয়া বসিলেন,—

"তোমাকে কালই পৃথক্ হইতে হইবে। তুমি রক্ত জল করিয়া রোজগার করিবে, তোমার ভাই দাবা খেলিয়া ও গাঁজা খাইয়া দিন কাটাইবে। তুমি চিরকাল তাহার সাত পাল পুষিবে। ছোট বউ বার মাসই আঁতুড় ঘরে বাস করিবে। আমি একা,—খাটিয়া খাটিয়া এবং এই সব অন্যায় কাজ দেখিয়া দেখিয়া আমার দেহ মাটী হইয়া গেল। আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

মনোহরের ভ্রাতৃস্নেহ ও ঔদার্য্য একটু অল্প হইলে আমরা সুখী হইতাম। কেননা তিনি সেরূপ হইলে, সরোজিনীর মনের দুঃখ কথঞ্চিৎ নিবারণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া, যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই। প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"যদি পৃথক্ হইলেই তুমি সুখী হও, তোমার মনের সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়, কল্যই পৃথক্ হইব। অদ্য নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাও।"

স্বামীর মিষ্ট কথা শুনিয়াই সরোজিনীর মনের দুঃখ অনেকটা কমিয়া গেল।

সহাস্যবদনে স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রত্যুষে সরোজিনীর আনন্দের সীমা নাই। আজ তাঁহাকে লইয়া তাঁহার স্বামী পৃথক্ হইবেন। মনোহর মুখোপাধ্যায় সমস্ত সম্পত্তির দুইটা তালিকা প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর বড় বউকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"আমি ত পৃথক্ হইবার জন্য সমস্ত বিষয়ের দুইটা ফর্দ্দ করিয়াছি। তুমি কোন্ ফর্দ্দমত দ্রব্যাদি লইবে, বল।" বড় বউ কহিলেন,—

"কোন্ ফর্দ্দে কি কি লিখিয়াছ আমাকে পড়িয়া শুনাও,—তবে ত আমি কি লইব, ঠিক্ করিতে পারিব?" বড় বধূর স্বামী মনোহর মুখোপাধ্যায় ফর্দ্দ দুইটী পড়িয়া বড় বধূকে শুনাইলেন। বড় বধূ শুনিলেন, যে, এক ফর্দ্দে সমস্ত সম্পত্তি লিখিত হইয়াছে এবং অন্য ফর্দ্দে কেবল "মনোহর মুখোপাধ্যায়" এই নামটী বড় বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে। ফর্দ্দটার কথা শুনিয়াই বড় বউর মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেকক্ষণ নীরবে অধোবদনে অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যদি বিষয় লই, স্বামী পাইব না। যদি স্বামী লইয়া পৃথক্ হই,—বিষয় পাইব না। কি সর্ব্বনাশ, কি দুষ্ট! কি নিষ্ঠুর! বুঝিলাম,—স্ত্রী বলিয়া আমার প্রতি এক রত্তি মায়া নাই। আমি যে ভাবিয়া ও খাটিয়া আধমরা হইয়াছি,—তাহা তাঁহার মনেও স্থান পাইল না। ভাই,—ভাইপো উঁহার সর্ব্বস্ব,—আমি কেহই নহি। যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, এ জন্মে তেমনি ফলভোগ করিতেছি। এই নিষ্ঠুরের যেরূপ গতিক দেখিতেছি,—বেশি বাড়াবাড়ি করিলে হয়ত, ভাত কাপড়েও বঞ্চিত হইব।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে স্বামীকে কহিলেন,—"আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আপনাকে আপনার জন মনে করিয়াই মনের কথা বলিয়াছিলাম। এখন এ দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনারা যেমন ছিলেন, তেমনি থাকুন। আমিও আপনাদের সংসারে যেমন দাসীবৃত্তি করিতেছি,—যাবজ্জীবন তাহাই করিব। ফর্দ্দ দুইটা ছিঁড়িয়া ফেলুন।"

মনোহর মুখোপাধ্যায় বড়ই নিষ্ঠুর। ধর্ম্মপত্নীর এত অনুনয় বিনয় শুনিয়াও তাঁহার হৃদয় একটুও আর্দ্র হইল না। স্পষ্টাক্ষরে ও উচ্চৈঃস্বরে বিবাহবাসরে গঙ্গাযাত্রার গান গাইয়া ফেলিলেন;—

"দেশে দেশে কলত্রাণি,
দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি,
যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥"

মনোহর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃস্নেহের এক-টানা স্রোতে দাম্পত্য প্রেম ভাসিয়া গেল।

একজাতিত্ব।

স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতি ও কর্ত্তব্য যেমন বিভিন্ন, ঐ দুই জাতির শিক্ষা-প্রণালীও তদ্রূপ বিভিন্ন হওয়া উচিত। রমণীজাতির রমণীয় গুণগ্রাম যাহাতে বর্দ্ধিত হয়; ঐ জাতিকে তদনুরূপ শিক্ষা দানই কর্ত্তব্য। পুরুষজাতির কার্য্য-নিষ্ঠা যাহাতে বলবতী হয়, ঐ জাতিকে সেইরূপ শিক্ষার অধীন করাই উচিত। রমণী নিদাঘকালীন বটচ্ছায়ারূপিণী হইয়া গৃহ-কার্য্য করিবেন; পুরুষ বিষয়-বিষ-দগ্ধ-বাতভীষণ কর্ম্মক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করিয়া আলাতন হইবেন এবং মধ্যে মধ্যে গৃহপ্রাঙ্গনস্থ বটচ্ছায়ে আগমন করিয়া স্নিগ্ধ হইবেন, ইহাই যেন বিধাতৃ-বিহিত নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ব-কালে এই সিদ্ধির উপযোগিনী শিক্ষাই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বারম্ভের পর হইতে ঐ বিবিধ শিক্ষার আর বড় ভিন্নতা নাই;—এখন উভয় শিক্ষাই প্রায় একরূপ হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালীতে স্ত্রীগণের স্ত্রীভাবের বিলোপ হইয়া পুংভাবের সৃষ্টি হইতেছে। স্ত্রী ও পুং প্রকৃতির মিলন-রূপ যে সংসারে একটী সুখের উৎস আছে, এখন তাহা রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। যাহাই হউক, এখন আমাদের এইরূপ বৃথা বাক্যব্যয়ের কোন ফলই নাই। তবে এ সকল কথাবতারণার তাৎপর্য্য এই, কেহ যেন এই প্রবন্ধটিকে বামাগণের অপাঠ্য না বলেন। কেননা বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা বামাগণ উচ্চশিক্ষার পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, এখন তাঁহারা যে কোন বিষয় বুঝিতে ও তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। এমন কি, এখন বামাগণের পাঠোপযোগী বলিয়া যে সকল বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে অনেক পুরুষেরও ললাট-প্রদেশ ঘর্ম্মাক্ত হয়। "একজাতিত্ব" বিষয়টি অতীব গুরুতর,—উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক পুরুষগণের তৃপ্তিজনক আলোচ্য বিষয়। কিন্তু "বামাবোধিনীর" পাঠিকাগণ উচ্চ উচ্চ বিষয় সকল বুঝিতে সমর্থা হইলেও, তাঁহাদের স্বাভাবিক কোমল মস্তিষ্ক যাহাতে ব্যথিত হয়, আমরা সে ভাবে এ বিষয়টির বিচার করিব না।

অনেকের বিশ্বাস এই, ভারতবর্ষ যেরূপ বিভিন্ন-প্রকৃতিক প্রদেশনিচয়ে বিভক্ত, অধিবাসিগণ যেরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা-ভাষী,—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদধারী, বহুবিধ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী;—তাহাতে ভারতবাসিগণের মধ্যে একজাতিত্বের আশা করা, বাতুলতা মাত্র। কোন সময়ে একজন উচ্চশ্রেণীস্থ আইরিষ, এ দেশীয় একটি প্রধান বাঙ্গালিকে বলিয়াছিলেন,—

"প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরাজ রাজ্যের শাসনাধীনে তোমরা যে, একজাতিত্ব, বা জাতীয়ভাব রক্ষা করিবার অভিলাষ কর, সেটা তোমাদের নিতান্তই অনভিজ্ঞতার লক্ষণ।" তখন বাঙ্গালী বাবু কহিলেন,—"তবে কি, কেবল তোমাদের দাসত্ব করা এবং শূয়রপেটে খাওয়াই আমাদের ললাটলিপি?"

"তা কেন হইবে? আমাদের জীবন-বৃত্ত শ্রবণ করিয়া, কর্ত্তব্যাবধারণ কর। তোমাদের ন্যায় আমাদের দেশও ইংরাজের অধীন;—কিন্তু তোমাদের ভারতের ন্যায় আমাদের আয়র্লণ্ডে প্রতি বিষয়ে এতাদৃশ বৈষম্য নাই;—তথাপি আমি একজাতিত্ব রক্ষার অভিলাষ ও চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজের ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বাধিত হইয়াছি। এখন আর আমার কোন চিন্তা ও উদ্বেগ নাই। তোমাদেরও তাহাই।"

"যদি আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারত ইংরাজের উপনিবেশ হইত, তাহা হইলেও বরং একদিন তোমার কথা গ্রাহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা এবং ইংরাজ জাতির দৈহিক প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে কস্মিন্ কালে ইংরাজগণের উপনিবেশ হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ ভারতবাসীজনগণের মধ্যে শত বিষয়ে শতবিধ বৈষম্য সত্ত্বেও, এমন কি। মানব জীবনকে একীভূত করিবার প্রধানতম উপায় যে, ধর্ম্ম—ভারতীয় জাতিগণের মধ্যে সেই ধর্ম্মগত বহু বৈষম্য থাকিলেও ভারতে বহুকাল হইতে একজাতিত্ব আছে এবং চিরকাল থাকিবে।"

কেহ কেহ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থাবলম্বী,—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মী,—ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও শিক্ষা সমন্বিত জাতি সকল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, ভারতের একজাতিত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে;—বর্ত্তমান ভারতে জাতীয় ভাবের প্রত্যাশা করা সুদূরপরাহত। এ যুক্তিও সমীচীন নহে। কেননা, মুসলমানই হউক, খৃষ্টানই হউক, অথবা অন্যধর্ম্মাবলম্বী অন্য জাতিই হউক, ভারতের জল মাটী প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতিতে এবং ভারতীয় হিন্দুজাতির অন্তঃপ্রকৃতিতে এমন একটী বিশিষ্ট গুণ আছে যদ্দারা সকলকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিতে এবং আপনার করিয়া লইতে পারে। বিশেষ পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি ভারতীয় হিন্দু জাতির যে পরিমাণে আছে, পৃথিবীর আর কোন জাতির সে শক্তি সে পরিমাণে নাই। এই জন্য বহু পূর্ব্ব কাল হইতে ভারতবর্ষে বহুবিধ বৈষম্য সত্ত্বেও এক সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া একজাতিত্ব, বা একপ্রাণতা ছিল। বর্ত্তমান কালেও, ভারতে বিবিধ বর্ণ, ভাষা, ধর্ম্মাদি ভেদ সত্ত্বেও এক ইংরাজী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন একজাতিত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন, ভারতবাসিগণের

মধ্যে একজাতিত্ব থাকিবার বা বৃদ্ধি পাইবার অনেক ব্যাঘাত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সম্প্রীতি নাই। বিশেষ উহাদিগের মধ্যে যাহাতে সম্প্রীতি না থাকে, অন্য দিক্ হইতে প্রচ্ছন্নভাবে তাহার কিছু কিছু চেষ্টাও হইতেছে। শেষ উক্তিটী অমূলক না হইলেও কোন মতেই ফলপ্রদ নহে। মুসলমান ও খৃষ্টানের সহিত হিন্দুর ঐক্যবাক্য নাই বলিয়াই বাহিরে বোধ হয় বটে এবং অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টানগণও সেরূপ মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ হিন্দুর সহিত অভ্যন্তরে ঐ দুই বিধর্ম্মী জাতিরও একজাতিত্ব বা একপ্রাণতা আছে, কেননা এ দেশবাসী মুসলমানগণের সহিত হিন্দুর বিশিষ্টরূপ শোণিত-সম্বন্ধ আছে। মুসলমান জাতির প্রকৃতি এই, তাহারা পৃথিবীর যে যে দেশ জয় করিয়াছে,তাহাতে রাজসিংহাসন পাতিত করিয়াছে, সেই সেই দেশের স্ত্রীগণকে অধিক পরিমাণে বিবাহ করিয়া থাকে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, উচ্চবংশীয়া নারীগণকে অধিক সংখ্যায় বিবাহ করিতে পারে নাই, কিন্তু ভারতের এবং উপকণ্ঠস্থ নিম্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল। এজন্য ভারতীয় প্রায় সমস্ত মুসলমানই হিন্দুর যবনৌরসজাত। এই শোণিতসংস্রবের ফল কোথায় যাইবে? হিন্দুমুসলমানের প্রাণে প্রাণে, অন্তঃসলিলা নদীর স্রোতের ন্যায়, একপ্রাণতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই জন্যই কোন কোন মুসলমান বাসীন্দারের বাসিন্দারীতে গো-হত্যা বন্ধ হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে আপন অনুগত, বা আশ্রিত হিন্দুর গৃহে দুর্গোৎসব, রথযাত্রাদি হিন্দু-পর্ব্বাহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনেক মুসলমান হিন্দু গৃহস্থের ন্যায় লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা, সত্যপীর বা নারায়ণের সির্ণি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কংগ্রেস, তিলকের ও নাটুদ্বয়ের কারাদণ্ড, দামোদর চেপেকারের প্রাণদণ্ড ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষয় সকলে হিন্দু-মুসলমানের কিরূপ এক-প্রাণতা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

দেশীয় কৃত-খৃষ্টান এবং ইউরেশীয়-গণ হিন্দুকে পরিত্যাগ করিয়া সাহেব-ঘেঁসা হইতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু সাহেবেরা তাঁহাদিগকে বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দেন না। তাঁহাদের অন্ন সংস্থান, পদোন্নতি, বৈবাহিক সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে সাহেবেরা বড় একটা মনোযোগী নহেন। আভ্যন্তরিক প্রকৃতির টানে এবং হিন্দুজাতির পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তিবশে হিন্দুর সহিতই তাঁহাদের এক-প্রাণতার অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মভেদে মুসলমান খৃষ্টানের সহিত হিন্দুর এই একজাতিত্বের হানি হয় নাই এবং কোনও কালে হইবে না। তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা স্বয়ং খৃষ্টান

হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের অধস্তন পুরুষগণ ভ্রমেও হিন্দুর বিরুদ্ধবাদী হয়েন না, বরং ধর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুর সহিত একমতাবলম্বীই হইয়া আসিতেছেন।

আর্য্যাবর্ত্ত এবং মধ্যপ্রদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজ, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অনার্য্যপ্রদেশসকলেই অধিকসংখ্যক লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। সেখানেও খ্রীষ্টানগণের সহিত হিন্দুর ধর্ম্মভেদ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ভেদ নাই।

কোন সময়ে একটী প্রধান বাঙ্গালীর সহিত পণ্ডীচারি হইতে তাঞ্জোর গমনের রেলপথে তদ্দেশীয় খ্রীষ্টানের সাক্ষাৎ হয়। বাঙ্গালী বাবু তাঁহার সহিত কথোপকথনে অবগত হইয়াছিলেন, খ্রীষ্টানটীর নাম "সুব্রহ্মণ্য" এবং তিনি চারি পুরুষে খৃষ্টান। তাঁহার নামের পূর্ব্বে বা পরে জন, পল, বা মাইকেল—এরূপ কোন খ্রীষ্টীয় উপাধি নাই। এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন অপর জাতীয়া কন্যা বিবাহ করেন নাই। তাঁহার মস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় ক্ষৌরকর্ম্মযুক্ত এবং পরিচ্ছদ তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের ন্যায়। স্ত্রী পরিবার সমভিব্যাহারে তাঞ্জোরে কোন হিন্দুজাতীয় সেনা দর্শনে যাইতেছিলেন। বাঙ্গালী বাবু তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে খৃষ্টান সুব্রহ্মণ্য কহিলেন, "আমরা ধর্ম্মই পরিবর্ত্তন করিয়াছি, জাতি পরিবর্ত্তন করি নাই।" হিন্দুর সহিত মুসলমান,—খ্রীষ্টানাদির একজাতিত্বের ইত্যাদি প্রকার বহুল নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমাগম হওয়ায় ভারতবাসীর একজাতিত্ব ঘুলাইয়া যায় নাই।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবিধ বিষয়ে এত বৈষম্য সত্বেও কিরূপে একজাতিত্ব বা একপ্রাণতা ছিল, বা হইতে পারে, এ তত্ত্বটী সকলের মস্তিষ্কে প্রবেশ করা কঠিন। সেই জন্য আমরা একটী প্রত্যক্ষ উদাহরণ দ্বারা ঐ তত্ত্বটী বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মানবদেহের নখ ও দন্তাবলী শুভ্রবর্ণ ও অস্থিময়, চর্ম্ম লোমযুক্ত, পাতলা ও বিস্তৃত, ওষ্ঠাধর এবং রসনা কোমল ও মাংসল, কেশজাল কৃষ্ণবর্ণ ও সূক্ষ্ম। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি আকারে ও গঠনে এতাদৃশ বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহারা একপ্রাণ একটী দেহস্বরূপ। কেন না নখাগ্রে আঘাত লাগিলে তাহা কেশাগ্রে বাজিয়া থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ক্ষত হইলে নেত্রদ্বয় পীড়িত হইয়া থাকে। ইহার নাম একপ্রাণতা বা একজাতিত্ব। এইরূপে কুমারিকাবাসী কোন ব্যক্তির হৃদয়-ব্যথা, হিমালয়বাসীর প্রাণ কাঁদাইবে এবং মণিপুরবাসীর সুখের সহিত সিন্ধুবাসীর সমবেদনা হইবে। ইহারই নাম একজাতিত্ব,—ইহারই নাম একপ্রাণতা, এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কথা আমরা পরপত্রে প্রকাশ করিব।

(ক্রমশঃ)

কলালাপ।

(৩৯৭ সংখ্যা—৩৬৬ পৃষ্ঠার পর)

সূত্র-ক্রীড়া,—আমরা পূর্ব্বে একবার এই কলাটীর ব্যাখ্যা করিয়াছি। ঐন্দ্রজালিকেরা উদর হইতে কিরূপে কত প্রকার সূত্র বাহির করে এবং সেই নানা বর্ণের রাশীকৃত সূত্র মুখমধ্যে প্রবেশিত করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করে, সে ব্যাখ্যায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভাগবতের দশম টীকায় তোসণাকরে ইহার আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্র দ্বারা পুত্তলাদি নাচান। এই পুত্তলক্রীড়া অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা অনেক দিন হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে। ক্রমে উহার উৎকর্ষই দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ পুত্তলিকার আকার অতি ক্ষুদ্র ছিল। বোধ হয় উহা অর্দ্ধ ফুটের অধিক ছিল না। রজনীকালে পট্টাবাসে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোহ-তারের দ্বারা ঐ পুতুল নাচান হইত। ঐ তার প্রত্যেক পুতুলের মস্তক এবং হস্ত ও পদদ্বয়ে বদ্ধ থাকে। ক্রীড়াকারী ঐ সকল তার ধরিয়া গুপ্ত স্থান হইতে পুতুলকে নৃত্য করায়। বস্ত্রাবরণ ও অল্পালোক নিবন্ধন দর্শকগণ নর্ত্তনকারক মনুষ্য ও পুত্তলিকা-বদ্ধ তার কিছুই দেখিতে পায় না,—পুত্তলিকা স্বয়ংই নাচিতেছে, তাহাদের চক্ষে এইরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এই পুত্তলক্রীড়ার এখন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পুত্তলিকাসকলের আকার অর্দ্ধ ফুট হইতে প্রায় পাঁচ ফুট দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক পুত্তলিকার নিম্নভাগে এক একটী নর্ত্তক অবস্থান করে এবং পুত্তলিকার পশ্চাদ্‌ভাগে সংযুক্ত লগুড় বা বংশদণ্ড ধারণপূর্ব্বক আপনারা নাচে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পুতুলসকলকেও নাচায়। মস্তক এবং হস্ত ও পদদ্বয়ে তার ও সূত্র উভয়ই সংবদ্ধ থাকে ঐ সূত্রাদি আকর্ষণপূর্ব্বক পুত্তলিকার হস্ত মস্তকাদি সঞ্চালন করাইয়া পুত্তলনর্ত্তন সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই নৃত্যদর্শন বিশেষ আনন্দপ্রদ। ক্রীড়কগণ বস্ত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে। উচ্চ রঙ্গমঞ্চে কেবল পুত্তলিকার নর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। যাত্রা, অভিনয়াদিতে যাহা আছে, ইহাতেও প্রায় তাহাই আছে। যখন পৌত্তলিক ভীম ও দুর্য্যোধনে গদাযুদ্ধ হয়, লব-কুশ রাম-লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করেন, কৃষ্ণ-বলরাম গোষ্ঠে গোচারণ করেন, হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করেন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হয়েন, তৎপূর্ব্বে রাক্ষস মারীচ কনক-মৃগের বেশে রাম-সীতাকে ছলনা করে, দেবেন্দ্র বা নরেন্দ্রের সভায় ২।৩ যুগ্ম নর্ত্তকী যুগপৎ নৃত্য করে, পুত্তলক্রীড়ায় এই সকল ঘটনা দর্শন করিয়া আমরা সময়ে সময়ে বড়ই আনন্দ উপভোগ

করিয়াছি। বর্ত্তমান কালে উৎসবাদিতে অন্যান্য নৃত্যগীতের ন্যায় "পুতুল-নাচ" প্রায় প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

একাংশে যাত্রাভিনয়াপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা দৃষ্ট হয়। মনুষ্য অভিনেতা যতই সুন্দর হউন না কেন, পৌরাণিক স্ত্রী-পুরুষগণের ন্যায় কখনই হইতে পারেন না। কিন্তু পৌত্তলিক অভিনেতৃগণকে কল্পনাবলে প্রায়ই পৌরাণিক স্ত্রীপুরুষের ন্যায় করা যাইতে পারে। এই জন্য যাত্রা-ভিনয়ের রামার্জ্জুন ও সীতা-দ্রৌপদী দর্শনাপেক্ষা পুতুলক্রীড়ার রামার্জ্জুন ও সীতা-দ্রৌপদী দেখিয়া অধিক আনন্দ হয়।

পুত্তলক্রীড়া, কোন অংশে, যেমন যাত্রা-ভিনয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তেমনি, কোন অংশে উহা অদ্যাপি অতিশয় হীনাবস্থায় আছে। পুত্তলিকাগণের পরস্পর কথোপকথন অতি জঘন্য ও শ্রুতিকটু। ক্রীড়কগণ তালপাতার বাঁশী দ্বারা অনৈসর্গিক স্বরে ঐ কথোপকথনের অভিনয় করিয়া থাকে। তৎশ্রবণে দর্শকবৃন্দের বিরক্তি ভিন্ন কিছুমাত্র আনন্দ হয় না। এখন ইউ-রোপীয় বিজ্ঞানের প্রভাবে অদৃশ্য ভাবে বিবিধ প্রণালীতে কথোপকথনের সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যবসায়ীগণের হস্তে এই পুতুলক্রীড়া আসিলে, বোধ হয়, ঐ অভাব দূরীভূত হইবে। আমরা আশা করি, শ্রীপঞ্চমী-মেলার নায়কগণ এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন। বোধ হয় একমাত্র "ভেন্ট্রিলকিউজাম্" দ্বারা ঐ অভাব পূরণ হইতে পারে।

দুর্ব্বচযোগ,—অশক্য বাক্যের কথ-নোপায়। ইহার আর অধিক ব্যাখ্যা আমরা করিতে পারিলাম না। বামা-বোধিনীর কোন পাঠক, বা পাঠিকা এই কলা সম্বন্ধে আমাদের আশা পূর্ণ করিলে আমরা সুখী হইব।

পুস্তকবাচন,—এই কলার একটী অতি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি, এক্ষণে আর একটী পৃথক্ ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম। হস্ত-লিখিত পুস্তক বহুদিনের প্রাচীন হইলে মধ্যে মধ্যে বর্ণ বা শব্দ লুপ্ত হইয়া যায়। এই কলার সাহায্যে সেই অবিদ্যমান বর্ণ বা শব্দ শীঘ্র শীঘ্র যোজন-পূর্ব্বক পুস্তক পাঠ করা যায়। হস্ত-লিখিত পুস্তকে বর্ণলোপ বা শব্দলোপের বিপত্তি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ সেই বিপত্তি নিরাকরণের একটী উপায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

নাটকাখ্যায়িকা-দর্শন,—তত্তৎ শাস্ত্রের পরিজ্ঞান ও প্রণয়ন।

পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প,—সূত্রনির্ম্মিত ফাঁদ বা বাগুরায় যে সকল পক্ষী পতিত হয়, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য বাণ ও যন্ত্র নির্ম্মাণ।

মণিরাগজ্ঞান,—পাতরে রঙ্ করা। ইহা অতি রমণীয় ও প্রয়োজনীয় কলা। কিরূপ প্রস্তরে কোন রঙ্ স্থায়ী হয় ও শোভা পায়, তাহার জ্ঞান এই কলা-সাপেক্ষ। এই কলাবিৎ ব্যক্তি ভিন্ন যে সে ব্যক্তি প্রস্তরের উপর রঙ্ করিতে পারে না।

অক্ষরমুষ্টিকাকথন,—কোনরূপ কৌতুক সম্পাদনী বিদ্যা। পূর্ব্বকালে এক জনের মুষ্টিকামধ্যস্থ অক্ষর বা বস্তুর স্বরূপ ও সংখ্যা আর এক জন বলিতে পারিতেন। পূর্ব্বকালে এই কৌতুকানন্দ উপভোগের জন্য একটী কলার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ম্লেচ্ছিতবিকল্প,—যে কলার সাহায্যে দেশপ্রচলিত বিবিধ ভাষায় লিখিত নাটকাদির ভাষাজ্ঞান জন্মে।

দেশভাষাজ্ঞান,—যে কলার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা বুঝিবার কৌশল-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

পুষ্পশকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান,—পুষ্পশকটিকা নাম্নী একটী বিদ্যা আছে। সে বিদ্যা কিরূপ এবং কোন কাজে লাগে, আমরা তাহা আপাততঃ জানিতে পারি নাই। যে কলার দ্বারা ঐ বিদ্যা লাভের উপায় জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম "পুষ্প-শকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান।"

সংপাট্য,—ইহা একটী অতি প্রয়োজনীয় কলা। ইহা দ্বারা হীরকাদি সুকঠিন রত্ন এবং অন্যান্য কাচ, প্রস্তরাদি দ্বিধা বিভক্ত করা যায়। কঠিন বস্তু দ্বারা অপেক্ষাকৃত কোমল পদার্থকে অঙ্কিত করা যায়। সমস্ত ধাতু অপেক্ষা কাচ কঠিন; কিন্তু হীরকাপেক্ষা কাচ কোমল। এ জন্য হীরক দ্বারা কাচ অঙ্কিত হইয়া থাকে। কাচব্যবসায়ীদিগের নিকট লৌহ বা ইস্পাতময় শস্ত্রবিশেষের অগ্রভাগে সর্ষপবৎ ক্ষুদ্র একটু হীরক সংবদ্ধ থাকে। কাচশিল্পী সেই শস্ত্র দ্বারা কাচের উপর প্রয়োজনমতে দাগ দেয় এবং সেই দাগে দাগে অতি সহজে কাচ ভিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপে স্থূলতঃ কাচশিল্প সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাচকে কাটাকুটি, বা কাচের উপর সূক্ষ্ম শিল্প করিতে হইলে তাহা ঐরূপ শস্ত্রে হয় না। সে সকল কার্য্যের জন্য হীরকনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয়।

হীরক এমন কঠিন যে তদ্দ্বারা সর্ব্ব ধাতু অপেক্ষা কঠিনতম যে কাচ তাহাও কাটা যায়; কিন্তু এমন কঠিন কি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা হীরক কর্ত্তিত হইতে পারে? যদিও আমরা তাহা অবগত নহি বটে, কিন্তু এমন পদার্থ অবশ্যই আছে। নতুবা "সংপাট্য" কলার উপযোগিতা থাকে না।

যন্ত্রমাতৃকা,—বঙ্গ ভাষায় স্বর ও হল এই দুই প্রকারে যত বর্ণ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম মাতৃকাবর্ণ। সেই মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পূজার্থে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জ্ঞান যে কলা দ্বারা লাভ করা যায়, তাহাকে "যন্ত্রমাতৃকা" নাম্নী কলা কহে। এখনকার কালে এ সকল বিষয়ের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু আর্য্য ভারতে এককালে ঐ সকল ব্যাপারের বিশেষ আদর ছিল। আর্য্য ঋষিগণ অবশ্যই তাহার সুফলও ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানসী কাব্যক্রিয়া,—ইহা একটী মনোহারিণী কলা। যাঁহারা এই কলা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অপরের মনস্থ ভাবানু-

রূপ কবিতা রচনাপূর্ব্বক তাহাকে এবং অন্যান্য শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত ও আনন্দিত করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিগণ এই কলাটী শিক্ষা করেন, ইহা আমাদের নিতান্তই বাসনা। শ্রীপঞ্চমী-মেলার অধ্যক্ষগণ এ-বিষয়ে যত্ন করিলে আমরা সুখী হইব।

ক্রিয়াবিকল্প,—এই কলাটিও জন-সমাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কলা-বিৎ পণ্ডিতগণ কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বিবিধ উপায়ে সম্পাদন করিতে পারেন। কোন ক্রিয়া সম্পাদন বিষয়ে সর্ব্বত্র একবিধ উপায় অবলম্বন সুবিধাজনক নহে। দেশ কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অব-লম্বন করাই সুবিধা। এই জন্যই "ক্রিয়া-বিকল্পনাম্নী" প্রয়োজনীয় কলাটীর সৃষ্টি হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ হিন্দু পরিবার।

এখন অনেক মহিলারা স্বামীর কার্য্য ও পুত্র কন্যাদের প্রতিপালনের ভার দাস দাসীর হস্তে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন ও ছেলে মানুষ করাকে একটি হেয় কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। এ গৃহিণী সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি জানিতেন বেতনভোগী দাসদাসীরা কখনও সন্তানদিগকে আন্তরিক যত্ন করে না এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সংসারের অনেক কর্ম্ম হইতে এখন অবসর লাভ করিলেন বলিয়া সন্তানদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও সু-শিক্ষার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন এবং স্বামীকে কর্ম্মস্থানে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া সাধ্যমত তাঁহার সেবা করিতে ও তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। পুত্রকন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরিণামে যাহাতে সুখী ও সদ্গুণসম্পন্ন হয় এজন্য ইঁহাদের অত্যন্ত চেষ্টা ছিল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে সতত সন্তানদের সুশিক্ষার উপর দৃষ্টি রাখিতেন। কর্ম্মস্থানে অধিক পরিশ্রম জন্য পুত্রদিগকে পূর্ব্বমত শিক্ষা দিতে পারিতেন না বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রদের শিক্ষার সহায়তার জন্য বাড়ীতে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পুত্রগণ উত্তমরূপ পাঠাভ্যাস করিতেছে জানিতে পারিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, নিজের অধিক পরিশ্রমসত্বেও প্রত্যহ তাহাদের পাঠ দেখিতেন ও প্রত্যহ সন্তানগণকে সৎশিক্ষা এবং ধর্ম্মবিষয়ে নানারূপ উপদেশ দিতেন। ভবিষ্যতে যেন পুত্রগণ বিদ্যাবান্ ও কৃতী হয়, এজন্য ইঁহাদের বিশেষ চেষ্টা ছিল এবং সেই চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ক্রমে পুত্রগণ নানা গুণে বিভূষিত হইলেন। কন্যাগণও মাতার সৎশিক্ষা

এবং রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া মাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা সকলেই ইহাদের পুত্র কন্যাগণের সদ্বুদ্ধি ও শিষ্টাচার দেখিয়া প্রশংসা করিতেন।

একদা এই গ্রামের একটী পুষ্করিণীতে কোন একটী চাষার ছোট ছেলে জলমগ্ন হয়। ছেলেটীকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকসকল গোলমাল ও চিৎকার করিতে ছিল ও কেহ কেহ ইহার পিতা মাতাকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া যাইতে ছিল। পথিমধ্যে এই ব্রাহ্মণের একটী ১২ বৎসরবয়স্ক পুত্রের সহিত উক্ত লোকদের সাক্ষাৎ হয়, সে এই কথা শুনিয়া বালস্বভাবসুলভ কৌতূহল-বশতঃ দৌড়িয়া সেই পুষ্করিণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। এবং দেখিল যে পুষ্করিণীর পাড়ে অনেক জনতা হইয়াছে ও গোলমাল হইতেছে, কিন্তু কেহই এই বালকটীর উদ্ধারের উপায় করিতেছে না। তখন বালকটী, পুকুরের পাড়ে একটী বাঁশ ছিল, সেইটী জলে ফেলিয়া দিল ও কাহারও নিষেধ না শুনিয়া সাহসপূর্ব্বক সেই পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া সেই বাঁশ ধরিয়া উক্ত চাষার পুত্রের নিকট গেল, এবং তাহার কোমর আপন কাপড়ে বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া তীরে উঠিল। পরে সে দৌড়িয়া যাইয়া আপন মাতাকে এই সংবাদ দিল। গৃহিণী পুত্র সহিত আসিয়া দেখিলেন যে জলমগ্ন বালকটী মৃতপ্রায় হইয়াছে। তিনি তৎ-ক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া আগুন করিয়া তাহাকে উত্তমরূপ সেঁক দিয়া ও লুণের জল খাওয়াইয়া খুব বমন করাইয়া কিছু কাপড় গায়ে দিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন, কিছুক্ষণ পরে যখন, বালকটীকে কিছু সুস্থ দেখিলেন, তখন আপন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত চুম্বন করিলেন ও বলিলেন, বাছা! তোমার যে এরূপ বুদ্ধি ও সাহস হইয়াছে ইহাতে ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি, কেননা তিনি আমার পুত্র দ্বারা একটী দরিদ্র পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন। ভগবান্ যেন তোমার শরীরে এই পরহিতবুদ্ধি ও সাহস ক্রমশঃ বৃদ্ধি করেন। গ্রামবাসী সকলে ব্রাহ্মণ পুত্রের এই দুঃসাহসিকতার সংবাদ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও তাহার পিতা মাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতে লাগিল যে তাঁহাদের শিক্ষায় ও ধর্ম্মোপদেশে এই অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ সদ্বুদ্ধি ও সাহস হইয়াছে। ৪।৫ ঘণ্টা পরে উক্ত জলমগ্ন বালকের মাতা পিতা আসিয়া কোটিকোটি আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আপন পুত্রকে ঘরে লইয়া গেল। আহা! ব্রাহ্মণপুত্রের কি আশ্চর্য্য দয়া! সে যদি তখন জলে না পড়িত, কৃষকপুত্র নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইত। পিতা মাতার সদুপদেশ না শুনিলে ও সৎকর্ম্ম সকল না দেখিলে অল্পবয়স্ক বালকের কখনও এরূপ দয়া ও সাহস হইত না। পিতা মাতার আচার, ব্যবহার, দেখিয়া সন্তানগণ যেরূপ শিক্ষা লাভ করে, মুখের শত শত

শিক্ষাতেও কখনই সেরূপ লাভ করে না। এই গৃহিণীর ও কর্ত্তার সন্তানগণের উপর অত্যন্ত দৃষ্টি ছিল, কেননা তাঁহারা জানিতেন পুত্র কন্যা ভাল না হইলে সংসার বড় অশান্তির হয় ও পিতা মাতাকে অত্যন্ত নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। সন্তানদের পরিণাম যাহাতে শুভজনক হয় সেই জন্য ইঁহারা উভয়ে সতত ভগবান্‌কে ডাকিতেন ও সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। আপনারা নিজের আচরণ ও উপদেশ দ্বারা সন্তানগুলিকে শিক্ষিত করিতেন।

ক্রমে ক্রমে পুত্রগুলি বেশ বিদ্বান্ হইলে ও এক একজন উচ্চ বেতনের পদ প্রাপ্ত হইল। কন্যা তিনটীকে সৎপাত্রে বিবাহ দিলেন।

ক্রমশঃ

প্লেগের ইতিহাস।

উদ্ধৃত।

অতি প্রাচীন কালেও যে এই মহামারির প্রাদুর্ভাব হইত, তাহার অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রোমীয় সম্রাট জস্‌টিনিয়নের রাজত্বকালে (৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে) মিসর দেশে প্লেগ মড়ক আরম্ভ হইয়া ইউরোপের অধিকাংশ স্থলে বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপরে মধ্য যুগে ১৩৪৭ খৃঃ ইটালির দক্ষিণাংশে এই মড়ক আরম্ভ হইয়া সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া ১৩৪৮ খৃঃ ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া পুনরায় ১৩৭১ খৃঃ ইউরোপের বহু দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৩৬৮ খৃঃ তৃতীয়বার এই মড়ক দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইউরোপে বহু লোকের মৃত্যু হয়। ইতিহাসলেখক হেকর বলেন, ইউরোপের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক—২৫ কোটিরও অধিক এই মহামারিতে আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমান্বয়ে পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে ইউরোপে প্রকোপ দৃষ্ট হয়। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ব্লাক্‌ডেথ মহামারি ইহার চরম অবস্থা, তৎপরে অদ্যাবধি ইংলণ্ডে এ রোগ আর দৃষ্ট হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে তুরস্ক, মিসর এবং সিরিয়া দেশে এবং ইউরোপের দক্ষিণে নানা স্থানে এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৮৪৩৫ খ্রীঃ হইতে মিসর দেশ হইতে একবারে তিরোহিত হইয়াছে। ১৮৫৩ খ্রীঃ আরবদেশে প্লেগ হয়। তদবধি মধ্যে মধ্যে ইহার সংক্রামকতার প্রাদুর্ভাব হইয়া অবশেষে ১৮৮৯ সালে এই মড়কের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পারস্য ও খুর্দ্দিস্থানে ১৮৬৩, ১৮৭০-২, ১৮৭৬-৭ ও ১৮৮৫ সালে এই মড়ক হয়।

ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব্বে এই মড়কের

প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায়, বাঙ্গালার প্রাচীন নগরগুলি এই মড়কের জন্য জনশূন্য হইয়াছিল। ১৬৯০ সালে বোম্বাই নগরে এই রোগের মড়ক হয়। গোয়ার নিকট সুলতান মোয়ামের সৈন্যদল এই মড়কে আক্রান্ত হইয়া এক দিবসে ৫০০ লোক মরিয়া যায়। সুরাট নগরে ১৬৮৬ হইতে ১৬৯০ সাল পর্য্যন্ত এই মহামারি ছয় বৎসর ধরিয়া প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। সেই মড়ক এত ভীষণ হইয়াছিল যে, সুরাট, দামাউন ও টানা প্রদেশের সমস্ত নগর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জনশূন্য হইয়া পড়ে। সিন্ধু প্রদেশে টাটা নগরে ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে প্লেগে ৮০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮১৬ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের সময় কচ্ছ, গুজরাট, ও কাটিওয়ার প্রদেশে এই সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দৃষ্ট হয়। ১৮৩৬ খ্রীঃ রাজপুতানার পালি প্রদেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

১৮৫০ খ্রীঃ হইতে চীন দেশের নানা স্থানে প্লেগ আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৯৪-৫-৬ খ্রীঃ হংকং ও ক্যাণ্টন নগরে ভীষণ প্লেগ মড়ক চলিতে থাকে। নানা দেশের জাহাজ বাণিজ্যার্থ চীন দেশে যায়। সেই সকল জাহাজে করিয়া প্লেগ বীজ নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিজ নিজ বন্দরগুলিকে প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পরে এই মড়কের বীজ বোম্বাই নগরে সংক্রামিত হইয়া (ভারতে পুনরায়) ভীষণ মড়ক উৎপন্ন করিয়াছে।—সঞ্জীবনী।

মাতার চতুর্থীতে কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ।

মা শান্তশীলা! তোমার জননী আজি ৩ দিবস হইল আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আমাদিগের গৃহ শূন্য ও ঘোর অন্ধকারময়। তিনি আমাদিগের মধ্যে কাজ করিতে করিতে, আমাদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে, আমাদের সঙ্গে একত্রে দয়াময়ের নাম গাহিতে গাহিতে হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন, আর আমরা তাঁহাকে কোনওরূপে খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনি যেখানে গেলেন, সেখানে কি একাকী? যে জীবন ধারণ করিতেছেন তাহা কি আমাদের মত সত্য নয়? এরূপ মনে করিও না। তিনি যে দেশে গিয়াছেন সেখানে তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার কত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বাস করিতেছেন এবং তাঁহারা প্রীতি ও আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভুবনমোহন ও তাঁহার জননী মনোমোহিনী, তাঁহার সহোদরা নিকুঞ্জমোহিনী, তাঁহার স্নেহময়ী পিতৃস্বসা পিতৃবংশীয়গণের সহিত সেখানে, তাঁহার শ্বশুর পূজনীয় হরমোহন ও শ্বশ্রূ পূজনীয়া

সর্ব্বমঙ্গলা এবং স্বর্গগত শ্বশুরবংশীয় সকলে কুলবধূকে আদর করিয়া গৃহে লইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সপত্নী কত ভক্ত সাধুগণের সহিত সেখানে তাঁহার আগমনে আনন্দ করিতেছেন। যাঁহাদিগের সহিত তিনি একত্র আশ্রমে বাস করিয়াছেন ও ব্রহ্মমন্দিরে একত্র পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছেন, এমন সঙ্গী সঙ্গিনী কত তাঁহার পূর্ব্বে সেই অমৃত নিকেতন সুসজ্জিত করিয়াছেন। সকলে তাঁহাকে পাইয়া কত না আনন্দ ও মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন! তিনি যেমন আমাদিগকে ছাড়িয়াও একাকী নহেন, সেইরূপ এ জীবন পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর, মহত্তর, পবিত্রতর জীবনে জীবিত। আমরা যে জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা মৃত্যুময়—রোগ, শোক, জরা, ভয় ভাবনা, মোহ মায়া, পাপ তাপ ইহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে; দেহের জড়তা আত্মাকে জড়-ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে; বাসনার শৃঙ্খলে মন বদ্ধ হইয়া কারাবন্দীর ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তিনি ঐহিক সকল মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতলোকে অমরদিগের পবিত্র জীবন লাভ করিয়াছেন, পবিত্রতার বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহার ঐহিক সুকৃতির ফল-স্বরূপ পুণ্যের মুকুট পরিধান করিয়া বিশ্ব-জননীর ক্রোড়কে সুশোভিত করিতেছেন। তিনি পুণ্যবতী—পরম সৌভাগ্যবতী, তাঁহার জন্য দুঃখ করিবার কারণ নাই।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহকীর্ত্তি-মবাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং॥

যিনি পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা, সদাচারশীলা ও সংযতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পরলোকে অনুপম সুখের অধিকারিণী হয়েন। তাঁর পতিপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃসৌহৃদ্য, সর্ব্বজনের হিতৈষিতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এবং ভগবদ্ভক্তি সকলই তোমরা জান। তিনি দিব্যধামে দিব্যগতি লাভ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁর সদ্গুণ সকল স্মরণ ও সুযশ কীর্ত্তন করি, অমরলোকে তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া বিচ্ছেদের সমুদায় যাতনা অতিক্রম করিব এবং আমাদিগের এখানকার ভগ্ন গৃহ ও ছিন্ন পরিবার সেখানে পূর্ণ গৃহ ও চিরসুখ সম্মিলনের পরিবার হইবে দেখিতে পাইব। আমাদের এ ঘোর পরীক্ষার সময়ে এস বিশ্বাস, নির্ভর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া দয়াময়ের চরণে শরণাপন্ন হইয়া থাকি, তিনি আমাদিগের দুর্দ্দিনের পর আবার সুদিন আনিয়া দিবেন—আমাদের অন্তরের গভীরতম আশা পূর্ণ করিবেন।

তোমার মাতার সুচরিত এই শ্রাদ্ধ-বাসরে তোমাদের বিশেষ স্মর্ত্তব্য। প্রাচীন ঋষিরা সুগৃহিণীর যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখ দেখি তোমার মাতা আদর্শ চরিত্রের রমণী ছিলেন কি না?

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন ও বাক্য এবং কর্ম্ম শুদ্ধ আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত-কর্ম্ম-সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্টা থাকিয়া গৃহকার্য্যেতে সুদক্ষা হইবেন।

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী।
ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী॥

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহুভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না, এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না।

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥

ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু; ভার্য্যা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গের মূল; ভার্য্যা পরিত্রাণেরও সহায়। আবার বলি—

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহকীর্ত্তি-মবাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং॥

যে নারী পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা, সদাচারশীলা ও সংযতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পরকালে অনুপম সুখের অধিকারিণী হয়েন।

মা শান্তশীলা! তোমার সৌভাগ্য যে তুমি আজন্ম এরূপ মাতার চক্ষে চক্ষে রক্ষিত হইয়া তাঁহার হস্তে গঠিত হইয়াছ এবং তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া চিরদিন তাঁহার কার্য্যের সহকারিতা করিয়া আসিয়াছ। মাতৃসেবায় তোমার জীবন ধন্য হইয়াছে, মাতৃচরিত্র তোমার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আজি তোমার মাতৃহীন ভাই ভগিনীদিগের তুমিই মাতৃস্থানীয়া, তাহারা তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহার মুখের পানে চাহিবে? তোমার সুকুমার মস্তকে অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভার পতিত হইয়াছে, ঈশ্বর সহায় হইয়া তোমার দ্বারা তাহা সুসম্পন্ন করাইয়া লউন। অদ্য তুমি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে মাতার সদ্গতি ও কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, এই শ্রাদ্ধকার্য্য এক দিনের জন্য নয়—প্রতিদিনের জীবনে তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। তোমার জননী তোমার হস্তে যাহাদিগকে গছাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তুমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আনন্দিতচিত্তে তাহাদিগের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়া তোমার জীবনকে চিরধন্য কর, ঈশ্বরের প্রসাদ এবং স্বর্গীয়া মাতার শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিবে। তুমি সেই মাতার গুণে গুণবতী হইয়া তাঁহার ন্যায় পুণ্যবতী, সৌভাগ্যশালিনী ও সুযশস্বিনী হও, আজি ঈশ্বর-চরণে আমাদের ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

হেঁয়ালী।

চৈত্রের হেঁয়ালির উত্তর।*

২। পবর্গ তৃতীয় বর্ণে যোজহ আকার।
আমি বিনা লোপ পায় অস্তিত্ব বাবার॥
বিবাহ বাসরে বাদে পাবে দরশন।
"বা" শব্দ আমার নাম শুভ সম্মিলন॥
৩। "বোদাম" তাহার নাম জামার বন্ধন।
প্রথম অক্ষর ছাড়ি মূল্য নিরূপণ॥
মধ্য বর্ণ ছাড়ি হয় বাজী চমৎকার।
আদি দুই বর্ণযোগে বড়ই বেতার॥
৪। চারি যুগ মধ্যে আমি কনিষ্ঠ সোদর।
আমার প্রভাবে সদা পাপে রত নর॥
"কলি" বলি মোর নাম বিদিত ভুবন।
অধর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম যত অঙ্গের ভূষণ॥
৫। এই যে ভ্রমিছে নিত্য সংসার কাননে,
পশু পক্ষী মানবাদি যত জীবগণে,
"মরণ" নামেতে কেন আতঙ্কে শিহরে,
জড়সড় কেন হয় মরণের ডরে?
জন্মিলে মরিতে হয় জান সর্ব্বজনে,
কেন নাহি সঁপ প্রাণ বিভুর চরণে?
"মরণ" সহায় যার কিবা ভয় তার?
অনায়াসে পার হয় দুস্তর সংসার॥

শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দাসী।

বৈশাখের হেঁয়ালী।

প্রথম ও শেষ বর্ণে ইক্ষুদণ্ড হয়,
মধ্য শেষ বর্ণে ব্যক্তি বুঝ মহাশয়।
আদি দুই বর্ণে তিন বর্ণ সম হয়,
কি বস্তু বলিতে পার করিয়া নির্ণয়? ১
একটি বর্ণের যোগে আশ্চর্য্য ঘটন,
এক এক করি বল দেখি ভগ্নীগণ।
ধরিলাম ফল তাহা হইল কুলুপ,
ফেলিয়া কর্ণিক পাটা মিস্ত্রী হ'ল ভূপ।
কাষ্ঠ পরিবর্ত্তে রূপ হইল কচ্ছপ,
চিহ্ন পরিবর্ত্ত হয়ে হইল হরপ।
বৃক্ষ পরিবর্ত্ত হয়ে হৈল দীপাধার,
হস্তি-বিনিময়ে লাভ সুখাদ্য আহার। ২
পদতলে অস্থি রাখি দেখি চমৎকার,
পদার্থ গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড আকার। ৩
প্রিয়তম সঙ্গে এক মাতৃগর্ভে স্থান,
নদ নয়(তার)গভীর গর্জনে কাঁপে প্রাণ। ৩

নূতন সংবাদ।

১। ছোট লাট প্রচার করিয়াছেন কলিকাতায়(প্লেগ)মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। প্লেগের টীকা লওয়া বাঞ্ছনীয়। পুলিষের দ্বারা কাহাকেও আটক বা ধরাপাকড় করা

---

* প্রথমটার উত্তর হাড়্ বা তাড়্। ইহারা মিষ্টরসের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার আস্বাদ পায় না। লেখিকার প্রথমটী ছাড়া অন্য অন্য উত্তর ঠিক্ হইয়াছে। বা, বো, স।

হইবে না। পীড়াগ্রস্ত লোক আপনার বাটীর এক স্বতন্ত্র গৃহে একজন পরিচারক লইয়া থাকিতে পারিবে।

২। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাং ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

৩। বড় লাট সস্ত্রীক গত ২৭এ এপ্রেল সিমলায় পৌছিয়াছেন। ইঁহারা অনেক পথ পদব্রজে ভ্রমণ করেন।

৪। পৃথিবীতে টেলিগ্রাফের তার সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ লক্ষ আট হাজার নয় শত একুশ মাইল বিস্তৃত হইয়াছে।

৫। সাহারা মরুভূমিতে প্রায় চারি কোটি বিঘা জমি উর্ব্বরা হইয়াছে।

৬। গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের স্মরণার্থ ২৪৪২ বার্ষিক মহোৎসব কলিকাতার আলবার্ট হলে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহাত্মা ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে বক্তৃতা করেন।

বামারচনা।

নববর্ষ।

অনন্ত কালের সিন্ধু গরজিছে ভীমবেশে,
বরষ বুদ্বুদ এক, যায় তার স্রোতে ভেসে।
পুরাণ বৎসর ওই। বিদায় লইল হায়!
কত স্মৃতি বিজড়িত রহিল তাহার গায়।
অশিব, অশুভ কত-দেবতার আশীর্ব্বাদ,
হরস-উল্লাস কত বিবাদের অবসাদ;
আনন্দ-আসার কত মর্ম্মভেদী হাহাকার,
প্রেম, স্নেহ প্রীতি কত নিরমম অত্যাচার,
আত্মার প্রসাদ-শশী, অনুতাপ উল্কারাশি,
করুণা, মমতা কত ঘৃণা, উপেক্ষায় হাসি,
স্বরগের দৃশ্যাবলী, নরকের বিভীষিকা,
নৈরাশ্যে আশ্বাস-আলো, কত আশা মরীচিকা,
আরো কত লয়ে ওই পুরাণ বরষ ধায়,
রোধিতে তাহারে কারো শকতি নাহিক হায়!
তরু, লতা, পুষ্পময় করি সমভূমি কত,
কুসুম-কাননে করি মরুভূমে পরিণত,
পঙ্কিল অধর্ম্ম-নীর ধার্ম্মিক আননে ঢালি,
মহাপাপী পাপহৃদে ধরম অনল জ্বালি;
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি—অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায় তাঁর
পুরাতন বর্ষ যায় লয়ে সুখ দুঃখ ভার।
চিরতরে চলিল সে গাহি বিষাদের গান,
নূতন বরষ আসি পূরিল সে শূন্য-স্থান।
হরষ-সঙ্গীত-মাখা নূতন বরষ পাখী,
পুলকিছে কতজনে, ভবিতব্য পক্ষে ঢাকি,
ভগন পরাণে কত আঁকিছে আশার ছবি,

আঁধার হৃদয় দেশে বিভাসিছে নব রবি।
উল্লাসে জাগিছে কত ঘুমন্ত শিথিল স্মৃতি,
শুনি তার কুহকিনী অনন্ত মধুর গীতি।
বণিক, বিপণি-পতি, ব্যবসায়ী জন যত,
নব নব আশা ফুটি উঠিছে হৃদয়ে শত।
খুলি যে যাহার খাতা গণিতেছে লাভ ক্ষতি,
নিরাশ কাতর কেহ,কেহ উল্লসিত-মতি।
অধমর্ণ মহা ব্যস্ত করিতেছে আয়োজন,
দিতে মহাজনে ফিরে স্থদ সহ মূলধন।
আমিও এ শুভ দিনে জীবনের খাতা খুলি,
আত্মানুসন্ধান করি, হৃদি-যবনিকা তুলি।
ফুরাইলে জীবলীলা, জগত-নাথের পায়,
হিসাব যে দিতে হবে জীবনের সমুদায়,
যত দিন এ ধরায় খেলিব জীবন খেলা,
ওই ব'য়ে যায় তার একটি প্রভাত বেলা,
কিন্তু আমি সাধিয়াছি কতখানি কাজ তার,
পাঁতি পাঁতি খাতা খুলি দেখি আজ একবার।
ছি! ছি! একি! নিরখিলো! অনিত্য সেবায় আমি,
ভুলিয়া সে নিত্য ধন, যাপিয়াছি দিন যামী।
প্রভুর সংসার এই; আমি কর্মের দাসী,
পূজিব তাঁহারে নিতি দিয়ে ভক্তি ফুল রাশি;
এসেছি দুদিন তরে, আমার কিছুই নয়,
কেবল তাঁহার প্রীতি সাধিয়ে পাইব লয়।
এ কথা স্মরণে রাখি করি নাই কোন কাজ
সাধিয়াছি আত্মসুখ, শত ধিক্ প্রাণে আজ,
আজি আমি কিবা দিব? বিশ্ব-মহাজন পায়,
স্থদ ত দূরের কথা আসলই বাকি হায়!
ত্রিলোকের পতি—তাঁর কোটি প্রেম ঋণ-জালে,
জড়িত হতেছি আমি শোধিব গো! কোন্ কালে?
অপার্থিব রত্নরাজি দে'ছিলেন হৃদি পুরে,
হারায়ে সে ধন আমি হায়! কোথা? কত দূরে?
হরষের বিনিময়ে, তুলিছে বিষাদ-সুর,
আজি এ হৃদয় মম, নিরাশায় ভরপূর!
পাপে বিমলিন চিত প্রভো! এ বিশেষ দিনে,
হবে নাকো নিরমল তোমার করুণা-বিনে—
(তাই) যুড়িয়া যুগল করে, প্রণমি ভকতি ভরে,
মাগি এই ভিক্ষা নাথ! দাও বরদয়া করে—
নূতন বরষে আমি লভিয়ে জীবন নব,
সুধাস্নিগ্ধ ও চরণে আজীবন পড়ে রব;
যাতনায়, রোগে, শোকে, জুড়াব মা! তোরি বুকে,
তব প্রীতি-পরসাদ মাগি সব সুখ দুঃখে!
জননী! নূতন বর্ষে নূতন করিয়া মন,
বিশ্বাস, ভকতি দাও, দাও প্রীতি, প্রেম-ধন;
নবোৎসাহ, নবোদ্যম হৃদয়ে ভরিয়ে আজ

দাও মা ! এ নববর্ষে অক্ষয়, সুন্দর সাজ !
এ বরষে আর যেন নাহি হয় ক্ষণ ক্ষতি,
বর্ষ-অবসানে যেন হতে পারি শুদ্ধমতি ;
অনিত্য অসার হ'তে শত হাত দূরে থাকি,
সারাটি বছর রাখি, তোমাপরে দুটী আঁখি,
প্রক্ষালি মালিন্যরাশি তব প্রেম-সিন্ধু-নীরে,
ধরিয়ে নির্ম্মাল্য-জ্যোতি যেতেছি মা ! ঘরে ফিরে,
নিবিড় নীরদরূপী সংসারের প্রলোভন,
যেন এই জ্যোতিটুকু নাহি করে আবরণ।
চরণ কমলে তব আবার বরষ-শেষে,
যেন মা ! নমিতে পারি এতাধিক পূত-বেশে।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

স্বর্গগতা ভগ্নী দেবী কৈলাস কামিনী।

মন্দার কুসুম কেন ফুটে পৃথিবীতে,
কেন পদ্ম পরকাশে উত্তপ্ত ভূমিতে ?
দুদিনের প্রীতি দানে কেন এ ভীষণ স্থানে
কোমল কুসুম কলি কেন ফুটে হায় !
নিমেষে ফুটিয়া কেন নিমেষে শুকায় ? ১
আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী,
আমাদের পূজনীয়া কৈলাস-কামিনী,
কেন এ আঁধার দেশে, সুচারু সুন্দর বেশে
কি কারণ কাঁদাইতে দীনা ভগ্নীদলে
আইলেন সংসারের ভীম মরুস্থলে ! ২
নাহি স্থান রাখিবার আজ অশ্রুজল,
কাঁদিবার দিন আজ প্রিয় ভগ্নীদল,
হারাইয়া ভগ্নীধনে আজি বিষাদিত প্রাণে
বিরলে বিমনে কাঁদি ঘরে ঘরে ভাই,
এস অশ্রুজলে আজ ভুবন ভাসাই। ৩
নাই প্রিয় ভগ্নী আজ কৈলাসকামিনী,
শ্রদ্ধার সামগ্রী অতি প্রীতি-প্রদায়িনী।
পরিহরি পৃথ্বীতল, দেবতার প্রিয় স্থল
চলিলেন দেবধামে দেব-কন্যা হয়ে,
অধমা পাপিনী মোরা,মোদের ত্যজিয়ে। ৪
চিহ্নিত ভগিনী তুমি আমাদের দলে,
স্বর্গধাম যাত্রী তুমি জানিনা কি বলে!
প্রেম, ভক্তি পুষ্পহার, হৃদয়ের উপহার
ভগ্ন গৃহ হতে দিই ভগিনি তোমারে,
বিরলে বিজনে বসি সুদূর বিহারে। ৫
পাঠিকা ভগিনীগণ বামাবোধিনীর
বিসর্জিয়া সবে মিলে তীব্র অশ্রুনীর
বামাবোধিনীর পত্রে, এস আজি প্রতি ছত্রে
ভগিনীর তরে কাঁদ ভগিনী সমাজ,
বামাবোধিনীর অতি দুরদিন আজ ! ৬

সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর।

দেবী কোথা গেলে ?*

১

সেই যে সে দিন দেবী, দেখেছি স্বর্গের ছবি,
(যেন) মন্দার কুসুম শত জাহ্নবীর জলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

*ভক্তিভাজন "বামাবোধিনী" সম্পাদক মহাশয়ের শ্রীর লোকান্তর গমন উপলক্ষে লিখিত।

২

সেই যে মুখখানি তব, হাস্যছটা মৃদু রব,
এখনো ভাসিছে যেন স্মৃতির সলিলে,
দেবী ! কোথায় গেলে ?

৩

শোকের লহর তুলি, স্নেহের পুতুলিগুলি
ডাকিছে অধীর ভাবে মা মা মা মা বলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

৪

দেবী ! কোথায় গেলে ?
যাঁর পদে হয়ে দাসী, সেবিয়াছ দিবানিশি,
যাঁহারে পুজিতে সদা দেবআত্মা বলে,
তাঁহারে ফেলিয়া আজি কোথা চলে গেলে ?

৫

সুখের সংসার তব, সুখ-শান্তিময় সব,
সুবাসিত প্রতি হিয়া ফুল প্রীতি ফুলে,
দেবী ! কোথায় গেলে ?

৬

কি হবে এখন বল, অবিরল অশ্রুজল,
বহিছে নীরব শ্বাসে তরঙ্গ তুলে।
দেবী কোথায় গেলে ?

৭

দেবী কোথায় গেলে ?
(আজ) মর্ম্মভেদী হাহাকার, উঠিতেছে
অনিবার,
তুমিগো আনন্দময়ী যেথানেতে ছিলে,
আহা কোথায় গেলে ?

৮

দেবী কোথায় গেলে ?
কোথা সে অমরাবতী, সেথানে কি সুখ
সতী ?
কি লাগি গিয়েছ বিশ্বসংসারটা ভুলে,
আহা ! কোথায় গেলে ?

৯

স্বামী পুত্র কন্যা যথা, শ্রেষ্ঠ স্বর্গ আছে তথা,
সেথানেই মন্দাকিনী সুমেরুর মূলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

১০

এ অকালে হেন ভাবে, কে জানে তুমি
যে যাবে,
ভাসাইয়ে প্রিয়জনে শোক অশ্রু-জলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

১১

আহা কোথায় গেলে ?
হয়ে মোরা তোমা-হারা, হয়েছি কাঙ্গাল
পারা,
কাঁদিতেছি দিবানিশি পড়ি ভূমিতলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

১২

গেলে যদি যাও সতী, লভগে অমরাবতী,
মিশিয়া নক্ষত্রলোকে দেবীদের দলে,
প্রীতি ভাবে পূর্ণজ্ঞানে, গিয়েছ আনন্দধামে
আদরে অনন্দময়ী লইবেন কোলে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

\. প্লেগ হাঙ্গামে প্রেস বন্ধ থাকায় এবং পারিবারিক দুর্ঘটনায় সম্পাদক মহাশয় দূর স্থানে যাইতে বাধ্য হওয়ায় পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তজ্জন্য অপরাধ ক্ষমা করিবেন। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশেও বিলম্বের সম্ভাবনা।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ—কার্য্যাধ্যক্ষ।

No. 401. June, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬ বর্ষ। ৪০১ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫—জুন, ১৮৯৮। ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—গত ২৪এ মে মহারাণী বিক্টোরিয়া ৭৯ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৮০ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র উৎসব ও নূতন উপাধি বিতরণ হইয়াছে। মহারাণী চিরজীবিনী হউন।

জন্মদিনে উপাধি—মহারাণীর জন্মদিনে কাসিমবাজারের বাবু আশুতোষ নাথ রায় এবং শ্রীহট্টের শ্রীকৃষ্ণ রায় রাজা উপাধি, কলিকাতার বাবু অনাথ নাথ মল্লিক ও ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, খিদিরপুরের বাবু মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কেহ কেহ "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন। নেং আবদুর রহমন "খাঁ বাহাদুর" হইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাজা সীমান্তযুদ্ধে সাহায্যকারী আরও কয়েকটী মহারাজার সহিত "সি, বি" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

মৃত্যু—(১) গত ১৯এ মে মহাত্মা গ্লাডষ্টোন পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান শতাব্দীর অদ্বিতীয় পুরুষ—রাজনীতি, সমাজ-নীতি, বাগ্মিতা, গ্রন্থরচনা ও ধর্ম্মানুরাগ সকল বিষয়েই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইয়াছিল। ২৮এ মে ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবীতে রাজব্যয়ে তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

(২) কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইনি যেমন সুচিকিৎসক, সেইরূপ সচ্চরিত্র ও পরোপকারী ছিলেন।

(৩) গাজীপুরের প্রসিদ্ধ পওহারী বাবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি নির্জন সাধনাতে

অধিকাংশ সময় নিযুক্ত থাকিতেন এবং বায়ু আহার করিতেন।

(৬) পূর্ব্বধালার সমাজসংস্কারক বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদেও আমরা দুঃখিত হইলাম।

দান—ঢাকার নবাব আসানুল্লা টাঙ্গাইলের জলকষ্ট নিবারণার্থ ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বিবাহ সম্বন্ধ—(১) বড়লাট লর্ড এলগিনের প্রাইবেট সেক্রেটারী ব্যাবিংটন স্মিথের সহিত তাঁহার কন্যা এলিজাবেথ ক্রসের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

(২) বারিষ্টার ডবলিউ সি বানর্জির কন্যার সহিত ডাক্তার মল্লিকের শুভ বিবাহ হইবে। বর কন্যা উভয়েই ইংলণ্ডে এবং উভয়েই চিকিৎসা-বিদ্যায় নিপুণ। কন্যাটী কেম্ব্রিজের বি,এ, এবং সুখ্যাতির সহিত এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বর এম, বি, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতের এক হাঁসপাতালের ডাক্তার হইয়াছেন।

প্রিন্স রণজিৎ সিং—ইনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে ক্রিকেট খেলিয়া বেড়াইতেছেন। ইনি যোধপুর মহারাজের খুল্লতাত ভ্রাতা। খেলায় বিলাতী ইংরাজদিগকে হারাইয়া অদ্বিতীয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

সীমান্ত গোলযোগ—ওয়াজিরী নামক জাতির এক দল লোক ঝোর উপত্যকাতে আসিয়া গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া এবং কতকগুলি উষ্ট্র হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিপক্ষেরা কিছুতেই শাসিত হইতেছে না।

রৌদ্রে গৃহ-দাহ—ডেলি নিউস বলেন, এবার মান্দ্রাজ বিভাগে ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। নেল্লোর বিভাগে প্রচণ্ড রৌদ্রে অনেক গৃহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুরা নিবারণ—রেওয়ার মহারাজা আপনার রাজ্যে একটীও মদের দোকান খুলিতে দেন নাই। এ দৃষ্টান্ত অন্যান্য রাজার অনুকরণীয়।

গ্রীষ্মকালে বরফপাত—গত ১৬ই মে সীমান্তের লোয়াসাই গিরিমধ্যে এত বরফ পতিত হইয়াছে যে, তাহাতে ৩ জন ইংরাজ সৈনিক চাপা পড়ে, ২ জন মরিয়াছে।

ভাস্কো ডি গামা মহোৎসব—১৮৯৮ সালের মে মাসে পোর্ত্তুগিজ নাবিক গামা কালিকটে পদার্পণ করিয়া ইউরোপীয়দিগের নিকট সর্ব্বপ্রথম ভারত আবিষ্কার করেন। ইহাঁর স্মরণার্থ বোম্বাই নগরে পোর্ত্তুগিজেরা এক মহোৎসব করিয়াছেন।

কালদূত—আসামের কালাজ্বরের ন্যায় "কালদূত" নামক এক নূতন জ্বর পূর্ণিয়া জেলার স্থানে স্থানে প্রবল হইতেছে, তাহাতে শতকরা ২৫ জন লোক মরিতেছে।

হেয়ারস্মৃতি—ডেবিড হেয়ারের ৫৬ বার্ষিক মৃত্যুদিন স্মরণার্থ ১লা জুন প্রাতে কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার সমাধির নিকট এবং অপরাহ্নে বিজ্ঞানসভা-গৃহে উৎসব হইয়াছে।

জহুরা—পঞ্জাবের কুঞ্জাহি নামক এক গ্রামের এক বালিকা ভূতগ্রস্তা হইয়া পরে দেবী বলিয়া পূজিত হইতেছেন। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ার স্মরণার্থ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এক দেবী-মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে।

রমণীর দেশহিতৈষিতা—আমেরিকার এক প্রধান ধনীর কন্যা হেলেন গোল্ড মার্কিন-স্পেন যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আপাততঃ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে আরও দিতে প্রস্তুত আছেন।

জাহাজ-ডুবী—মেকা ও লেণ্ডুলা নামক দুইখানি জাহাজ কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণে যাইতেছিল, বঙ্গোপসাগরে দুই-খানিই ভগ্ন হইয়া মেকা ডুবিয়াছে এবং কাপ্তেন সহিত কতকগুলি আরোহী মরিয়াছে। লেণ্ডুলা ভগ্নাবস্থায় ফিরিয়াছে।

ইংলণ্ডে স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসী—খ্যাতনামা বাবু আনন্দমোহন বসু ও রমেশচন্দ্র দত্ত ইংলণ্ডবাসীদের নিকট এ দেশের অনেক দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া ইংরাজদের শুভদৃষ্টি ভারতের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। রমেশ বাবু ইংলণ্ডীয় মহিলাদের জাতীয় উদারনৈতিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে 'ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিলাতযাত্রা—কুচবিহারের মহারাজা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

বিবী বেজাণ্ট—ইনি এখন রোমনগরে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন।

বড় লোক কে?

বড় লোক কে? যিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক পরিবারবর্গ, কুটুম্বমণ্ডলী ও দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, না যিনি স্বীয় রণপাণ্ডিত্যে দেশ সকল জয় করিয়া স্বীয় নামের গৌরব সাধন করেন, না সেই কূটার্থভেদী রাজ-নীতিজ্ঞ যিনি স্বীয় মন্ত্রণাবলে দেশমধ্যে নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক তরঙ্গ উপস্থিত করিয়া যুগান্তরের সৃষ্টি করেন, না সেই বাণীপুত্র বাগ্মিবর যিনি আপনার বাক্‌পটুতা দ্বারা মানবমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সাংসারিক বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, না যিনি সাহিত্যমন্দিরে প্রধান অধিনেতা হইয়া সাহিত্যদেবীর পদ-সেবা করতঃ জগতে চিরযশস্বী হয়েন, না যিনি মানবদুঃখাপনোদনের জন্য স্বার্থত্যাগী হইয়া মানবের ঐহিক দুঃখ দূর করতঃ সুখী হয়েন, না যিনি জীবকুলের উদ্ধার হেতু জগৎ মাতাইয়া বাড়ী বাড়ী প্রেম বিলাইয়া ধর্ম্মশিক্ষা দেন?

প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ধনমদে গর্ব্বিত,

স্বার্থই তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা,রিপুগণ প্রবল থাকিয়া প্রায়ই তাঁহাদিগকে অন্ধ রাখে ও অনেক সময় নীতিধর্ম্ম বিরুদ্ধ কুকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। হরিচরণ বাবু একজন ধনী ব্যক্তি—তিনি আপনাকে সংসারমধ্যে এক জন বড় লোক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং দশজনের সমক্ষেও তিনি একজন বড় লোক বলিয়া অভিহিত ও প্রশংসিত। ধন সংগ্রহ করিতে তাঁহার অনেক বিদ্যা বুদ্ধি খরচ হইয়াছে—অনেক মন্দ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছে। ঐ ধনের প্রথম সমাবেশ কালে তাঁহাকে নানাবিধ দুশ্চিন্তায় দোদুল্যমান হইতে হইয়াছে, এখনও উহার রক্ষা ও বৃদ্ধি হেতু তদ্রূপ হইতে হইতেছে। পৃথিবীর কি পূর্ব্বতন, কি অধুনাতন, সকল সময়ের ধন-কুবেরেরা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন? প্রাচীন কালে লিডিয়ার অধীশ্বর ক্রসস্ ধনিশ্রেণীর অগ্রগণ্য ছিলেন, এবং ধনেই সুখ মনে করিতেন, তাঁহার শোচনীয় পরিণাম ইতিহাস-পাঠকদিগের অবিদিত নাই। সকল ধনলিপ্সুদিগের দশা কি এইরূপ নহে?

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বীরমদে মত্ত—রুধির-লালসা ইহাঁদিগের প্রধান রণচণ্ডী; এই দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা দিবার জন্য ইহাঁরা সততই ব্যস্ত। ইহাঁরা অনেক সময়ে দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া নির্ম্মম অন্তরে দেশ সকল শোণিত-স্রোতে ভাসাইয়া থাকেন। পিতৃহীন বালক ও অনাথা বিধবাদিগের রোদনধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইলেও, ইহাঁদিগের অন্তঃকরণ বিন্দুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হয় না। ইহাঁরা অটল অচল-পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ইহাঁদিগের দুন্দুভিনাদে, রণকেতনে ও সমরাস্ত্রে দেশ ভীত, চমকিত ও প্রকম্পিত। জামদগ্ন্য, নেপোলিয়ান, ওয়েলিংটন ইত্যাদি খ্যাতনামা বীরপুরুষগণ এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাঁদিগের দিগন্তব্যাপী নাম ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে জ্বলিতেছে। ইহাঁরাও বড় লোক। জগৎ ইহাঁদিগের মস্তকোপরি অনেক প্রশংসার কুসুম স্তূপাকারে চাপাইয়া থাকেন—কণ্ঠদেশে প্রশংসাসূচক বীরমাল্য প্রদান করিয়া সুখী হয়েন।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সূক্ষ্মদর্শী ও বক্র-স্বভাব। ইহাঁরা পরের গুহ্যমন্ত্রণাভেদে সক্ষম, আপনাদিগের গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছু। ইহাঁদিগের অন্তরে ও মুখে বিশেষ প্রভেদ। ইহাঁরা এক একটী বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের কর্ণধার, নানাবিধ বিঘ্নবিপত্তিরূপ ঝটিকার দুর্দ্দিনে রাজ্য সকলকে সুচালিত করিয়া রক্ষা করিতে প্রয়াস পান। ইহাঁদিগের ভয়ে বিপক্ষগণ সদা শঙ্কিত। ইহাঁদিগের নামও ইতিহাসে বর্ণিত হইয়া থাকে। চাণক্য, বিসমার্ক, পিট ইত্যাদি মহাপুরুষ-গণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাঁরাও বড় লোক। ইহাঁরাও জগতে মান্য ও গণ্য।

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ দেশহিতৈষী ও দয়াবান্। ইহাঁরা আপনাদিগের ভাষার ও জস্বিতা ও পারিপাট্যে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত ও প্রকম্পিত করিয়া লোকমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেন। ইহাঁরা স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য পথে আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হয়েন। কর্ত্তব্য ইহাঁদিগের কার্য্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইহাঁরা ভয় ও লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বীরদর্পে চলিয়া যান। এমন কি কর্ত্তব্য সাধনের জন্য ইহাঁরা জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সিসিরো, ডিমসথেনিস, বার্ক ইত্যাদি এই শ্রেণীর লোক। ইহাঁরা সকলেই বড় লোক। ইতিহাসে ইহাঁদিগের বক্তৃতাবলে সংসাধিত কার্য্য সকল কীর্ত্তিত আছে।

পঞ্চম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যামোদী। সাহিত্য ইহাঁদিগের প্রধান ব্যবসায়। এই সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা ইহাঁরা জগতের বিবিধ উন্নতি ও উপকার সাধন এবং আপনাদের অমরত্ব ক্রয় করেন। ইহাঁরা স্বভাবতঃ ভাবুক ও চিন্তাশীল। ইহাঁরা চিন্তাসাগরে ডুব দিয়া যে রত্ন উত্তোলন করেন, তদ্দ্বারা মানব মণ্ডলী ভূষিত হয়েন। ইহাঁদিগের নিকট জ্ঞান শিক্ষা জন্য মানব চির-ঋণে আবদ্ধ। ভবভূতি, কালিদাস, সেক্সপীর, মিলটন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেশকে গৌরবান্বিত ও জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন। কপিল, পতঞ্জলি, মিল, কোম্‌ৎ ইত্যাদি বিজ্ঞানকেশরীদিগের নামও এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাঁরা সকলেই বড় লোক। মনোরাজ্য ইহাঁদিগের প্রধান রঙ্গভূমি। মনুষ্যের মনের উপর ইহাঁরা কার্য্য করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ পরদুঃখে বিগলিত-হৃদয়। ইহাঁরা আপনাদিগের জীবন পরের জন্য হইয়াছে এই ভাবেন। পরের কিসে কায়িক ও মানসিক উন্নতি হইবে, ইহাই ইহাঁদের রাত্রি দিন ভাবনা। কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে হউক, বা আর্থিক সাহায্যে হউক, যে কোন প্রকারে পারেন ইহাঁরা মনুষ্যের দুঃখ দূর করিতে সতত যত্নশীল। বিদ্যাসাগর, কেরী, মার্সম্যান, ডেভিড হেয়ার, বিশ্বহিতৈষী হাউয়ার্ড এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহাঁরাও সকলে বড় লোক।

সপ্তম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ জগতে ঈশ্বরের অবতার বিশেষ। ইহাদিগের দেব-অংশে জন্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানব-কুলের উদ্ধার ও মুক্তি প্রচার ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। জগৎ ইহাঁদিগের কুটুম্ব ও জগৎকে ইহারা আত্মবৎ মনে করেন। রিপুসংযম ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ও শিক্ষা। জগতের জন্য ইহাঁদিগের প্রাণ কাঁদে এবং জগৎও ইহাঁদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করে। চৈতন্য, শাক্যসিংহ, খৃষ্ট, মহম্মদ, ইত্যাদি

এই শ্রেণীর উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। ইহাঁদিগের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মশিক্ষা-দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত। ধর্ম্ম প্রচার ইহাঁদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাঁরাও বড় লোক।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই বড় লোক, সকলেই পৃথিবীর মধ্যে অল্পাধিক যশ ও গৌরব লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে ইহাঁদিগের মধ্যে প্রকৃত বড় লোক কে?

শ্রীভু।

অদ্ভুত বৈরনির্য্যাতন।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় সেনাপতি ওয়াসিংটন সসৈন্যে ভ্যালি-ফর্জ নামক স্থানে যখন অনাহারে বহু ক্লেশে কালহরণ করিতেছিলেন, সেই সময় এক দিন হঠাৎ গম্ভীরমূর্ত্তি এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তক অবনত, চক্ষু ভূমি-সংলগ্ন এবং তিনি পদব্রজে অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন বোধ হইল। এই ব্যক্তির বয়স প্রায় ৭০ বৎসর এবং আমেরিকার মধ্যে ইনি একজন সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী। ইহার নিবাস ল্যাঙ্কাষ্টার প্রদেশের ইফ্রাটা নামক গ্রামে। সেনাপতি ওয়াসিংটনের নিকট একটী অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনার বিশেষ অধিকারও ছিল—তিনি কতকগুলি সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া ইফ্রাটার আশ্রমে শত শত আহত সৈনিকের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং ওয়াসিংটনের পরম বন্ধু টমাস জেফারসনের অনুরোধে দেশের উপকারার্থ আপনার লেখনী যেরূপ চালনা করিয়াছেন, কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সেরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তিনি সাতটী বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং জগতের সমক্ষে আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবের যুক্তিযুক্ততা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেন। তিনি মাইকেল উইট্‌ম্যান নামক এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার উদ্দেশে সেনাপতি ওয়াসিংটনের সমীপস্থ হইয়াছেন।

এই আগন্তুকের নাম পিটার মিলার। তিনি যে দিন হইতে ইউফ্রাটার ভ্রাতৃসমিতির সহিত যুক্ত হন, সেই দিন হইতে উইট্‌ম্যান ইহাঁর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি সরল স্বভাব বশতঃ এক দিন মিল্ হইতে ছাপাখানায় একমোট কাগজ লইয়া যাইতেছিলেন, উইট্‌ম্যান্ তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তোমার বন্ধুরা তোমার প্রতি বড় সদয়, কাগজের গাড়ীতে ঘোড়া করিয়া যুথিয়া দিয়াছে!!" এই বলিয়া মিলারের মুখে নিষ্ঠীবন (থু থু) নিক্ষেপ করিল। উইট্‌ম্যান্ জানিত

ঐ সাধু বৃদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক যে সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছেন, আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ।

পিটার মিলার অনেক দিন ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন—ভাবিতেছিলেন কি প্রকারে এই দুরাত্মার দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ করা যায়। এখন সুসময় উপস্থিত, উইট্‌ম্যান্ (টোরি) নূতন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী বলিয়া ধৃত হইয়াছেন। সামরিক নিয়মে বিচারিত হইয়া অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

ওয়াসিংটন প্রফুল্লবদনে পিটার মিলারের অভ্যর্থনা করিলেন এবং সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিটার মিলার বলিলেন, "সেনাপতি, আমি মাইকেল উইট্‌ম্যানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। টার্কস্‌হেড নামক স্থানে কল্য তাহার ফাঁসি হইবে।" মহাত্মা ওয়াসিংটন বলিলেন, "প্রিয়বন্ধু, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি না, উইট্‌ম্যান্ টোরি, সে আমাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সে এতদূর স্বদেশদ্রোহী যে, ফিলাডেল্‌ফিয়াতে গিয়া আমাদের শত্রু সেনাপতি হাউইর অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। দেশের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে এরূপ লোকদিগকে কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে।" সেনাপতি শেষ কথা বলিলেন "এরূপ ঘটনা না হইলে তোমার বন্ধুকে আনন্দের সহিত অব্যাহতি দিতাম।" মিলার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "সেনাপতি ওয়াসিংটন! কি বলিতেছ? সে আমার বন্ধু? সে আমার নিদারুণ শত্রু।" ওয়াসিংটন বন্ধুর মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া অতি কোমল স্বরে বলিলেন "এ কিরূপ, তোমার শত্রুর জন্য ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছ?" মিলার উত্তর করিলেন, "যীশু আমার জন্যত এরূপ করিয়াছেন।"

তখন ওয়াসিংটন কিছু অপ্রতিভ হইয়া উইট্‌ম্যানের ক্ষমাপত্র স্বাক্ষর করিলেন এবং তাহা পিটার মিলারের হস্তে দিয়া বলিলেন "প্রিয় বন্ধু! এইরূপ খৃষ্টীয় প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইলে, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

পিটার মিলার ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া ক্ষমাপত্র হস্তে টর্কস্‌হেড স্থানের অভিমুখে চলিলেন। সমস্ত রাত্রি পদ-ব্রজে চলিয়া যখন ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শান্তিময় প্রান্তর জনতা ও কোলাহল-পূর্ণ! দুই জন সৈনিক অগ্রপশ্চাতে থাকিয়া মাইকেল উইট্‌ম্যানকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট লইয়া যাইতেছে। এক জন রাজপুরুষ দোষী ব্যক্তির গলদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইল। লোকমণ্ডলী চমকিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিল, রাজপুরুষ থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দী ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিল, দেখা গেল জনতার মধ্য দিয়া এক ব্যক্তি

দ্রুতবেগে বধ্যভূমির দিকে ধাবমান, তাহার হস্তে একখণ্ড কাগজ, তাহা সে মাথার উপর ঘুরাইতেছে। দ্রুতগামী ব্যক্তি বলিলেন, "থাম, উইট্‌ম্যানের জন্য সেনাপতি ওয়াসিংটনের স্বাক্ষরিত ক্ষমা-পত্র আনিয়াছি।" রাজপুরুষ দেখিলেন সত্য সত্যই ক্ষমাপত্র। পিটার পরম শত্রুর প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণ পরিশ্রমে ঠিক্ সময়ে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। তখন লোকমণ্ডলী জনতা ভাঙ্গিয়া চারি দিকে চলিয়া গেল, রাজপুরুষ আস্তে আস্তে কাগজখানি ভাঁজিতে ভাঁজিতে একাকী জেলে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে পিটার মিলার. উইট্‌ম্যানের হস্ত ধারণ করিয়া বৃক্ষবাটিকা হইতে খোলা মাঠে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রতি একটীও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া পাহাড় ও উপত্যকা সকল ভাঙ্গিয়া উইট্‌ম্যানের গৃহে তাঁহাকে উপস্থিত করিলেন। সেখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন-পুরুষ হইল।

পিটার মিলার কি আশ্চর্য্য লোক! তাঁহার ইউক্রাটার ভ্রাতৃমণ্ডলী তাঁহাকে ভাই বলিয়া ডাকিত। তিনি ভারি পণ্ডিত, পবিত্র চরিত্র ব্যক্তি এবং বিখ্যাত মুদ্রাকার। তাঁহার সমাধিস্তম্ভে জর্ম্মণ ভাষাতে এইরূপ লিখিত আছে—

"পিটার মিলার এই স্থানে শয়ান, প্যালাটিনেটের অন্তর্গত গারেণ প্রদেশে ইহাঁর জন্ম হয়, ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কারক দলভুক্ত প্রচারকরূপে আমেরিকায় আগমন করেন এবং তাঁহার নাম জাই-বেস বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদবধি আমৃত্যু তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ৮৬ বৎসর ৯ মাস বয়সে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর মহানিদ্রাগত হইয়াছেন।"

আত্ম-সংযম।*

এ জগতে, প্রকৃত সাধু বা সাধ্বী হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা মানব-শরীরের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সাধুতার প্রতি অনুরক্তিও সেইরূপ মনের স্বাভাবিক সংস্কার। তবে যেমন রোগ বিশেষ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষুধা অনুভূত হয় না, সেইরূপ মহাপাপে আচ্ছন্ন হইলে মানবের সাধুতার কামনা থাকে না। সাধুতার আকাঙ্ক্ষা না থাকাই মানব-জীবনের চরম অবনতি। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ সে রকম লোক জগতে অতি কমই দেখা যায়; কেননা সাধারণতঃ এ সংসারে যে সকল ব্যক্তি পাপাচারে রত, তাহারা সকলেই প্রায় সদাচারের সুখ্যাতি

* এই প্রবন্ধ নীরস, রুক্ষ প্রভৃতি দোষে দূষিত হইলেও আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতা ভগিনীরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা আদ্যোপান্ত পড়িবেন; পড়িয়া আমাদের শ্রম সফল করিবেন, ইহাই প্রার্থনা করি।

করে—সদাচারের মহত্ব বুঝিতে পারে; তাহাদের অনেকেই পাপগ্রস্ত দুর্ভর জীবন অতিক্রম করিয়া পুণ্যময় পবিত্র জীবন গ্রহণ করিতে চায়। তথাপি, সাধুতার প্রতি প্রাণের টান সত্বেও মানব অসাধু হয় কেন? লোকসমাজে শত সহস্র মিথ্যাবাদী, পরপীড়ক, ব্যভিচারী, চোর, নরহন্তা প্রভৃতি পাপী ও মহাপাপীরা বিচরণ করে কেন? আরও দেখা যায় যে, ক্রোধীর সংখ্যা যেরূপ বহুল, ক্ষমাশীলের সংখ্যা সেরূপ নহে; লোভীর সংখ্যা যেরূপ বহুল, নিঃস্পৃহের সংখ্যা সেরূপ নহে; সেই জন্য অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি সাধুতার প্রতি "অনেকেরই" স্বাভাবিক অনুরাগ, তবে "অনেকেই" সাধু বা সাধ্বী হইয়া জীবন সার্থক এবং নর জগৎকে স্বর্গ তুল্য করে না কেন? এ কথার উত্তর এই যে, ইচ্ছা থাকিলেও কেবল আত্মসংযম-শক্তি পরিচালনা ভিন্ন নর মানব সাধুতা আয়ত্ত করিতে পারে না। যিনি আত্মসংযমে অভ্যস্ত, তিনিই জিতেন্দ্রিয় জিতাত্মা হইয়া প্রকৃত সাধু বা সাধ্বী হইয়াছেন। মনুষ্যের ধন, মান, যশঃ বিদ্যা সকলই শেষে, আত্মসংযম-শিক্ষাই আগে। আত্মসংযমের লক্ষণ কি তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

মনুষ্যত্ব লাভের জন্য ভগবান্ মনুষ্য-হৃদয়ে দ্বিবিধ প্রবৃত্তি দিয়াছেন। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তির মধ্যে একবিধ প্রবৃত্তি বিস্তারে মানব-হৃদয়ের উন্নতি সাধিত হয়, সেইজন্য তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলে। ভক্তি, উপচিকীর্ষা*, জ্ঞানপিপাসা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। অপরবিধ প্রবৃত্তি অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হইলে মানব-হৃদয় যারপরনাই অবনত হয়, সেইজন্য তাহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলে। আত্মাদর, জিঘাংসা †, উপার্জ্জনেচ্ছা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ‡। এই সকল প্রবৃত্তি মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ভগবৎ-প্রদত্ত হইলেও অনুশীলন-সাপেক্ষ। সমুচিত যত্ন ও চেষ্টা করিলে ইহারা বিকাশ লাভ করে; নচেৎ অযত্ন-সম্ভূত গোলাপ ফুলের গাছের মত শুকাইয়া পড়ে। হৃদয়ের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল স্বতঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংযম-শক্তির শাসনে থাকিলে ইহাদিগের দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভের আংশিক সাহায্য পাওয়া যায়; সে সাহায্য অভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্বলাভ হয় না। কিন্তু একটুকু অসতর্ক হইলেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল কুপ্রবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। তখন কণ্টক গুল্মের মত সমস্ত হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করে। ইহাদের জন্য সুগন্ধি পুষ্পতরু-রূপ উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল জীবনশূন্য হইয়া পড়ে। সেই জন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-দিগকে সুসংযত করা মানবমাত্রেরই

* উপচিকীর্ষা—পরোপকারের ইচ্ছা।

† জিঘাংসা—বৈরনির্যাতনেচ্ছা।

‡ সংযতাবস্থায় এই সকল প্রবৃত্তির কার্য্য নিকৃষ্ট নহে, এ কথা সকলে স্মরণ রাখিবেন।

অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বার্থপরতা সহযোগে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে অনুশীলন করিলেই উহারা অসংযত হইয়া পড়ে। অতএব সাবধানে এই প্রবৃত্তিদিগকে সুসংযত করিবার চেষ্টাই আত্মসংযমের প্রথম কার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অসংযত হইলে, তাহাদিগকে কুপ্রবৃত্তি বলা যায়, সে কথা আমরা বলিয়াছি। জ্ঞানিগণ যাহাকে "ছয় রিপু" বলেন, তাহাই ঐ কুপ্রবৃত্তি—কতকগুলি নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির অসংযতাবস্থা*। ছয় রিপু যে আমাদের প্রকৃত শত্রু, আমাদের সাধুতা লাভের প্রধান বিঘ্ন, এ কথা অনেকেই শুনিয়াছেন—অনেকেই জানেন। কিন্তু কার্য্যে ঐ কথাটাই অনেকে ভুলিয়া যান বলিয়া এ সংসার এত দুঃখময়। রিপুগণ মানবের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জড়তুল্য করিয়া মানবকে আপনাদের দাসানুদাস করে। সে অবস্থায় মনুষ্য পশুতুল্য হইয়া পড়ে। আরও দেখা যায়, যদি কোনও একটী রিপু মানবের হৃদয় অধিকার করে, তবে তাহার আনুষঙ্গিক আরও দুই চারিটী রিপু জাগিয়া উঠিবে। যে ব্যক্তি সম্প্রতি অহঙ্কারী হইয়াছে, তাহার ক্রোধ ও ও হিংসার পরিচয় শীঘ্রই পাইবে। "অধোগতির নম্বরেখা" পড়িতে আরম্ভ হইলে মহাপতনই সম্ভব†। ঐরূপ পতিত ব্যক্তি যদি কোনও সময়ে এক বিন্দু চৈতন্য লাভ করে, তবে অনুতাপের অসহ্য যন্ত্রণায় সে তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। কিন্তু তারপর?—হায়! তাহার যতই আত্মগ্লানি হউক, সে যতই সদুপদেশ লাভ করুক, যতই দণ্ড প্রাপ্ত হউক, কুকর্ম্ম ত্যাগ করিতে যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউক, যতক্ষণ সে ব্যক্তি আত্মসংযমের অভ্যাস না করিবে, ততক্ষণ সে পাপাচরণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে এক হস্তে অনুতাপের অশ্রু মুছিলেও অন্য হস্তে পাপ কার্য্য করিবে। কারণ তাহার কুপ্রবৃত্তি সকল ক্ষিপ্ত পশুবৎ দুর্দ্দমনীয়, ক্ষিপ্ত পশুবৎ তেজস্বী; আত্মসংযম শাসন ভিন্ন তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা কাহারও সাধ্য নহে। তাই সে পুনঃপুনঃ প্রলুব্ধচিত্তে বহ্নি-প্রবেশোন্মুখ পতঙ্গবৎ, পাপাচরণে কু-প্রবৃত্তিদিগকে চরিতার্থ করে। হায়! ঐরূপ আত্মসংযম-শূন্য ব্যক্তি কোন্ দিন কোন্ রিপুর উত্তেজনায়, কোন্ স্রোতে আপনাকে ভাসাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তাহার নিজের "মন" তো নিজের অধীন নয় যে, ধর্ম্মানুমোদিত নিষেধ-বিধি মানিবে! অতএব সে রাগের মাথায়, লোভের মাথায় কখন কি সর্ব্বনাশ করিবে তাহা বলা কাহার সাধ্য? আজি "দশ জনের মধ্যে সেও এক জন" হইলেও কালি লোভের উচ্ছ্বাসে

* কোন্ নিকৃষ্টবৃত্তি কোন্ রিপুর মূল এবং তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করা যায়, আমরা তদ্বিষয় ক্রমশঃ লিখিব।

† ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ে ৬২ এবং ৬৩ শ্লোকদ্বয়ে মানবের মহাপতনের বিষয় বিবৃত আছে; প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তাহা অবশ্য পাঠ্য।

পরস্বাপহারী, পরশ ক্রোধের উত্তেজনায় হত্যাকারী বলিয়া সে যে পরিগণিত হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? যে ব্যক্তি সে দিন ফাঁসি-কাষ্ঠে উঠিয়া প্রাণ হারাইয়াছে, সে দুর্ভাগাও তোমার আমার মত এক জন মনুষ্য-দেহধারী ছিল; কিন্তু আত্মসংযম অভাবে, রিপুর উত্তেজনায় তাহার এই ভয়ানক পরিণাম হইয়াছে; লোকে তাহাকে নরপিশাচ বলিয়া মনে করিতেছে! তবে আত্মসংযমে অভ্যস্ত হওয়া মানবের যে একান্ত প্রয়োজনীয়, সে কথা কি আর বলিতে হইবে? দ্রব্যবিশেষের গন্ধ পাইলে উন্নতশীর্ষ ভুজঙ্গম যেমন ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, আত্মসংযম-শক্তি পরিচালনে মানবের রিপুগণও সেইরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ঈদৃশ দৈব মহৌষধ যে মানব-জীবনের অমৃত স্বরূপ, তাহা কি বলিতে হইবে? আবার বলি আত্মসংযম শিক্ষাই সকলের আগে, যাহার আত্মসংযম শিক্ষা হইয়াছে, সেইই সকল সুশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। যে আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইয়াছে, তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা বলিতেছি না—আত্মায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, সে সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। তাহার মানব-জীবন নিষ্ফল হইবে না।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা ইওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন।

গ্লাডষ্টোন বর্ত্তমান যুগের এক জন অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ, বাগ্মী, সুলেখক এবং বিশ্বজনহিতৈষী। বর্ত্তমান শতাব্দী ব্যাপিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসের সহিত তাঁহার জীবন অনুস্যূত। তিনি যে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কয়েক মাসাবধি নিজে যেমন প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণও সেইরূপ। গত ১৯এ মে এই নিমজ্জমান জাহাজখানি কালসাগরে ডুবিয়াছে এবং তাহাতে জগৎময় শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার পরিজনবর্গ যেরূপ, বিদেশীয় রাজন্যগণ সেইরূপ এবং স্বদেশ বিদেশের গুণগ্রাহী লোকমাত্রেই তাঁহার প্রতি সম্মাননা প্রদর্শনে ব্যস্ত—তাঁহার ঘোর শত্রুগণও এ সময় তাঁহার সম্মাননার্থ মিত্রদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। তাঁহার এক বিপক্ষ লর্ডের প্রস্তাবে পার্লেমেন্ট মহাসভা স্থির করেন যে, ইংলণ্ডের গুণিপ্রধানদিগের সমাধিক্ষেত্র ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবীতে তাঁহার দেহ সমাহিত ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং ইংলণ্ডের রাজকোষ

হইতে এই অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ ডিসেম্বর ইওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ নগর লিবরপুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই স্কচজাতীয়। তাঁহার পিতা সার জন গ্লাডষ্টোন একজন বুদ্ধিমান্ অধ্যবসায়শীল স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁহার জননী ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য বিখ্যাত। গ্লাডষ্টোন পিতামাতার সদ্‌গুণ সকলের অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রথমে ইটন স্কুলে, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। ১৮৩১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ইটালী এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

গ্লাডষ্টোনের প্রথমে ধর্ম্মযাজক বৃত্তি অবলম্বনের প্রয়াস ছিল এবং যদি সে পথ ধরিতেন, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ যাজকপদ ভূষিত করিতে পারিতেন। কিন্তু নিয়তির গতি তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিল এবং তাহাতেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। ১৮৩২ সালে বন্ধুগণের সহায়তায় নিউইয়র্কের প্রতিনিধি সভ্য হইয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রবিষ্ট হন এবং প্রথম হইতেই বাক্‌পটুতা ও তর্কশক্তির পরিচয় দেন। লর্ড মেকলে তাঁহার উদীয়মান প্রতিভা দর্শন করিয়া তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সালে গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করেন। তিনি প্রথমে রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন, ক্রমে কার্য্যগতিকে উদারনৈতিক দলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ হইয়া এই দলের সর্ব্বপ্রধান নেতা হন।

১৮৩৯ সালে যখন গ্লাডষ্টোনের বয়স ৩০ বৎসর, তখন ওয়েল্‌স প্রদেশীয় গ্লীন নাম্নী এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়, এই রমণী অতি পতিব্রতা এবং অনেক গুণে গুণবতী। এই দম্পতী প্রায় ৬০ বৎসর কাল পরম সুখে সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। ইহাঁদের ৪টী পুত্র, তাহারা সকলেই কৃতী। গ্লাডষ্টোনের শ্বশুর একজন ধনাঢ্য লোক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন।

১৮৪১ সালে সার রবার্ট পীলের মন্ত্রিত্বকালে গ্লাডষ্টোন পুনরায় মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমে রাজকোষের জুনিয়র মেম্বর এবং পরে উপনিবেশ সকলের অণ্ডার-সেক্রেটারী হন। এই সময় স্বাধীন ব্যবসায় লইয়া ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে ঘোরতর বিতণ্ডা চলিতেছিল। গ্লাডষ্টোন টোরীদলস্থ হইয়াও জন ব্রাইট ও কবডেন প্রভৃতি মহাত্মার সহিত একমত হইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং সেই পক্ষেরই জয় হইল।

১৮৪৭ সালে গ্লাডষ্টোন অক্সফোর্ড বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেন্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয়ান ভিন্ন আর কেহ মহাসভার সভ্য হইতে পারিতেন না। তিনি ইহুদীদিগকে সভ্য হইবার অধিকার দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হন। উত্তরকালে ভারত হিতৈষী ব্রাডল সাহেব নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইয়াও তাঁহার সহায়তায় পার্লেমেন্টের সভ্য পদ হইতে বিচ্যুত হন নাই। ইহাতে বুঝা যায় রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার মত ক্রমে কত উদার হইয়াছিল।

১৮৫২ সালে তিনি এক বক্তৃতায় মহা-যশা ডিসরেলীকে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তৎপরে প্রায় ২৪ বৎসর কাল রক্ষণশীল দলের নেতা ডিসরেলীর সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে।

১৮৫৩ সালে লর্ড আবার্ডিনের মন্ত্রিত্বে গ্লাডষ্টোন রাজস্বসচিব (Lord Chancellor of the Exchequer) পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করেন যে, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক উভয় দলের লোক তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হন। ইনি রাজস্বের অনেক উন্নতি সাধন করেন, জাতীয় ঋণভার কমাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাণিজ্যেরও উন্নতির সহায়তা করেন।

গ্লাডষ্টোন ৪ বার (১৮৬৮, ১৮৮০, ১৮৮৫ এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে) ইংলণ্ডের সর্ব্ব-প্রধান মন্ত্রিপদে বৃত হন এবং তাহাতে উদারনৈতিক দলের অগ্রণী হইয়া স্বদেশ ও বিদেশের উন্নতির পথ অনেক প্রসারিত করেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক বিষয়ে ভোট দিবার অধিকার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সৈনিক বিভাগ সংস্কার ইত্যাদি তাঁহার কীর্ত্তি। ইটালীর স্বাধীনতা ও ঐক্যবন্ধন, তুরস্কের অধীনতা হইতে বুলগেরিয়ার মুক্তিসাধন, আর্ম্মেণীয় খ্রীষ্টান-দিগের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সপক্ষতা করিয়া বিদেশীয়দিগের প্রতিও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারত তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহারই মন্ত্রিত্ব-কালে লর্ড রিপণের ন্যায় রাজ-প্রতিনিধি লাভ ইহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার, স্বায়ত্ত-শাসন, ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিপদে ভারতবাসীর নিয়োগ ইত্যাদি অনেক সৌভাগ্য গ্লাডষ্টোনেরই প্রসাদাৎ।

বিপন্ন জাতিদিগের প্রতি গ্লাডষ্টোনের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং তাহা-দিগের দুঃখ নিবারণে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। আইরিসদিগের জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আয়র্লণ্ডের প্রতি ইংরাজজাতির বহুকালব্যাপী উৎপীড়ন ও অন্যায়াচরণের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই দেশের

রোমান কাথলিক প্রজাদিগের অর্থে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মযাজক সকল প্রতিপালিত হইতেন, তিনি এ ব্যবস্থা রহিত করেন। ইংরাজ জমীদারগণ আইরিস প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেন, তিনি কয়েকটী আইন বিধিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রতীকার করেন। আইরিস জাতির শিক্ষোন্নতির জন্য একটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নানা উপায় অবলম্বন করিয়া যখন দেখিলেন আইরিসদিগের জাতীয় উন্নতি আশানুরূপ হইতেছে না, তখন তাহাদিগের জন্য "হোম রুল" অর্থাৎ স্বতন্ত্র পার্লেমেন্ট দ্বারা শাসন ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" —মঙ্গল কার্য্যে অনেক বিঘ্ন। এই শুভ চেষ্টায় তিনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ইংরাজদের চক্ষুশূল হন এবং অনেক বন্ধুও তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার প্রণীত ব্যবস্থা কমন্স সভায় গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড সভায় অগ্রাহ্য হওয়াতে তাহা বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই।

গ্লাডষ্টোন চিরদিন আপনাকে সাধারণ লোকের শ্রেণীস্থ বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং আমৃত্যু সেই গৌরব ভোগে অভিলাষী ছিলেন। মহারাণী কতবার তাঁহাকে "লর্ড" উপাধিতে ভূষিত করিতে চান, কিন্তু তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে পার্লেমেন্টের উভয় সভায় যে বিধি গৃহীত হয়, রাজা বা রাজ্ঞী তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্ব-কালে আয়র্লণ্ড সম্বন্ধীয় একটী আইন পার্লেমেন্টের উভয় সভায় গৃহীত হইলে গ্লাডষ্টোন তাহা রাজ্ঞী বিক্‌টোরিয়ার স্বাক্ষরের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন, কিন্তু রাজ্ঞীর মনোমত না হওয়াতে তিনি সে বিধিতে স্বাক্ষর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে গ্লাডষ্টোন বলেন "আপনাকে অবশ্যই স্বাক্ষর করিতে হইবে।" রাজ্ঞী বিরক্ত হইয়া বলেন "আমি কে জান?" গ্লাডষ্টোন তখন উত্তর করিলেন "হাঁ আপনি ইংলণ্ডের রাজ্ঞী, কিন্তু আমি কে জানেন? আমি ইংলণ্ডের জন-সাধারণের প্রতিনিধি।" রাজ্ঞীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিধিতে স্বাক্ষর করিতে হইল। গ্লাডষ্টোনের কি সাহস, কি আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান। তাঁহার রুক্ষ ব্যবহারের জন্য রাজ্ঞী সময় সময় অপ্রসন্ন হইলেও চিরকাল তাঁহার গুণের গৌরব করিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে বলিয়াছেন "আমার রাজত্বসময়ের একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞকে হারাইলাম।"

গ্লাডষ্টোনের কার্য্যক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ৮০।৯০ বৎসরের বৃদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া ইংলণ্ডময় ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সহস্র সহস্র লোকের জনতার মধ্যে বক্তৃতা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। অনেকগুলি গভীর গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; তদ্ভিন্ন প্রতিদিন তাঁহাকে অসংখ্য চিঠি পত্রের উত্তর দিতে

হইত। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার কার্য্য স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি কত কার্য্য করিয়াছেন কে তাহা মনে ধারণা করিবে? তাঁহার শারীরিক বল যথেষ্ট ছিল, বৃদ্ধবয়সেও স্বহস্তে কুঠার লইয়া বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন করিতেন। চিরকাল অধ্যয়নশীল ও গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। আবার তাঁহার হৃদয় অটল ধর্ম্মবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। মানবের আদর্শচরিত্র এরূপ ব্যক্তি জগতে চিরকাল পূজিত হইয়া থাকিবেন।

মৃত্যুকালীন উক্তি।

১। রাবিলে শান্তভাবে বলিলেন "পটক্ষেপ কর, নাট্যাভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে"।

২। প্রথম চার্লস্ যখন ঘাতক-হস্তে নিহত হন, তখন বলিলেন "মনে রেখো"।

৩। চতুর্দ্দশ লুই ম্যাডাম মেইন্টিনোকে বলিলেন "আমরা শীঘ্র পুনর্ম্মিলিত হইব।"

৪। কবি ওলকটের মৃত্যুকালে তাঁহার বন্ধু টেলার জিজ্ঞাসা করেন, পৃথিবীতে তাঁহার জন্য কি করিবেন? তিনি উত্তর করিলেন, "আমার যৌবন ফিরাইয়া দাও।"

৫। কুইবেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সেনাপতি উল্‌ফ যখন মৃত্যুশয্যাশায়ী, তখন তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, সকল দিকেই ফরাসীরা পরাজয় মানিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি সুখে মরিতেছি"।

৬। বিখ্যাত ইংরাজ জজ লর্ড টেণ্ডার্ডেনের শেষ কথা "এখন জুরী মহাশয়েরা কি রায় দিবেন, বিবেচনা করুন"।

৭। অষ্টম হেনরীর মহিষী আনবোলিনের যখন শিরশ্ছেদ হয়, তখন তিনি আপনার গলায় হাত দিয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন "আমি শুনিয়াছি ঘাতুক খুব দক্ষ, আমার গলা খুব ছোট।"

৮। সুবিখ্যাত সার টমাস মুরকে যখন ফাঁসীকাষ্ঠে চড়ান হয়, ফাঁসীগাছ 'অপোক্ত' দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "আমাকে নিরাপদে উপরে উঠাও, নীচে নামিবার ভার আমার উপর।"

৯। কবি বয়লো এক বন্ধুকে দেখিয়া যে নিঃশ্বাসে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শুভ দিন বিদায়, অনেক দিনের জন্য বিদায়," সেই নিঃশ্বাসেই তখনই প্রাণত্যাগ করিলেন।

১০। ফরাসী সেনাপতি মণ্টকাম সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াও যখন সৈন্য সকল পুনরায় একত্র করিবার চেষ্টা

করিতেছেন, তখন একজন সৈনিক বলিল "আপনার মৃত্যু আসন্ন"। তিনি বলিলেন "সে ভাল, কুইবেক শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবে, ইহা আমাকে দেখিতে হইবে না।"

১১। ইংলণ্ডের জারোর প্রাচীন ধর্ম্মাধ্যক্ষ আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে বাইবেলের এক অধ্যায় মুখে মুখে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন, শিষ্য লিখিতেছেন। শেষ হয় কি না সন্দেহ। শিষ্য শেষবাক্য লিখিয়া বলিলেন "শেষ হইয়াছে"। গুরু "শেষ হইয়াছে" বলিয়া তখনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

১২। মহাত্মা গ্লাডষ্টোন মৃত্যুকালে "দয়া, দয়া, চারিদিকে দয়া" এই কথা বলিতে বলিতে পরলোক গমন করিলেন।

দেবী কৈলাসকামিনীর জীবনী।

জন্ম ও শৈশবাবস্থা।

বাঙ্গালা ১২৬৫ সালের ২রা পৌষ বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার নিকটবর্ত্তী একচাকা নামক গ্রামে কৈলাসকামিনীর জন্ম হয়। শুনা যায়, এই গ্রামটী মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান। এই গ্রামের জমীদার আদিত্য বাবুরা বহুগোষ্ঠীসমন্বিত হইয়া বাস করিতেন এবং ধনাঢ্য হিন্দুগৃহস্থোচিত ক্রিয়াকাণ্ড সকল মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। কৈলাসকামিনীর পিতার নাম ৺ ভুবনমোহন দেব সরকার এবং মাতার নাম মনোমোহিনী। মনোমোহিনী উক্ত আদিত্য-গৃহের দৌহিত্রী। তৎকালীন প্রথানুসারে মনোমোহিনীর পিতা হরমোহন বসু আদিত্যগৃহে ঘরজামাই হইয়াছিলেন। মনোমোহিনী পিতামাতার একমাত্র কন্যা ও বড় স্নেহের পাত্রী ছিলেন, এ জন্য বিবাহিত হইয়াও মাতামহাশ্রয়ে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বামীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। কৈলাসকামিনীর পিতা ও মাতা উভয়েই অতি সরল ও সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের দাম্পত্য প্রণয় ও ধর্ম্মপরায়ণতা সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে। তাঁহাদের দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা হয়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যা অতি অল্প বয়সেই মরিয়া যায়। কৈলাসকামিনী ইঁহাদিগের দ্বিতীয়া কন্যা। ইনি দেখিতে সুন্দরী ও সুলক্ষণাক্রান্তা থাকাতে পিতামাতার বিশেষ আদরের পাত্রী ছিলেন। যখন ইঁহার বয়স ৫ বৎসর, তখন দেশী টীকা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বসন্ত উঠিয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয়। মাতা মনোমোহিনী নিজের প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা

দ্বারা ইহাঁকে বাঁচাইয়া তোলেন। এই রোগের তিনটী ফল ইহাঁর শরীরে লক্ষিত হয়—(১) ইহা দ্বারা ইহাঁর বর্ণ কিছু মলিন হইয়া যায়; (২) মুখমণ্ডল বসন্ত-চিহ্নে অঙ্কিত হয়; এবং (৩) ধাতু গরম হইয়া যায়, সেই জন্য হাত, পা, গা চির দিন জ্বলিত এবং তাঁহাকে অধিক পরিমাণে জল সেবন করিতে হইত।

কৈলাসকামিনী অজ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণপরিচয় হয় নাই। কিন্তু বনিদী হিন্দুগৃহের একটী বুদ্ধিমতী শ্রমশীলা বালিকার পক্ষে যে শিক্ষা সম্ভব, তাহার কিছুরই অভাব হয় নাই। গুরুজনে ভক্তি, আত্মীয়দিগের সেবা শুশ্রূষা, বিনয়, লজ্জাশীলতা, শিষ্টাচারিতা, ধর্ম্মকর্ম্মে শ্রদ্ধা ও উৎসাহ এবং গৃহকর্ম্মে মাতার সহকারিতা—এ সকল বিষয়ে বিলক্ষণ শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। উত্তর কালে তিনি জন্মভূমির আনন্দোৎসব ও শোকাবহ ঘটনা সকল এবং আদিতা-গৃহের প্রত্যেক কর্ত্তা ও বধূর চরিত্রের চিত্র যেরূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে সেই অল্প বয়সে তাঁহার আশ্চর্য্য সহৃদয়তা ও পর্য্যবেক্ষণশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বস্তুতঃ ভবিষ্যতে তিনি যে গৃহিণীপনার আদর্শ হন, শৈশবে হিন্দুগৃহে তাহার ভিত্তি সংগঠিত হয়।

পিতৃমাতৃ-বিয়োগ।

পিতা ভুবনমোহন কলিকাতায় কর্ম্ম-কার্য্য করিতে করিতে ১২৭৩ সালে (৪৫ বৎসর মাত্র বয়সে) পরলোক গমন করেন। তিনি ঝামাপুকুরে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া বিধবা ভাগিনেয়ীর বাটীতে থাকিতেন। এই ভগিনী অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসলা ছিলেন। সহোদরের মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারেরা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইল দেখিয়া তাহাদিগকে কিছু দিন আপনার নিকটে রাখিবার মানসে কলিকাতাতেই আনাইলেন। কৈলাসকামিনীর বয়স তখন ৮ বৎসর মাত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১৩ বৎসরের বালক, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ১১ বৎসরের নব-বিবাহিতা বালিকা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৩।৪ বৎসরের শিশু। বিধবা রমণী সন্তানগুলিকে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ—স্বামীর মৃত্যুর পর এক মাস গত হইতে না হইতেই হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং "স্বামী ডাকিতেছেন" বলিয়া শিশু পুত্র ও কন্যাদিগকে ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয় পুত্রের হস্তে গছাইয়া দিয়া ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। পিতৃমাতৃহীন প্রবাসস্থ ও পরগৃহে আশ্রিত সন্তানদিগের এ সময় যে কি ক্লেশের অবস্থা, তাহা বর্ণনীয় নহে। দয়াময় পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধানে ভাগিনেয়ীটি আশ্চর্য্য সাহস ও সহৃদয়তা সহকারে এই পরিবারটীর রক্ষণ ও পালনের ভার গ্রহণ করিলেন, আর তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল না।

বিবাহ—কলিকাতায় বাস স্থির হইলে কৈলাসকামিনীকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি

করা হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবাহের চেষ্টাও হইতে লাগিল। কুমারী পিগট তৎকালে বেথুন স্কুলের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এবং এই ঝামাপুকুরের বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। তিনিই জিদ করিয়া কৈলাসকামিনীকে স্কুলে লইয়া যান। পিসতুত ভগিনীর গৃহ উদার হিন্দুগৃহ ছিল; তথায় বাবু রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির ন্যায় লোক সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। তাঁহার পুত্রের ব্রাহ্মদিগের সহিত সহানুভূতি ছিল। তাঁহাদের বাটীর সন্নিকটে আদিসমাজ-সংসৃষ্ট এক পণ্ডিত বাস করিতেন, তিনি কৈলাসকামিনীকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি ইহাঁকে এক ব্রাহ্মের সহিত বিবাহ দিবার পরামর্শ দিলেন এবং স্বয়ং বর জুটাইবার ভার লইলেন। বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তক ও বর্ত্তমান সম্পাদক এই পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রামস্থ লোক; তিনি এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই এবং কখনও বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে করিবেন প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মবিবাহ ২।১টী মাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে এই কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল। তিনি আপনার মাতা, মাতুল ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমোদন ক্রমে ১২৭৪ সালের ২৪শে বৈশাখ ৯ বৎসরবয়স্কা কৈলাসকামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বিবাহে বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শিশুপালন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, কৈলাসকামিনীর বয়স যখন ৮ বৎসর তখন তাঁহার মাতা ৩.৪ বৎসরের একটী শিশুপুত্র রাখিয়া যান। এই শিশু পালনের ভার কৈলাসকামিনীর হস্তে পড়িল, কারণ তাঁহার বিবাহিতা ভগিনী অবিলম্বে শ্বশুরবাড়ীতে গমন করিলেন। কৈলাসকামিনী ভ্রাতাকে খাওয়ান, পরান, শোয়ান, তাহার মলমূত্র পরিষ্কার করেন, তাহাকে খেলা দিয়া হাসান, আবার সে কাঁদিলে তাহার সহিত নীরবে কাঁদেন। মাতাকে যখন গঙ্গাযাত্রী করিয়া লইয়া যায়, শিশু তখন একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মা কোথায় যায়?" সকলে বলিল "ডাক্তারখানায়"। তৎপরে অনেক দিন সে চক্ষু খুলে নাই, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিত "মা আজও ডাক্তারখানা হইতে আসিতেছে না কেন?" এই শিশুকে তাহার বালিকা ভগিনী হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিবাহ হইয়া প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে গেলে, ইহার নাম করিয়া ডোকরাইয়া কাঁদিতেন। সুখের বিষয় এই সহোদর বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ও এম এ, বি এল, পাঠ্য শেষ করিয়া এক গবর্ণমেণ্টের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। ভগ্নী কলিকাতায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার

মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার কাছ-ছাড়া হন নাই।

কৈলাসকামিনীর বাল্যজীবনে আর একটী শিশুপালনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়, এটী তাঁহার স্বামাপুরুরের ভাগিনেয়-পুত্র। ভাগিনেয়-বধূ সদ্যঃ-প্রসূত শিশুটীকে রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাহার বাঁচিবার কোন আশা ভরসা ছিল না, তাহাকে স্তন্য পান করাইবার জন্য একটী ধাত্রী কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ ও পালনের ভার কয়েক বৎসর ধরিয়া কৈলাসকেই বহন করিতে হইয়াছিল। কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় এই বালকটীকেও তিনি মানুষ করিয়াছিলেন এবং আনন্দের বিষয় এই যে সে ইংলণ্ডে গিয়া সুখ্যাতির সহিত বারিষ্টারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এখন ব্যারিষ্টারী কার্য্য করিতেছে। এইরূপে শৈশবকালেই শিশুপালনে অভ্যস্ত হইয়া কৈলাসকামিনী সঙ্গিনী অনেক মাতার শিশুগণের রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়াছেন এবং আপনার পুত্র কন্যাগণের পালনে কিছু মাত্র ভার বোধ করেন নাই।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

কৈলাসকামিনীর প্রথম শিক্ষা বেথুন স্কুলে হয়। তৎপরে স্বামীর নিকট সাহিত্য ও গণিতে অনেক উন্নতি লাভ করেন। অবশেষে যখন ভারতাশ্রমে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাতে যোগ দান করিয়া তত্রত্য উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, এবং সময়ে সময়ে পারিতোষিকও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানার্জ্জনে চিরকাল উৎসাহবতী ছিলেন। বঙ্গ মহিলা ও আর্য্য মহিলা সমাজ, বেথুন কলেজ ও বিক্টোরিয়া কলেজে সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে জ্ঞান বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার জন্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ যে সকল বক্তৃতা করিতেন, তিনি কন্যাগণ সমভিব্যাহারে তৎশ্রবণে উপস্থিত হইতেন। স্বর্গীয় অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ়মুদ্রিত হয় যে, গৃহে বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রেই করিতেন এবং আপনার বাটী স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণে যত্ন করিয়াছিলেন।

তিনি যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাহার একটী নিয়ম ছিল যে, ভবিষ্যতে প্রত্যেক ছাত্রীকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে হইবে। তদনুসারে স্বামী যখন হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন, তখন তিনি তত্রত্য বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া প্রায় দুই বৎসরকাল বালিকাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দান করেন। ছাত্রীগণ তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরক্তা ছিল যে, অনেকে বিবাহিতা হইয়াও তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিত ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় গুরুভক্তি প্রদর্শন করিত। আপনার বালক বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষা অনেকটা নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করিতেন।

বাটীর ও বিষয়াদির হিসাবপত্র রাখিতেন, আবশ্যক চিঠিপত্র লিখিতেন ও লিখাইতেন এবং স্বয়ং সমুদয় হিসাবের নিকাস করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রবন্ধ রচনারও শক্তি ছিল, মেয়েদের কোন কোন সভা সমিতিতে তাহা লিখিয়া পাঠ করিতেন। বাটীতে অনেক পুস্তক পত্রিকা আসিত, অবসরমত সে সকল পাঠ করিতেন। ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীর সকল পুস্তকই পড়িয়াছিলেন এবং তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সারভাগ অন্যের নিকট বেশ বিশদরূপে বিবৃত করিতে পারিতেন। পুরাণ ও কাব্য পাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, সে সকলের সারাংশ মধ্যে মধ্যে গল্পচ্ছলে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার কন্যাস্থানীয়া শ্রীমতী মানকুমারীর কবিতার বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং বলিতেন "এখন যে যত লিখুক, ইহার মত লেখা কাহারও নয়।"

শারীরিক ব্যাধি।

তাঁহার শরীরে রোগ প্রায় ছিল না বলিলে হয়, সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। বাল্যকালে যে বসন্ত রোগ হয়, তাহাতে ধাতু গরম হওয়াতে হাত পা ও গা জলিত, কিন্তু অধিক পরিমাণে জল সেবন এবং পান্তা পষ্টি-ভাত ও অন্যান্য ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করিয়া প্রায় নিবারণ করিতেন। তাঁহার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ, শালতিযোগে পূর্ব্ব রাত্রি জাগরণ করিয়া এবং তাঁহার ভাসুর উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া বাতুলাশ্রমে থাকাতে বড় যাতাকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছেন। তখন মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ১২।১৩ নম্বর বাটীতে ভারতাশ্রম। ইহার তৃতীয়তল গৃহে বাসস্থান এবং একটি নিম্নতলস্থ গৃহে সকলের আহার-স্থান। যাতার কষ্ট লাঘব করিবার জন্য ইনি তাঁহার জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাত্রে সাজাইয়া লইয়া যেমন আহার-গৃহের মধ্য দিয়া যাইবেন, অমনি পা পিছলাইয়া পড়িয়া এমনি আঘাত পাইলেন যে, তাঁহার বাম উরুর অস্থি স্থানচ্যুত হইল। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পাট্রিজ সাহেব প্রভৃতির সু-চিকিৎসায় এবং ২।৩ মাস ক্লেশ ভোগের পর হাড় ঠিক্ হইয়া বসিল, কিন্তু ভগ্ন স্থানে একটু খুঁত রহিয়া গেল। এজন্য বরাবর তাঁহাকে একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হইত এবং উত্তরকালে বাত আশ্রয় করাতে রজনীকালে অত্যধিক যাতনা ভোগ করিতে হইত। তদ্ভিন্ন অন্য রোগে তাঁহাকে প্রায় কখনও শয্যা গ্রহণ করিতে হয় নাই।

প্রবাসে বাস ও গৃহ নির্ম্মাণ।

কৈলাসকামিনীর ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যু হওয়াতে, এবং স্বামী কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে থাকাতে শ্বশুরালয়ে বাস অল্প দিনই ঘটিয়াছিল, এজন্য ৪।৫ বৎসর কাল সহোদরদ্বয়ের সহিত ঝামাপুকুরের ভগিনীর বাটীতেই ছিলেন। স্বামী যখন কোন্নগরে হেড মাষ্টারী করেন, তখন কলিকাতায় একটি

বাসা করিয়া তথায় স্ত্রীকে আনিলেন। এই সময়ে ভারতাশ্রমে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইনি তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। আশ্রমটী বেলঘরিয়ার এক সুন্দর উদ্যানে স্থানান্তরিত হইলে এবং অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবারের তথায় থাকিবার ব্যবস্থা হইলে তিনি আগ্রহপূর্ব্বক স্বামীর মত লইয়া তথায় গিয়া বাস করেন এবং বাবু কেশবচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে সমর্থ হন। ২।৩ বৎসর নানাস্থানে আশ্রমের অন্তর্ভূত হইয়া ছিলেন। পরে স্বামীর সহিত হরিনাভিতে গিয়া প্রায় তিন বৎসরকাল তথায় বাস করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহার সহিত ১৮৭৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় নানা স্থানে বাসা পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র হইল। আপনারা শৈশবকালে নিরাশ্রয় অবস্থায় অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন এবং কলিকাতায় নানা স্থানে বাসা পরি-বর্ত্তন করিয়া কষ্ট পাইতে হয় এ জন্য একটী স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইলেন। সামান্য কিছু টাকা সংগৃহীত হইলেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একযোগে আন্টনিবাগানে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে মনোমত সুন্দর একটী বাটী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া এই বাটীর সকল কার্য্য করাইয়াছিলেন এবং দুই এক খানি গহনা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া অন্য টাকায় তাহা আবার খোলসা করিয়া আশ্চর্য্য কৌশলে ব্যয় সম্পন্ন করিয়াছেন। রাঁধুনী ও চাকর পারতপক্ষে রাখিতেন না। নিজের পরিশ্রমে অর্থ বাঁচাইয়া দেনা পরিশোধ করিতেন। তাঁহার স্বামী সাধারণ নানা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে সাংসারিক কোনও ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। কৈলাসকামিনীও তাঁহার নিকট কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার সাহায্য লইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নূতন বাটীতে প্রায় ১৫ বৎসর বাস করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বাটীটী মনোমত করিয়া সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে স্বামীকে বলিয়াছিলেন "আমার জন্য কিছুই করিতেছি না, এ সকল তোমার ও তোমার সন্তানদিগের জন্য।"

সন্তানের জননী।

যখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, তখন ভারতাশ্রমে তাঁহার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার প্রায় ৩ বৎসর পরে হরিনাভিতে দ্বিতীয়া কন্যা জন্মে। কলিকাতার বাসায় আর একটি কন্যা হয়। উপরি উপরি ৩টি কন্যা হওয়া অলক্ষণ বলিয়া অনেকে ভয় দেখাইলেও

তিনি ভীত বা ক্ষুব্ধ হন নাই। কন্যা পুত্রে বিশেষ নাই বলিয়া কন্যাদিগের প্রতি যথোচিত যত্ন করিতেন। আণ্টনিবাগানে ভূমি ক্রয়ের পূর্ব্বে তাঁহার ১ম পুত্র জন্মে। তৎপরে আর একটি কন্যা হয় এবং এই কন্যার পরে ক্রমে ক্রমে আর তিনটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কনিষ্ঠ পুত্র অষ্টম গর্ভের বলিয়া বিশেষ শুভ লক্ষণাক্রান্ত মনে করেন এবং স্বামীর সহিত একমত হইয়া যখন তাহার বয়স এক বর্ষ হইল, তখন তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য উৎসর্গ করিলেন। ইহার পর সসত্ত্বাবস্থায় তাঁহার ভয়ানক কম্পজ্বর হয় এবং একটি পুত্র সন্তান মৃত জাত বা জাতমৃত হয়। তিনি "জেঁওজ পোয়াতী" এই জন্য সকলেই তাঁহাকে মহা সৌভাগ্যবতী বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। তাঁহার সন্তান মৃত হইল এজন্য মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যে চক্ষে কখনও জল পড়িতে দেখা যায় নাই, তাহা দিয়া অশ্রুপ্রবাহ বহিতে দেখা যাইত। সন্তানটির নাম 'অমরকুমার' দিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিতে এই কবিতা তাহার স্মৃতিচিহ্নে সংলগ্ন করা হয়—

"শুক্ল প্রতিপদ চাঁদ হইয়া উদয়,
কোথায় লুকালে কেহ বলে না সন্ধান;
ছিলে যথা পুনঃ তথা করিয়া প্রস্থান
বিকশিছ—উজলিছ অমর-আলয়।"

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পুনরায় সসত্ত্বা হইলেন। ছয় মাস গত হইতে না হইতেই তাঁহার উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার এবারকার অবস্থা ভাল নহে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী,ও আলোপ্যাথী ডাক্তারদিগের পরামর্শ লইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হইত, কিন্তু পূর্ব্ববারের দুর্ঘটনাহেতু কোনও ঔষধসেবনেই প্রস্তুত ছিলেন না এবং "ডাক্তারকে কি আর দেখাইব" বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এইবার গর্ভধারণ তাঁহার প্রাণনাশের কারণ হইল।

তাঁহার কন্যাদিগের মধ্যে একটীকে মাত্র বিবাহ দিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃপায় যেমন সুপাত্র জুটিয়াছিল, তেমনি মনের মত ঘটা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কন্যার প্রায় দুই বৎসর বয়স্ক একটী পুত্রকেও তিনি দেখিয়া গিয়াছেন, সে তাঁহাকে "দিদি দা" বলিয়া ডাকিত। প্রথম ও দ্বিতীয়া কন্যা বিক্টোরিয়া কলেজে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছে। তৃতীয়া কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বেথুন কলেজে ফাষ্টআর্ট পড়িতেছে। ১ম পুত্রের সুশিক্ষার জন্য তিনি বহুব্যয় স্বীকারেও কুণ্ঠিত হন নাই, ঈশ্বরেচ্ছায় সে এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর দুটী পুত্র সিটি স্কুলে পড়িতেছে। কনিষ্ঠা কন্যা গৃহে অধ্যয়ন করে। কনিষ্ঠ পুত্রটি ৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৫ম

বর্ষে পড়িয়াছে। সন্তান পালনে কৈলাস-কামিনীর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তাহারা অল্পবয়সে নিজে খাইতে, পরিতে ও নিজের কাজ করিতে পারে এমন করিয়া প্রস্তুত করিতেন। তাহাদের উপর তাঁহার নিয়ম ও শাসন অতি কঠিন ছিল, তাহারা তাঁহার অমতে বা আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে পারিত না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৫।১৬ বৎসরের হইলেও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া নিকটস্থ প্রাতবেশীর বাটীতেও গমন করিতে পারিত না। তাঁহার রাশি খুব ভারি ছিল, তাঁহার ইঙ্গিতে ছেলে মেয়েরা চলিত। তাঁহার দৃষ্টি এবং দুই একটী কথা দ্বারা পুত্র কন্যাদিগকে এরূপ শাসন করিতেন যে অনেকে গুরুদণ্ড দিয়াও সেরূপ করিতে পারে না। তথাপি এই শাসনের মধ্যে এরূপ প্রেম ও কোমলতা ছিল যে, সন্তানেরা তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইত। সন্তানের চরিত্র গঠনে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাহারা সত্য, ন্যায়, ঈশ্বরভক্তি ও পবিত্রতায় সুদৃঢ় হয়, এজন্য সকল উপায় অবলম্বন করিতেন। সন্তানদের উপর তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, বাক্স, সিন্দুক, আলমারী প্রভৃতির চাবি সকলকেই ব্যবহার করিতে দিতেন, কিন্তু তাঁহাকে না বলিয়া কেহ একটী পয়সাও লইত না বা ব্যয় করিত না এবং তাঁহার সন্তানেরা যে মিথ্যা, চুরি বা প্রবঞ্চনা করিতে পারে ইহা তিনি কল্পনাতেও আদৌ স্থান দিতেন না। স্কুল বা সমাজ অপেক্ষা গৃহেতে সন্তানদের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা ভাল হয়, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেন। (ক্রমশঃ)

কিউবা দ্বীপ।*

(উদ্ধৃত)

আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের মধ্যস্থিত 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া' দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কিউবা দ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও সমৃদ্ধ। খাস কিউবা দ্বীপের পরিমাণফল ৪৩ হাজার ৩১৯ বর্গমাইল। নিকটস্থ পিনস নামক দ্বীপের পরিমাণ ১ হাজার ৩৫০ বর্গ মাইল। এই সমস্ত দ্বীপ কিউবা রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ইহাদিগকে লইয়া হিসাব করিলে সমগ্র কিউবা রাজ্যের পরিমাণফল ৪৫ হাজার ৮৮৩ বর্গমাইল হয়।

কিউবা নিম্নভূমি, সুতরাং বর্ষণসময়ে

*এই দ্বীপবাসীদিগকে উপলক্ষ করিয়া সম্প্রতি স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে মহা সংগ্রাম বাধিয়াছে।

এখানে বন্যা আসিয়া থাকে। অল্পমাত্রায় ভূমিকম্পও মধ্যে মধ্যে অনুভূত হয়। গ্রীষ্মের সময় এখানে তাপের পরিমাণ ৭৬ হইতে ৮০ ডিগ্রীর মধ্যে (ফারেন-হিটের তাপমান অনুসারে)। শীতের সময়ে তাপ ৫৮ হইতে ৭৮ ডিগ্রীর মধ্যে। স্থানের বিশেষত্বসূচক কোন ব্যাধি এখানে নাই। কখন কখন একপ্রকার জ্বর কতকটা সংক্রামক আকার ধারণ করে। উহা পীত-জ্বর (yellow-fever) নামে পরিচিত।

কিউবা রাজ্যের মধ্যে অকর্ষিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির পরিমাণ বিস্তর। কেহ কেহ বলেন, কিউবায় এক্ষণে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসনপ্রণালী যদি তথায় প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে এক্ষণকার অপেক্ষা কৃষ্যুৎপন্ন পাঁচগুণ অধিক জন্মিতে পারে এবং খনিজ দ্রব্যাদি হইতে আয়ও অনেক বৃদ্ধি পায়।

১৪৯২ খ্রী অব্দের ২৮শে অক্টোবর কলম্বস এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপের নাম তখন হইতে কিউবা ছিল। পরে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নামানুসারে ইহা জুয়ানা, ফরনাণ্ডিনা, সান্টিয়াগো, আভামারিয়া নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে উহা পুনরায় সেই পূর্ব্ব নামেই অভিহিত হইতেছে।

১৫১১ খৃঃ অব্দে স্পেনীয়েরা এই দ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে। বর্ত্তমান রাজধানী হাভানাই উহার রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। (১৫১৯)। ১৫৩৮ খ্রী অব্দে ফরাসীরা এই নগর পুড়াইয়া দিলে কিউবার গবর্ণর ভবিষ্যতে এই অত্যাহিতের পুনরাবৃত্তি নিবারণ জন্য কিউবায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৪৪ খ্রী অব্দে ফরাসীরা আবার উক্ত নগর আক্রমণ করিয়া উৎসাদিত করে। ১৬০০ সালের পূর্ব্বে কিউবায় আরও দুইটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অতঃপর ফরাসী ইংরাজ, ওলন্দাজ অথবা বোম্বেটিয়াগণ কর্তৃক আক্রমণ আশঙ্কায় হাভানাকে দেড় শত বৎসরকাল সদাই সশঙ্কভাবে অবস্থিত করিতে হয়।

১৭২২ খৃঃ অব্দে হাভানা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এতদুপলক্ষে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে জেতৃপক্ষের সেনাগণ আপনা-দিগের মধ্যে ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৮৫ পাউণ্ড মূল্যের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিভক্ত করিয়া লইয়াছিল।

১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে পারিসে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, সেই সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে হাভানা স্পেনীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল। এই সময় হইতে কিউবার উন্নতি আরম্ভ হয়। লাকাসাস নামক স্পেনীয় গবর্ণর ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এখানে নীলের চাষ প্রবর্ত্তিত করেন এবং ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে তামাক ও ইক্ষুর চাষ আরম্ভ হইবার উপলক্ষে এখানে যে দাসত্ব প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, উহা রহিত করিয়া দিবার সম্বন্ধে সবিশেষ চেষ্টা করেন।

১৮৭০ খৃঃ অব্দেও কিউবায় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার দাস ছিল, ১৮৭৩ সালের দাস-সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৭ হাজার, ১৮৭৬ সালের সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৯ হাজার।

১৮৫৩ সালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টকে দাসপ্রথা উঠাইয়া দিতে প্রবৃত্ত করেন এবং তদনুসারে কিউবায় আফ্রিক দাস চালান দেওয়া কয়েক বৎসরের জন্য বন্ধ থাকে। ১৮৮৬ সালে আইন করিয়া দাসত্ব-প্রথা এককালে উঠাইয়া দিবার কথা হয়।

কিউবার অধিবাসিগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) স্পেনীয়গণ, রাজ্যের প্রায় সমস্ত পদগুলি যাহাদের অধিকৃত। (২) ক্রিয়োল (Creole), ইহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী। ইহাদিগের প্রতি স্পেনীয়-দিগের বড়ই বিরাগ। (৩) স্বাধীন মুলাটো (Mulatto) অর্থাৎ কৃষ্ণকায় ও শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী পুরুষ জাত এবং স্বাধীন নিগ্রো সমভাগে মিলিত হইয়া তৃতীয় শ্রেণী সংগঠিত হইয়াছে। ইহারা রাজ্যের অসৈনিক বিভাগীয় সমস্ত পদ হইতেই বঞ্চিত। (৪) দাসজাতীয় লোক লইয়াই ৪র্থ শ্রেণী সংগঠিত।

কিউবার শাসনের জন্য স্পেন হইতে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। ইহাঁদের অভিধান গবর্ণর-কাপ্তেন-জেনারেল। প্রত্যেকের শাসনকাল ৩ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত। সৈনিক, অসৈনিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিভাগের উপর ইহাঁদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। শাসনপ্রণালী রাজতন্ত্র। রোমান কাথলিক ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্ম রাজার অনুমোদিত নয়।

কিউবার আয় প্রায় ৩ কোটী ২০ লক্ষ ডলার, তন্মধ্যে প্রায় ২ কোটী ৬ লক্ষ ডলার স্পেনে পাঠাইতে হয়, অবশিষ্ট কিউবায় সেনা, রণপোত, সিভিল সার্ভিস প্রভৃতির জন্য ব্যয় হয়।

এখানকার শিক্ষাপ্রণালী তত উন্নত নয়। হাভানায় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তথায় রেক্টর একজন, এবং অধ্যাপক সংখ্যা ত্রিশ। চিকিৎসা ও আইন শিক্ষার স্কুল আছে।

কিউবার অধিবাসিগণ সরকারী সমস্ত পদ হইতেই বঞ্চিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদের স্বাধীনতা নাই, অধিকন্তু রাজ্যের সৈনিক ব্যয় সঙ্কুলান জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট ট্যাক্স দিতে হয়। এই হইতেই স্পেনের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপর কিউবা-বাসিগণ দারুণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে এবং এই সূত্রেই উভয় পক্ষে বিদ্রোহ সংঘটন হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ বিদ্রোহ এযাবৎ অনেক বারই সংঘটিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে একটী সংস্কারক দল সংগঠিত হয়। ঐ দলের লোকের চেষ্টায় কিউবাবাসীদিগের অভাব অভিযোগ তদন্তের জন্য মাদ্রিদ নগরে একটি সভা হয়। তদন্তের ফল এই হইল যে, কিউবাবাসী-দিগের উপর এক নূতন ধরণের ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইল এবং তাহাতে তাহাদিগের কষ্ট আরও বাড়িল বই কমিল না।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্য অনেক দিন হইতেই কিউবাবাসীদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে প্রেসিডেণ্ট পলক উক্ত রাজ্যটী খরিদ করিয়া লইবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পায় নাই।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে স্পেনীয় বিদ্রোহের সময় কিউবার সমুন্নতদল স্পেনীয় শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এতদুপলক্ষে আট বৎসরকাল যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিয়াছিল, কিন্তু তাহার চূড়ান্ত ফল তেমন কিছুই হয় নাই। এই যুদ্ধে কিউবার ব্যবসায় বাণিজ্য মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজ্যের ট্যাক্‌স ত্রিগুণ পরিমিত বর্দ্ধিত হয়।

গত বৎসর হইতে অধিবাসিগণ আবার বিদ্রোহী হইয়াছে। মার্কিন গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি বিদ্রোহীদিগের প্রতি এতাবৎ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। বিগত ২৮শে মার্চ্চ ওয়াসিংটন নগর হইতে এই সংবাদ আইসে যে, কিউবার হাভানা বন্দরে মার্কিণ রণতরি "মেইন" বিনষ্ট হইয়াছে। কি কারণে এরূপ হইল, তাহার তদন্তের ভার একটী কমিটীর উপর দেওয়া হয়। কমিটী স্পেন গবর্ণমেণ্টকেই দায়ী করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জলমগ্ন কোনরূপ যন্ত্রদ্বারা স-নাবিক ঐ উৎকৃষ্ট জাহাজখানি উড়াইয়া দেওয়া হয়। স্পেনের বিজ্ঞ লোকেরা বলিতেছেন যে, উক্ত জাহাজের নিজের মেগাজিনে আগুন উৎপন্ন হইয়াই এরূপ হইয়াছে। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, স্পেন একেবারে কিউবা ছাড়িয়া চলিয়া যায়; কিউবার অধিবাসিগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্পেনের অত্যাচার হইতে মুক্ত হউক। কয়েক-বৎসরের যুদ্ধের হাঙ্গামায় প্রায় এক লক্ষ বিদ্রোহী এবং প্রায় তত সংখ্যক স্পেনীয় সেনা রোগে ও শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মে মাস হইতে ছয় মাস কাল কিউবা একান্তই অস্বাস্থ্যকর। স্পেনীয়েরা বিদ্রোহীদিগের আহারাদির সংগ্রহ বন্ধ করিয়া উহাদিগকে একপ্রকার দুর্ভিক্ষে নিপাতিত করিয়াছে এবং বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেরই এইরূপ একান্ত কষ্ট হওয়াতেই মার্কিণেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইয়াছেন। গত ১৭ই এপ্রিল আমেরিকার প্রতিনিধি ও সেনেট সভা এই অনিষ্ট নিবারণার্থ এক প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিয়া বিবেচনার্থ স্পেনকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। স্পেন প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায় উভয় রাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে।—এডুকেশন গেজেট।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাজনদিগের উক্তি।

রমণী ঈশ্বরের প্রধান সৃষ্টি *—কংফুছে।

স্ত্রীলোকেরা আমাদিগকে শান্তি সৌজন্য এবং মহত্ব শিক্ষা দেন—বলটেয়ার।

সেক্ষপিয়ারের নাটকে বীরপুরুষ নাই, কেবল বীরাঙ্গনা আছেন—রস্‌কিন।

আমি যাহা কিছু হইয়াছি তাহা মার হাতে গঠিত হইয়া—জন কুইন্সি আডাম্‌স।

স্ত্রীলোক যদি স্বর্গভ্রংশের কারণ হয়, তিনিই স্বর্গে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন —হুইটার।

স্ত্রীলোক যত স্ত্রীপ্রকৃতিসম্পন্ন হন, ততই পূর্ণাদর্শ—গ্লাডষ্টোন।

সুন্দরী স্ত্রীলোক রত্ন, সাধ্বী স্ত্রীলোক মহারত্ন—সানিডী।

সমুদায় মহৎ ঘটনার মূলে রমণী—ডামারটাইন।

রমণী-হৃদয় যখন দয়ার আধার হয়, তদপেক্ষা ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোমলতর বস্তু আর কিছুই নাই—লুথার।

রমণীর চক্ষুর্দ্বয় যে সৌন্দর্য্য শিক্ষা দেয়, তাহা কোন্ গ্রন্থকার দিতে পারে? —সেক্‌সপিয়ার।

রমণী প্রেমের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রেমান্বেষণে কে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন?—মার্গারেট ফুলার অসলী।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু
ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।—মনু।

স্ত্রীগণ গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে ও শ্রীতে কোনও বিশেষ নাই।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

যেখানে নারীগণ পূজিত হন, সেখানে দেবতারা আনন্দিত হন, যেখানে নারীগণের পূজা নাই, সেখানে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল।

চাঁদের হাঁসি।

১

কে শিখালে বল চাঁদ
তোরে ও মধুর হাঁসি,
মাতাইতে সবাকারে
হেঁসে হেঁসে সারানিশি?
কেবা দিলে তোরে বল্

---

* এই ভাবে সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা

নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে, শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধি বিচিন্ত্য রমণীমুখং, ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।

দিবাবসানে পদ্ম ম্লান হইয়া যায়, রাত্রি গত হইলে চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়। বিধাতা এই চিন্তা করিয়া রমণী মুখ রচনা করিলেন। লোকে ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হইয়া থাকে।

ও অতুল রূপরাশি,
জগত করিতে আলো
আকাশের কোলে ভাসি?

২

রাজ-রাজেশ্বর দ্বারে,
দরিদ্রের ঘরে ঘরে,
হাঁসি ছড়াইছ, ওগো,
করে করে অকাতরে।
সবাকার চাঁদ তুমি,
বেশী কম কারো নও,
সমভাবে প্রাণ ঢেলে,
সবাকারে সুখ দাও।

৩

গোলাপের আধ ফোটা
কচি কচি কুঁড়িগুলি,
তোমার হাঁসিতে, ওই,
গায় গায় পড়ে ঢলি।
ফোটে সৌরভের ভরে
কোমল মু'খানি তার,
আদরে অধর ধারে
হাঁসি ধরে নাক আর।

৪

লতা পাতা জল স্থল
সব চিকি মিকি করে,
সোণার কিরণে তব,
সোণার বরণ ধরে।
এত সোণা পেলে কোথা ?
তুমি কি পরশমণি ?
পরশে সুবর্ণময়
কর তাই এ ধরণী ?

৫

শিশুপ্রাণ ! কিবা জানে,
তবুও তোমার হাঁসি,
পড়িলে অধরে তার,
ফোটে হাঁসি রাশি রাশি,
ছোট ছোট হাত দুটি
তুলিয়ে তোমার পানে,
'আয় চাঁদ আয়' বলি,
ডাকে গো সরল প্রাণে।

৬

মলিন দর্পণ' পরে,
পড়িলে তোমার হাঁসি,
মলিনতা যায় মুছি
বাড়ে তার রূপরাশি।
বালিকারো প্রাণমাঝে
অপরূপ ভাব জাগে,
চেয়ে চেয়ে তোমা পানে
থাকে ভরা অনুরাগে।

৭

সুখের শয্যায় বসি
জানালাটি কেহ খুলি,
দেখিয়া তোমার হাঁসি
আবেশে পড়িছে ঢলি।
কত কি লুকান কথা
জাগিছে তাহার মনে,
নীরবে নয়ন-ধারা
বহিতেছে দু-নয়নে।

৮

সারা দিন দুঃখে কেহ
খেটে খেটে প্রাণপণে,
কুঁড়ের বাহিরে আসি

চাহিছে তোমার পানে ;
ভুলিছে যাতনা সব,
তোমার ও হাঁসি দেখে,
সুখ-ছায়া পড়িছে গো
তাহার মলিন মুখে।

৯

সাগরের জল ওই
ছুটিছে তোমার দিকে,
ধোয়ায়ে চরণ তব
চুমিতেছে হাঁসি মুখে,
ছড়াইছে ওই হাঁসি
অপার জলধি'পরে,
কুলু কুলু রবে গেয়ে
মাতোয়ারা মধুস্বরে।

১০

নীরব আকাশ কোণে
একমনে একা বসি,
গাঁথিছ তারকামালা
নীরবেতে সারা নিশি,
আধ ফোটা তারাগুলি
ফোটাইয়া মধুকরে,
রাখিছ যতন করি
যামিনী কামিনী তরে।

১১

তাই তব যশোগীত
করিছে সবাই গান,
তাই, ভাসিতেছে সুখে
মানবের মরা প্রাণ,
তাই, প্রেমে মাতোয়ারা
চরাচর বিশ্ববাসী,
তাই শশী ওই হাঁসি
আমি বড় ভালবাসি।

১২

নথর অধরে তোর
মাখায়েছে যে সুহাঁসি,
যাঁর শোভা-কণা লয়ে,
প্রকাশ ও রূপরাশি,
জগৎ-জীবন সেই,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি,
তাঁহার চরণে যেন
থাকে সদা মম মতি।

শ, চ, চ।

গার্হস্থ্যবিষয়ে নরনারীর কর্ত্তব্য।

যাঁহারা গৃহাশ্রমে থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থ বলে। সংসারাশ্রমই সকল আশ্রমের সার। সংসারে থাকিয়া, প্রকৃতরূপে সুখশান্তি লাভ করিতে হইলে, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন করিলে অপরাধী হইতে হয়, এবং এ সংসারে প্রকৃত সুখশান্তি লাভ করা অসম্ভব। অনেকে সংসারে আবদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা পরম